চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উনাকোটি
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 17 December, 2019 ■ আগরতলা, ১৭ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সোমবার বিজয় দিবস উপলক্ষে আগরতলায় পোস্টঅফিস চৌমুহনীতে শহিদ বেদীতে শ্রদ্ধা জানান রাজ্যপাল রমেশ বাইস। ছবি নিজস্ব।

সুপ্রিম কোর্টে সিএএ মামলার শুনানি ১৮ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা আবেদনের শুনানি হবে ১৮ ডিসেম্বর। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এ বুবদের বেঞ্চ ওই শুনানির দিন ধার্য করেছে। এ-বিষয়ে ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অন্যান্য আবেদনের সাথে তাঁর আবেদনও ওইদিন শুনানি হবে। তাঁর কথায়, উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে নেসু-র আবেদনটিও সুপ্রিম কোর্ট গ্রহণ করেছে। একইদিনে ওই আবেদনের শুনানি হবে।

লোকসভা এবং রাজ্যসভাতেও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার পর ওই বিলে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ স্বাক্ষর করেন। গত ১২ ডিসেম্বর ওই বিলে রাষ্ট্রপতির হতেই ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন জমা দেন। আজ তিনি বলেন, ওই বিলের বিরোধীতা শুরু থেকেই করছি। কারণ, ত্রিপুরায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে একাধিকবার শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, ১৯৪০ সালে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তখন ত্রিপুরার মহারাজা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছেন। তেমনি ১৯৪৬ সালে নোয়াখালীতে দাঙ্গা হাওয়ায় সেখান থেকে আসা হাজার হাজার শরণার্থীদের ত্রিপুরায় থাকতে দেওয়া হয়েছিল। প্রদ্যুতের দাবি, ১৯৪৮ সালে ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের জন্য ৩০০ একর জমি বরাদ্দ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ১৯৫৬, ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ত্রিপুরায় শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে।

তাঁর বক্তব্য, এদেশে ত্রিপুরা একমাত্র রাজ্য যেখানে একাধিকবার শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। ফলে, এখন পুনরায় বোঝা নেওয়ার ক্ষমতা নেই আমাদের, বলেন তিনি। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার জনজাতিদের ত্যাগের ইতিহাস রয়েছে। তা কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝতে হবে। তাদের সমস্যা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। তিনি বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করেছেন। তাই ওই আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি।

তাঁর কথায়, আমার আবেদন সুপ্রিম কোর্ট গ্রহণ করেছে তাই আমি কৃতজ্ঞ। উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে নেসু-র আবেদনও সুপ্রিম কোর্ট গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, বরিষ্ঠ আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি সুপ্রিম কোর্টে তাঁর মামলা পরিচালনা করবেন। তাঁর কথায়, ওই আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে আরও অনেকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ, তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র আরো বেশ কয়েকটি আবেদন সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়েছে। সুপ্রিম কোর্ট সমস্ত আবেদন একত্রে শুনবেন বলে স্থির করেছে।

অবশেষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৬ ডিসেম্বর।। টানা ৭ ঘন্টা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ। পারিবারিক কলহের জেরে অভিমানে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন এক গৃহবধূ। আগুনের লেলিহান শিখায় শরীরের ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিলো। প্রথমে গ্রামীন হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা চললেও অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে চিকিৎসক জি বিতে রেফার করলে জিবি যাওয়ার পথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন কৃষ্ণা নমঃ (৩৮) নামের গৃহবধূ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তরের কদমতলা থানাধীন পূর্ব লালছড়া গ্রামের ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা অজিত নমঃ ও তার স্ত্রী কৃষ্ণা নমঃর সাথে কিছু বছর যাবত পারিবারিক কলহ লেগেই থাকত। আর পারিবারিক কলহ দিনকে দিন বৃদ্ধি হতে থাকে। প্রতিদিনের মত গতকাল সকালবেলাও স্বামী অজিত নমঃ রঙের কাজে যাবার আগে স্ত্রী কৃষ্ণা নমের সাথে প্রচন্ড ঝগড়া ঝাটি করে কাজে চলে যান। দুপুর নাগাদ দুই ছেলে কৃষি জমিতে কাজে চলে যায়।

সেই সুযোগে স্ত্রী কৃষ্ণা নমঃ অভিমানে নিজ বাড়ির পরিত্যক্ত একটি ঘরের দরজা বন্ধ করে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন। আগুন লাগার পর কৃষ্ণার চিৎকার-চেচামেচি শুনে তার আত্মীয় পরিজনরা ছুটে এসে ঘরের দরজা ভেঙে দেখতে পান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ই-রিক্সার রেজিস্ট্রেশন চলতি মাসে না করালে শাস্তির খড়্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। কড়া নির্দেশ সত্বেও রেজিস্ট্রেশন করাননি এমন ই-রিক্সা ডিলার ও চালকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে সাফ জানিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, ৩১ ডিসেম্বরের আগেই সকলকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তিনি বলেন, এখনও ২৬৭৬টি ই-রিক্সা মডেল অনুমোদন নিতে পারেনি। তেমনি ২২৫৩টি ই-রিক্সা এখনও রেজিস্ট্রেশন করেনি। তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে পরিবহণমন্ত্রীর দাওয়াই, সময় থাকতে রেজিস্ট্রেশন করে নিন।

আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পরিবহণমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, ই-রিক্সা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। ওই সময়সীমা আর বাড়ানো হবে না। তিনি বলেন, হাইকোর্টের নির্দেশ সত্বেও ইতিপূর্বে একাধিকবার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু, সুযোগ দেওয়া সত্বেও ই-রিক্সা ডিলার ও চালকরা নির্দেশ পালন করেননি।

এদিন তিনি জানান, গত ১২ ডিসেম্বর পরিবহণ দপ্তর ই-রিক্সা শ্রমিক সংগঠনগুলির সাথে বৈঠক করেছে। বৈঠকে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে। তারা তাতে আপত্তিও করেননি। পরিবহণমন্ত্রীর কথায়, ই-রিক্সা রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল, বীমা করানো। তাতে, চালকসহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসম ও পশ্চিমবঙ্গ অশান্ত, ক্রমশ বাতিল হচ্ছে ত্রিপুরা থেকে দূরপাল্লার ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। রাজধানী এক্সপ্রেস আজ আগরতলা থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। কিন্তু দূর পাল্লার অন্য ট্রেন বাতিল করেছে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে। মূলত, অসমের অশান্ত পরিবেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে ভালুকা রোড স্টেশনে ভাংচুরের ঘটনায় ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে বলে দাবি পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় বনধের জেরে ত্রিপুরায় গত ৯ ডিসেম্বর থেকে রেল পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়ে পরে। ত্রিপুরা স্বাভাবিক হয়ে গেলেও এখন অসম অশান্ত হয়ে রয়েছে। ফলে, একের পর এক ট্রেন বাতিল করছে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে।

আজ অসমে দূরপাল্লার এবং লোকাল মিলিয়ে প্রচুর ট্রেন বাতিল হয়েছে। পরিস্থিতি কবে নাগাদ স্বাভাবিক হবে, সে বিষয়ে কিছুই বলতে পারছেন না রেলওয়ে আধিকারিকরা। ১৭ ডিসেম্বর আগরতলা থেকে শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস বাতিল করেছে সীমান্ত রেলওয়ে। তেমনি আগামীকাল আগরতলা-বেঙ্গালুরু ক্যান্টনমেন্ট হামসফর এক্সপ্রেসও বাতিল হয়েছে। পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শুভানন চন্দ বলেন, ২১ ডিসেম্বর বেঙ্গালুরু ক্যান্টনমেন্ট- আগরতলা হামসফর এক্সপ্রেসও বাতিল করা হয়েছে।

আগরতলা স্টেশন ম্যানেজার মুন্না ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় এনআরসি ঃ ১৮ মার্চ শুনানী হবে সর্বোচ্চ আদালতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা এনআরসি ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদনের শুনানীর দিন ধার্য্য হয়েছে আগামী ১৮ মার্চ। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এ বুবদে, বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি সূর্য্য কান্তের গঠিত বেঞ্চে ওই আবেদনের শুনানি হবে। আজ ত্রিপুরায় এনআরসি ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্টের দায়ের করা আবেদনের শীঘ্র শুনানীতে সম্মত হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্ট, রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন সহ মোট চারটি আবেদন ত্রিপুরায় এনআরসি চালু করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়েছে। ইতিপূর্বে সুপ্রিম কোর্টের তদানিন্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ ত্রিপুরায় এনআরসি ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ দিয়েছেন। ওই মামলা দীর্ঘদিন ধরে সুপ্রিম কোর্টে শুনানীর জন্য অপেক্ষমান ছিল।

প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালকে ভিত্তি বছর ধরে ত্রিপুরায় এনআরসি চালু করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছেন। তবে, ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্ট ১৯৫১ সালকে এনআরসির জন্য ভিত্তি বছর হিসেবে চাইছে। মূলতঃ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যেই তারা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। অসমে এনআরসি তাদের অনুপ্রাণিত করেছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই রাজ্যের আনাচে কানাচে প্রচুর অনুপ্রবেশকারী রয়েছেন। তাদের অধিকাংশই বাংলাদেশ থেকে এপাড়ে এসেছেন। তাদের অনেকেই আবার সেই দেশের সরকারী কর্মচারী হিসেবে চিহ্নিত। এই অনুপ্রবেশকারী ও অবৈধ বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই এনআরসির দাবি উঠেছে।

কোল থেকে কুয়োয় পড়ে যাওয়া সন্তানকে বাঁচাতে মায়ের ঝাপ, মর্মান্তিক মৃত্যু দু'জনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। কুয়োর জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হল মা ও ছেলের। সোমবার গন্ডাছড়া মহকুমার হরিপুর এলাকার রথ পাড়ায় ওই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আজ সকাল নয়টা নাগাদ আলেন্দ্রিত্রিপুরা (৩২) বাড়ি থেকে প্রায় একশ মিটার দূরে রিং কুয়ো থেকে জল তুলতে যান। সম্ভবত, বালতি দিয়ে জল তুলতে গিয়ে তার কোলে থাকা আট মাসের শিশু পুত্র নজেন ত্রিপুরা কুয়োর জলে পড়ে যায়। ওই সময় মা তার ছেলেকে বাচাতে গিয়ে কোয়ার জলে ঝাপ দেন। আর তাতেই মা ও ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়।

এদিকে, অনেকটা সময় কেটে গেলেও যখন ওই মহিলা বাড়িতে

ফিরছিলেন না তখন বাড়ির লোকজনদের সন্দেহ হয়। এরপরই চারিদিকে খুঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যায়। হটাৎ তাদের মনে পরে জল আনতে বেরিয়েছিলেন আলেন্দ্রি। তখনই খবর দেওয়া হয় গন্ডাছড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ছুটে গিয়ে প্রায় বার হাত গভীর কুয়োর জলে নেমে তল্লাশি চালান। প্রায় এক ঘন্টার উপর তল্লাশির পর মাকে উদ্ধার করতে পারলেও শিশুটিকে উদ্ধার করতে পারেননি তাঁরা।

ওইদিন দপ্তরের কর্মীদের সাথে এলাকার এক যুবকও উদ্ধার কাজে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে দুপুর দেড়টা নাগাদ দীর্ঘ সময় প্রচেষ্টার পর এলাকার এক সাহসী যুবক জল থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত মা এবং ছেলেকে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেঙ্গালুরুতে রহস্যজনক মৃত্যু কদমতলার যুবতীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৬ ডিসেম্বর।। পেটের তাগিদে বহিঃ রাজ্য ব্যাঙ্গালোরে কাজে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু এক তরুনীর। মৃত যুবতীর নাম অঞ্জলি নাথ (২১) পিতা রসেন্দ্র নাথ। বাড়ি উত্তরের কদমতলা থানাধীন সরল এলাকায়। এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বেঙ্গালুরুর আন্দ্রাতে। আন্দ্রার স্থানীয় হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর পাঞ্জনি থানার পুলিশ মৃতদেহটি মৃতার ছোট বোনের হাতে তুলে দেয়। বোন মৃতদেহ নিয়ে রবিবার রাতে কদমতলায় নিজ বাড়িতে আসে। সোমবার মৃতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। ওই যুবতীর মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের ক্ষুদিরাম কলোনির বাসিন্দা রসেন্দ্র মালাকারের দুই মেয়েকে

আগরতলায় হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স করিয়ে ব্যাঙ্গালোরে কাজে পাঠান। বড় মেয়ে অঞ্জলি নাথ (২১) ওরফে চুমকি ও ছোট মেয়ে অর্পনা নাথ (১৯) আগরতলায় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স করে প্রায় ২ বছর পূর্বে ব্যাঙ্গালোরে হোটেলের কাজে যোগ দেয়। বড় মেয়ে অঞ্জলি নাথ ব্যাঙ্গালোরের করবাংলা এলাকার মারথলি রেস্টুরেন্টে ওয়েলকামের কাজে নিযুক্ত হয় ও ছোট মেয়ে নন্দনা গ্র্যান্ড হোটেলে ওয়েলকামের কাজে নিযুক্ত হয়।

দুই মেয়ে ব্যাঙ্গালুরে হোটেলের কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকে পিতা রসেন্দ্র নাথের আর্থিক দুরবস্থা কিছুটা সচল হয়। বেশ ভালই চলছিলো দুই মেয়ের কর্মজীবন। কিন্তু গত শুক্রবার রাত্রিবেলা প্রতিদিনের মতো হোটেলে কাজ শেষ করে রাত ৯ টায় ব্যাঙ্গালোরের করবাংলা এলাকার নিজ ভাড়া বাড়িতে ফিরে আসে দুই বোন। তখন ছোট বোন অর্পণা মোবাইলের মাধ্যমে মায়ের সাথে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দাবি পূরণে ২৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে কাঞ্চনপুরে অনির্দিষ্টকালের বনধ প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। দাবি পূরণে ২৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে কাঞ্চনপুরে অনির্দিষ্টকালের বনধ প্রত্যাহার করল উন্নয়ন মঞ্চ ও নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ। সামনে বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষ এবং স্কুলের পরীক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে এবং দাবি পূরণে প্রশাসনের প্রতিশ্রুতিতে অনির্দিষ্টকালের বনধ প্রত্যাহার করা হয়েছে, জানালেন উন্নয়ন মঞ্চের কনভেনর রঞ্জিত নাথ। তাঁর কথায়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। এমনকি, আন্দোলন আগরতলা পর্যন্ত ছড়িয়ে দেব।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় বনধে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কাঞ্চনপুর প্রচুর মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বনধ সমর্থকদের হাতে তাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন। দোকানপাট লোটপাট, বাড়িঘরে ভাংচুর, এমনকি ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে প্রায় ৫০০ পরিবার থানা এবং

কাঞ্চনপুরে প্রশাসনের উদ্যোগে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার। ছবি নিজস্ব।

বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এরই প্রতিবাদে গত বৃহস্পতিবার থেকে কাঞ্চনপুরে উন্নয়ন মঞ্চ এবং নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ লাগাতার আন্দোলন জারি রেখেছে। তাঁরা বিক্ষিপ্তভাবে বনধ পালন করছে। মাঝে কয়েকদিন সকাল ও বিকেলে ১ ঘন্টা করে বাজার খোলা রেখেছিলেন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু, গতকাল অনির্দিষ্টকালের বনধের ডাক দেয় উন্নয়ন মঞ্চ এবং নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ। কারণ, সম্প্রতি বনধের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দশদায় অনুষ্ঠিত শান্তি বৈঠক কার্যত ভেস্তে গিয়েছিল।

আজ কাঞ্চনপুর নতুন মোটর স্ট্যান্ডে উত্তর ত্রিপুরা জেলাশাসক রেভেল হেমেন্দ্র কুমার, উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী এবং মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য উন্নয়ন মঞ্চ এবং নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের সাথে বৈঠক করেন। এই বৈঠক সম্পর্কে উন্নয়ন মঞ্চের কনভেনর রঞ্জিত নাথ বলেন, প্রশাসনের কাছে কিছু দাবি পেশ করা হয়েছে। ওই দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতিতে অনির্দিষ্টকালের বনধ প্রত্যাহার করা হয়েছে। তিনি বলেন, বনধে কাঞ্চনপুর, দশদা এবং আনন্দবাজারে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ সহ পুনর্বাসন, হামলাকারীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং কাঞ্চনপুর সংলগ্ন প্রত্যন্ত এলাকায় ১০টি টিএসআর কিংবা কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপনের দাবি জানানো হয়েছে। সাথে বাঙালি যুবকদের উপর মিথ্যা মামলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের বিজয় দিবস পালিত আগরতলায়, শ্রদ্ধায় শহীদদের স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। আজ বাংলাদেশের ৪৯তম স্বাধীনতা দিবস। এই উপলক্ষ্যে বিজয় দিবস আজ আগরতলাতেও পালিত হয়েছে। আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন অফিসে মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈস পোস্ট অফিস চৌমুহানিস্থিত শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শহীদদের শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন। সন্ধ্যায় বিজয় দিবসের তাৎপর্য্য নিয়ে আলোচনা এবং এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন সমাপ্তি হয়েছে।

আজ সকালে আগরতলায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সূচনা করেন সহকারী হাই কমিশনার কিরীটি চাকমা। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ত্রিপুরা এবং ভারতের অবদানের জন্য সমগ্র দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সাথে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আজ বাংলাদেশ উন্নয়নের প্রশ্নে অনেক দূর এগিয়েছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নের পথে অনেক দূর এগিয়েছি। তবে, আরও অনেক দূর যাওয়া বাকি রয়েছে।

বাংলাদেশের বিজয় দিবস উপলক্ষে আজ সকালে রাজ্যপাল রমেশ বৈস পোস্ট অফিস চৌমুহনীস্থিত শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। সে সময় আরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যপাল শ্রী বৈস বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই দেশকে স্বাধীন করতে অনেক ভারতীয় সৈন্য তাদের জীবন উৎসর্গও করেছেন। আজকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩৫ ▫ ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ৩০ অগ্রহায়ণ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ঝড়ের ধাক্কায় বিধ্বস্ত মানুষ

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়া সহিংস আন্দোলনের ফলেই বোধহয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মনে জোর রেখাপাত করিয়াছে। মেঘালয়ে নয়া নাগরিকত্ব আইন খতাইয়া দেখা হইবে বলিয়া শাহ আশ্বাস দিয়াছেন। ঝাড়খন্ডে নির্বাচনী প্রচারে অমিত শাহ দাবী করিয়াছেন সদলবলে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার কাছে আসেন সে রাজ্যের সমস্যা নিয়া। দু:শ্চিন্ত করার কারণ নাই বলিয়া জানান অমিত শাহ। যদি কিছু সমস্যা থাকে বড়দিনের পর আলোচনা করা যাইবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই আশ্বাসবাণী মিলিতেই ট্যুইট করিয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা। সংসদের উভয়কক্ষে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা উত্তরপূর্ব ভারত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ে শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ। মেঘালয়ের বিজেপি সমর্থিত সাংমার ন্যাশনাল পিপলস পার্টি ক্ষমতাসীন। অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদি বারবার আশ্বাস দিয়াছেন নয়া নাগরিকত্ব আইন সেসব রাজ্যের জনজাতি ভাষা, সংস্কৃতি অস্তিত্বে প্রভাব পড়িবে না। উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলির অভিযোগ নয়া নাগরিকত্ব আইনে প্রতিবেশী দেশগুলি হইতে আসা শরণার্থীরা নাগরিকত্ব লাভ করিলে সেখানকার জনজাতিরা সংখ্যালঘু হইয়া পড়িবে। অস্তিত্বের সংকটের আশঙ্কায় মানুষ রাস্তায় নামিয়াছে। বিধ্বংসী আন্দোলন আজ উত্তরপূর্ব ছাড়াইয়া পশ্চিমবাংলা এমনকি দিল্লীতেও আছড়াইয়া পড়িয়াছে। আন্দোলনের ফলে ট্রেন পরিষেবা শুধু বন্ধই নহে ব্যাপক হারে সরকারী সম্পত্তির ক্ষতিসাধনও করা হইতেছে। আন্দোলন ছড়াইয়াছে রাজধানী দিল্লীতে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা পূরণ করিতে গেলে গোটা সংশোধনীতেই হাত পড়িবে। কিন্তু দেশটা তো পুড়িতেছে। পশ্চিমবঙ্গে শান্তির লালিতবাণী তো ব্যর্থ পরিহাসের মতোই শুনাইতেছে।

আসামে আন্দোলন হিংসাশ্রয়ী হইয়া উঠায় গুলি চালাইতে হয়। সেখানে বেশ কয়েকজন হতাহত হইয়াছে। নাগরিক সংশোধনী বিল মানুষের মনে যে শংকা আনিয়া দিয়াছে, সেখানে পরিস্থিতি ভয়াল হইয়া উঠিলে সেখানে কোনও প্রতিশ্রুতির বন্যা নাই। আসামে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। অহমিয়ারা ধরিয়াই নিয়াছে এই আইন লাগু হইলে তাহারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হইবে। একই ভাবনায় আছে মেঘালয়ও। খাসিয়ারা ভাবিতেছে তাহাদের জীবন জীবিকার উপর আঘাত নামিয়া আসিবে। এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক আকার নিয়াছে। তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধ্বংসের পথ হইতে সরিয়া আসিতে আবেদন জানাইয়াও ব্যর্থ হইতেছেন। তিনি গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ আন্দোলন চালাইতে আহ্বান জানাইয়াছেন। আন্দোলনের ঝটকা পড়িয়াছে রেলের উপরই। ফলে ব্যাপক হারে রেল বাতিল হইয়াছে। রেল বাতিল হওয়ায় বহু যাত্রীরা পড়িয়াছেন অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টে। আন্দোলনের নামে এই গুন্ডাগিরি তো মানিয়া নেয়া যায় না। অথচ ব্যাপক হারে গুন্ডারাজের কারণে হাজার হাজার যাত্রীদের জীবনে নামিয়া আসিয়াছে অবর্ণনীয় দুঃখযন্ত্রণা। সাধারণ মানুষের কি অপরাধ? তাহাদের জীবনে এমন অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার কি কোনও প্রতিকার নাই? এই ধ্বংসাত্মক আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করা উচিত। তাহা করিতে না পারিলে দেশজুড়িয়া তো অরাজক পরিস্থিতিই কায়েম হইবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোর গলায় বলিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি বা ক্যাব কোনওটাই লাঘু করিতে দিবেন না। তাহার এই বক্তৃতা তো ছেলে ভুলানোর মতো। দেশে আইন চালু হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ তো দেশের বাহিরে নয়। কোনও রাজ্য ইচ্ছা করিলেই কেন্দ্রের আইন না মানিয়া পারিবে না।

পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু অংশের মানুষ আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহারাই তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক। এনআরসি ক্যাবের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়া মমতা রাজনৈতিক লাভের অংক ঘরে তুলিতে পারিবেন। বাংলাদেশ পাকিস্তান হইতে নির্যাতীত হিন্দুরা মনের সুখে ভারতে আসিতে পারিবেন। ইহাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বর্ধিত হইবে। একথা ঠিক ভারতে কোনও কোনও এলাকার মুসলিম জনসংখ্যা বেশী। এক সময় হয়তো এই হিন্দুস্তানে মুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া প্রভাব বিস্তার করিবে। এখনও অনেক নির্বাচনী ক্ষেত্র আছে যেখানে মুসলমানরাই জয় পরাজয়ের নিয়ন্ত্রক। এই প্রশ্ন উঠিতেই পারে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাজন হইয়াছে। মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান। কিন্তু ভারত কাহাদের জন্য। হিন্দুদের অস্তিত্বের সুরক্ষা কোথায়। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার মুসলিম ভোট ব্যাংক অটুট রাখিবার জন্য তো দানচ্ছত্র খুলিয়া দিয়াছেন। সমালোচনার ভয়ে দুর্গাপূজায় শত শত ক্লাবকে দশ হাজার টাকা করিয়া অনুদান বিলাইয়াছেন। ধর্মের নামে রাজনীতির ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি চলিতেছে তাহাকে কি বলা যাইবে? এই ভারতেও মুসলিম তোষণ চালাইয়া রাজনীতি করিতে হইবে? নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এই একশ্রেণীর মনেই আতংক আনিয়া দিয়াছে। এই বিল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শীরপীড়ায় কারণ হইবে কি করিয়া? এই ত্রিপুরার কথাই ধরাই হউক। এখানে বাংলাদেশের হিন্দুরা যদি অবলীলায় নাগরিকত্ব পাইয়া যায় তাহা হইলে এই রাজ্যে উপজাতিরা আরও বেশী সংখ্যালঘু হইয়া পড়িবে। এই আশঙ্কাতেই তো তাহাদের আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। কিন্তু সেই আন্দোলনও তো এখন হিমঘরে। সিপিএমের উপজাতি শাখা জিএমপি নেতারা তেমন জোর আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন নাই। তাহারা সহজ পথ খুঁজিয়া নিয়াছেন। সিএবি'র বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হইবে জিএমপি। সেই একই নীতির কারণেই দিল্লীতেও মারমুখী আন্দোলন চলিতেছে। এখন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়া আন্দোলনকারীদের নতুন করিয়া ভাবিতে হইবে।

এডিসি প্রশাসনের উদ্যোগে অটো রিক্সা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর ।। আজ আগরতলার বাজাজ শোরুমে এডিসির উদ্যোগে পশ্চিম জোনালের ২৮ জন ও দক্ষিণ জোনালের ২৮ জন মোট ৫৬ জনকে অটোরিক্সা বিতরণ করা হয়। এতে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সিকলা হাম মালখুঙ সার্ভিস প্রকল্পের বিতরণ অনুষ্ঠান শুভ সূচনা করেন মুখ্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা। বিশেষ অতিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জোনালের চেয়ারম্যান তথা এমডিসি সন্তোষ দেববর্মা, দক্ষিণ জোনালের চেয়ারম্যান তথা এমডিসি অরুণ ত্রিপুরা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বলীন দেববর্মা, অতিরিক্ত মুখ্যনির্বাহী আধিকারিক সুবল দেববর্মা, প্রশাসন দপ্তরের নির্বাহী আধিকারিক সমরেন্দ্র দেববর্মা, অর্থ দপ্তরের নির্বাহী আধিখারিক রামকৃষ্ণ দেববর্মা, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের নির্বাহী আধিকারিক দিলীপ বর্মণ, সৌমিত্র চাকমা, মনপাল সিং।

উদ্বোধনী ভাষণে রাধাচরণ দেববর্মা জানান, এডিসির উদ্যোগে ১০০টি অটোরিক্সা দেয়া হবে। এর মধ্যে আজ পশ্চিম জোনালের ২৮টি ও দক্ষিণ জোনালের ২৮টি মোট ৫৬টি বিতরণ করা হয়েছে। বাকিগুলো কিছুদিনের মধ্যেই বাকি জোনালগুলিতে বিতরণ করা হবে বলে তিনি জানান। তিনি জানান এডিসিতে ৭ হাজার শূন্যপদ রয়েছে। এর মধ্যে ৩ হাজার শিক্ষক। অর্থের সংস্থান না থাকায় শূন্যপদগুলো নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, আগামী দিনে যোগ্যতা ছাড়া কেউ চাকুরি পাবে না। তিনি জানান এডিসির উদ্যোগে ৭ হাজার যুবক যুবতীকে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকার মানুষের আর্থিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ফলোদ্যান গড়ে দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৬৫ কোটি টাকা ব্যয় করে বিভিন্ন জোনাল এলাকায় রাবার বাগান ও সুপারি চারা লাগানোর জন্য সহায়তা করা হয়েছে বলে তিনি জানান। তিন আরও জানান ডিপ্লোমা ইন এডুকেশনে বিষয়ে ১০ জনকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে মোট ব্যয় হবে ১০ লক্ষ টাকা। এছাড়া তিনি জানান আগরতলার পুরনো কাউন্সিল ভবনে ৫ তলা এবং খুমুলুঙে ত্রিতল বিশিষ্ট বিশ্রামাগার গড়ে তোলা হবে।

ছয়ের পাতায়

বাঙালী অস্তিত্বের সংকটের মুখে

হরিগোপাল দেবনাথ

বাঙালী জাতির অস্তিত্বের সংকট নিয়ে কিছু কথা লিখব বলে বসতেই মনে পড়ে গেল প্রথিতযশা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম একবার সখেদে মন্তব্য করেছিলেন যে, বাঙালী যেদিন সদর্পে বলতে পারবে "বাঙালীর বাঙলা" সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। উক্তিটির সারবত্তা যতটুকু আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি তাতে নিশঙ্কচিত্তে বলতে পারছি সত্যদ্রষ্টা পুরুষেরা যা ভাবেন, যা বলেন সেটি কখনও বিফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে না। বিশেষ করে, বাঙালী জাতির বর্তমান অস্তিত্ব সংকট, তাদের ঔদাসীন্য, নিষ্ক্রিয়তা, নিশ্চেষ্টতা ও সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াবার উপযুক্ত সৎসাহসিকতার অভাবটাই যে প্রকারান্তরে জাতীয় সংকট ও বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ, তা যেন এক লহমায় মধ্যাহ্ন সূর্যরশ্মির চাইতেও প্রখরতররূপে মনশ্চক্ষুতে প্রতিভাত হয়ে উঠল।

স্বাধীনতা মানুষমাত্রেরই জন্মগত অধিকার। স্বাধিকার মানুষমাত্রেরই ন্যায্য পাওনা। এনিয়ে আশেপাশে আনাচে,কানাচে, চারদিকে সর্বত্রই আর সকলে সরব, সচেষ্ট, ও রীতিমত সজাগ। তুলনামূলকভাবে দেখা যায়, একালের বাঙালী অর্থাৎ বাঙালাভাষীদের মধ্যেই কেমন যেন একটা মন-মরা, পিছিয়ে থাকা, আত্মপরিচয়দানে সলজ্জ বিমুখ, কখনও বা আছাড় খেয়ে ধূলিঝেড়ে পেছনপানে দৌড়ে মুখ লুকোবার প্রয়াস ইত্যাদি মানসিক ব্যাধির লক্ষণ উপলক্ষণ সমূহ অন্যদের কাছে বিস্ময়কর ঠেকে। যদিও তথাকথিত ভদ্রবেশী বাঙালীবাবুদের ওইরকমটাই স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "বাবু" নামক প্রবন্ধে বাঙালীবাবু অর্থাৎ শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত তবে হাবভাবে উচ্চশিক্ষিতেরও ভোজনবিলাসী, আরাম-আয়াসী, রমনী-সান্নিধ্যলাভে উচ্চাকাঙ্খী প্রমুখ বিশেষ শ্রেণীর মানুষদের স্বভাব-আচরণ বিশদভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু, এযুগে যে অন্য এক ধরনের বাঙালী-বুদ্ধিজীবী তথা 'আঁতলে'— মার্কা আরেক গোত্রের বাঙালী ভদ্রলোকের ও রাজনীতিক জগতের হোমড়া-চোমড়াদের আবির্ভাব ঘটেছে, সেক্ষেত্রে ঋষি-বঙ্কিম আজ বেঁচে থাকলে আমরা এমনতর জীবদেরও সম্যক বিবরণ সহ আসল পরিচয় অবগত হতে পারতাম।

আজকাল বড্ড বেশী আঁতেলপনা (আঁতেলপানে ইংরেজি ইন্টেলেকচুয়্যাল আর বাংলায় বুদ্ধিজীবী) দেখান, তারা তো কথায় কথায়, হাবে-ভাবে, উঠতে-বসতে আধা ইংরেজী ও আধা-বাংলায়, কখনও বা ভুল ইংরেজী ও কদর্থ বাংলায় কথোপকথনে বেশী অভ্যস্ত। এছাড়া, এই সময়ে আবার এই শ্রেণীর বাঙালী ভদ্রজনদের বাক্যস্ফূরণে অধিক ফললাভের আশায় ইউরিয়া সারের প্রয়োগ অর্থাৎ ভুলভাল হিন্দীর ও সংযোজন ঘটছে কানে বাজে। এই বিচারে বর্তমান যুগ বাঙালীদের জন্যে খুবই কিম্ভুতকিমাকার যুগ চলছে বললেও বোধ করি মোটেই অতিশয়োক্তি হবে না। যাক, এসব নিয়ে আলোচনা অযথা দীর্ঘ না করে আমার মূল আলোচনায় ফিরে আসছি।

কথা হচ্ছিল, এযুগের বাঙালীদের স্বাভিমান, আত্ম-পরিচয়, তথা বংশ-পরিচয় আর আত্মমর্যাদাবোধ বিষয়ক ব্যাপারটি তুলে ধরার। লেখক নিজে বহু জায়গায় বহু প্রসঙ্গে বারবার এসব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন। সেই নিরিখেই এখানে কথাগুলি সাজিয়ে দিচ্ছি। যেমন— 'বাঙালী' শব্দটা উচ্চারিত হওয়ামাত্রই কোন শিক্ষিত কিশোর, তরুণ, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ যে বয়সেরই হোন না কেন, নারী বা পুরুষ উভয়েরই নাক-সিটকানোর একটা কদর্য স্বভাবের চাক্ষুস প্রতিক্রিয়া প্রকাশ হয়ে পড়ে। অথাৎ তারা এটাই বোঝাতে চান যে, তারা যেহেতু আধুনিক যুগের বাসিন্দা তাই, জাতিবাচক 'বাঙালী' শব্দ উচ্চারণে বা শ্রবণে তেমন প্রীতি অনুভব করেন না। কারণ, তারা শিক্ষিত বলেই উদার ও প্রশস্তমনের অধিকারী। তারা জাতি বলতে বোঝেন ভারতীয় আর সেই নিরিখে বাঙালী নাকি জাতিবাচকও নয়। কেউ কেউ আবার 'বাঙালী' শব্দে সম্প্রদায় শব্দের অপপ্রয়োগ দেখিয়ে যুক্তি তর্কও শুরু করে দেন। অথচ, তাদেরই কেউ এস, সি প্রমাণপত্রের দাখিলক্রমে সরকারী সুযোগ নিতে কেউ ওবিসির সুযোগ নিতে, কেউ বা মুখে বর্ণ-হিন্দুত্বের বা কায়েতিপনার দাম্ভিকতা দেখাতেও কসুর করেন না। অনেকেই হয়তো স্মরণে জাগাতে পারেন, একবার ভারতীয়ও পঃবাঙলার জনৈক তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড় হয়ে পাকিস্তানের করাচিতে গেলে সেখানে বর্তমান বাঙালাদেশের জনৈক সাংবাদিক নমস্কার জানিয়ে যেইমাত্র বললেন— 'আপনি তো বাঙালী তাই বাংলায়ই বলছি', অমনি মুখকালো করে খেলোয়াড় বললেন—"আপনি তো বাঙালী তাই বাংলায়ই বলছি", অমনি মুখ কালো করে খেলোয়াড় বললে— "না, আমি ভারতীয়।" আরও বলতে হচ্ছে যে, কোলকাতার মত শহরেও পানদোকানে অধিমিশেলী বাংলায় কথা বলতে হয়। আরে বাবা, বুঝলাম কোলকাতা কস্‌মো— পলিটান সিটি তা বলে হিন্দীর দৌরাত্ম্য সেখানে চলবে কেন? শহরের অফিসে, দোকানে, রাস্তায় সাইন বোর্ডে ইংরেজী হরপও ভাষার প্রাদুর্ভাবটা রয়েছে কেন? মিলিটারী বা প্যারাম্যালিটারিতে চাকুরি করতে গেলেই মাতৃভাষা বর্জন করে হিন্দীভাষায় কথোপকথন চালাতে হবে, এটা আজকালী বাঙালীদের মানসিক রোগে কেন পরিণত হল, বুঝতে পারি না। ব্রিটিশরা যখন আমাদের দেশটা শাসন করত, তখন না হয়, বাধ্যতামূলকভাবেই অফিস-আদালত-স্কুল-কলেজ, রাস্তা ইত্যাদির সাইনবোর্ড ইংরেজী ভাষায় ও হরফে লেখার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু ইংরেজ কাগজে কলমে দেশ ছেড়ে চলে যাবার ৭২ বছর পরেও কিন্তু পশ্চিমবাংলা বলুন, ত্রিপুরা বলুন বা কাছাড় (বরাকভ্যালী) ইংরেজী ভাষা ও হরফ কেন চলবে, এর স্বপক্ষে পন্ডিত ব্যাপ্টিগণ কী যুক্তি দেখাবেন। ত্রিপুরার মত রাজ্যে যেখানে ৯৮ শতাংশ লোক বাংলাভাষা বোঝেন ও জানেন এছাড়া লেখাপড়া জানা লোকমাত্রেই বাংলা হরফ ভালভাবেই চিনেন ও পড়তে পারেন, সেক্ষেত্রে রাজ্যের অভ্যন্তরে দেবনাগরী অথবা ইংরেজী হরফে আর ইংরেজী অথবা হিন্দীভাষায়, কোথাও আবার মাঝে-মধ্যে অসমিয়া ভাষায় রেলস্টেশনকে প্রয়োজনীয় ঘোষণা করা হয়ও যাত্রীদের সতর্ক করানো হয়। বিশেষ অবাংলা হরফে ও ভাষায় রেল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিগুলো কি কারণে ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে, এরও কেউ সদুত্তর দিতে পারেন কি? যতদূর ভাবা যায়, হয়তো মনস্তাত্বিক দিক থেকে সেই সাম্রাজ্যবাদিতার ও অপরের ভাষাকে সুকৌশলয়ে অবদমিত রাখারই কূটকৌশলমাত্র। এ যুগে টিভি, ভিডিও, সিনেমা ইত্যাদিতে ও সাংস্কৃতিক জগতে যে হিন্দী প্রচারণার মহামারী জাগিয়ে রাখা হয়েছে, এরও পেছনে একই যুক্তি খাটে বলে মনে করছি। নোতুন প্রজন্মকে এভাবেই ড্যামেজ করার মতলব এক্ষেত্রে পুরোপুরি বিদ্যমান। অথচ প্রকৃত ও নিরপেক্ষ মনস্তত্ববিদ্ ও সমাজতাত্বিকদের সুপারিশ রয়েছে, এ জাতীয় জনপরিষেবার ক্ষেত্রে এলাকা-নিরিখে স্থানীয় ভাষাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। যারা আমাদের রাজ্যে বা দেশে শিক্ষা অর্থাৎ মানব সম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে উদারপনার বড়াই করেন, সেই সমস্ত বাঙালী তথা বাঙালাভাষী কর্মকর্তরাও কিন্তু চোখে ধুলি আর মুখো 'কাপাই' লাগিয়ে প্রভু ভজা অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠীর চামচাগিরিতে ওস্তাদিপনা দেখান, যদি প্রশংসার মালাখানি, গলায় উড়ে এসে পড়ে যায়।

এপ্রসঙ্গে খানিকটা গর্ব ও অনেকটা ক্ষোভ নিয়ে একটা সত্য উত্থাপন করছি। কয়েকবছর গড়িয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া সরকার সেখানে বাংলাভাষাকে দ্বিতীয় ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছেন। এরপর আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশ (নামটা সম্ভবত সিয়েরালিউন সে দেশেও বাংলা দ্বিতীয় ভাষা রূপে স্বীকৃত। খুব সম্প্রতি ইন্টারনেট যোগে জানতে পারলাম ব্রিটিশ সরকার ইংলন্ডে (গ্রেট ব্রিটেনে) বাংলাভাষাকে দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দিয়েছেন। সম্ভবত দশকের উপরে সময় হল রাষ্ট্রসংঘ বাংলাভাষাকে বিশ্বের মধুরতম ও কোমলতম (দ্য স্যুইটটেস্ট এন্ড্ সফ্‌টেস্ট) ভাষা বলে স্বীকারোক্তি করেছে। আশা করি পাঠকবর্গ আমারই মত গর্ববোধ করতে পারছেন। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়টা হল গত ২০১৪ সালে ত্রিপুরার তদানীন্তন বাম-সরকার 'স্বর্ণযুগের কান্ডারী' সাজবার আগেই রাজ্যের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর সিলেবাসে বাংলাকে ঐচ্ছিক বিষয় করে দিয়েছেন। বারবার "আমরা বাঙালী" ও "বাঙালী ছাত্র যুব সমাজ"-এর পক্ষ থেকে আবেদনে নিবেদনে, ডেপুটেশনে ও ধর্নায় কোন কর্ণপাতই করেন নি। বর্তমানে রাম আমলে হীরক যুগের কান্ডারীদের মতিগতিও বোঝা যাচ্ছে না। বলুন না চামচাগিরি আর কাকে বলে?

ভারত সরকার প্রকাশ্যে বাঙালীদের 'বিদেশী' অনুপ্রবেশকারী (ঘুষ পেটিয়া), উদ্বাস্তু, বাঙালাদেশী ইত্যাদি বলছেন। প্রতিক্রিয়ার আওয়াজ বা প্রতিবাদের কোন গুঞ্জন পাওয়া যায় কি? এখানকার শিক্ষিত, অভিজাত, ভব্য-সভ্য, সংস্কৃতিমনা, চাকুরিজীবী, কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক-অধ্যাপক-শিক্ষিকা-অধ্যাপিকা দিব্যি দৃষ্টিহীন, বাক্যহীন, চেতনাহীন সেজে দিন গুজরান করছেন। বর্তমানে মেঘালয়ে রাজ্যপাল মহাশয়ের চেয়ার বিভূষিত করে বিরাজমান যিনি তিনি একবার মন্তব্য ছুঁড়েদিলেন--- বাঙালীরা অসমে স্বাভিমান ভুলে গিয়ে মাতৃভাষা অসমিয়া লেখালেই নাকি সব ল্যাঠ্যা চুকে যায়। ভাবুন একবার কত উন্নতবী জাতীয় চেতনাসম্পন্ন ও বংশাভিজাত্যের দাম্ভিকতাহীন ভদ্রলোকের মানসিকতা, তাই না? প্রয়াত কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী সখেদে বলেছিলেন, উপজাতির ঘরে জন্মালে তিনিও নাকি উগ্রপন্থীই হতেন। তাঁর ক্ষেত্রে ভগবান-ব্যাটা কত বড় ভুলটাই না করেছিলেন। সম্প্রতি আমাদের প্রধানমন্ত্রীজির দোসর মিঃ শাহজী বাঙালীকে 'ছারপোকা' বলে নিশ্চয়ই ভুল কিছু বলেননি, যেহেতু কমরেড নৃপেনবাবু বাঙালীকে এর আগেই ত্রিপুরার উপজাতির রক্তখেকো 'মশা' বলেছিলেন। আরও অনেক পন্ডিত পঙ্গুবদের মন্তব্য তুলে আনতেই পারতাম। তবে, স্থানাভাবে বিরত রইলাম।

পরিশেষে, লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উক্তিটি ছুঁড়ে দিলাম--- 'মনে হয়, বাঙালি ছিলাম রে!' অপর প্রথিতযশা লেখক নীরদ সিং চৌধুরী বলেছেন--- 'বাঙালী পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আত্মবিস্মৃত জাতি।' এ মন্তব্য থেকে আমার কিন্তু দলছুট বাঘের বাচ্চার ভেড়ার পালে গিয়ে মিশে যাবার গল্পটাই মনে এসে যায়। যাক, অগত্যা পরমপিতাকে আকুতি জানাই ---"নিজ হাতে নির্দয় আঘাত হেনে পিতঃবাঙালীরে করো চেতনাসম্পন্ন মানুষে উন্নত।"

শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়িত করা জরুরী

অচিন রায়

আসলে সমস্যাটা হয় তাদের নিয়ে যারা পারাপারের টানাটানিতে পড়ে যায় মাঝাখানে। তারা ওপার ত্যাগ করে বটে কিন্তু অবস্থার চাপে এপারে ঘর খুঁজে পায় না। উৎপীড়িত হয়ে স্বভূমি ত্যাগ করে কিন্তু স্বদেশ খুঁজে পায় না। সেই ঘরহারাদের ঘর খুঁজে দেওয়ার জন্য ভারত সরকার সংসদে 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল' (সিএবি) অনুমোদন করিয়েছে। এখন সেটি রাষ্ট্রপতির সম্মতিতে আইনে পরিণত।

বিলটির উদ্দেশ্য, স্বাধীনতা লাবের পর দেশভাগজনিত কারণে প্রতিবেশী মুসলিমপ্রাধান দেশগুলিতে ক্ষীয়মান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক, যারা উৎপীড়িত হয়ে প্রাণের তাগিদে দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, তাদের নাগরিকত্বের অধিকার প্রদান। এদের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ক্রিশ্চান, শিখ, পারসিক শরণার্থী সকলেই স্বাগত, একমাত্র মুসলমান ছাড়া। কারণ সরকারের মতে প্রতিবেশী দেশগুলিতে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হওয়ায় স্বভাবতই অমুসলিম সংখ্যালঘুরা ব্রাত্য এবং বৈষম্যের সিকার। সুতরাং সেসব দেশে সংখ্যাগুরু মুসলিমদের ধর্মগত সমস্যা না থাকায় তাদের এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

একদিকে সরকার যখন এটিকে অবশ্য প্রয়োজনীয় এক মানবিক আইন বলে তুলে ধরার চেষ্টা করছে, সম্মিলিত বিরোধী দলেরা সম্মিলিতভাবে বিলটিকে এক গণতন্ত্রধ্বংসী সংবিধানধর্ষী, মানবতাবিরোধী কালা আইন বলে প্রমাণ করতে তৎফর। কিন্তু সংসদে শাসক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দৌলতে বিলটি সমস্ত সমালোচনার বাধা অতিক্রম করে লোকসভায় ও রাজ্যসভায় অনায়াসে অনুমোদন লাভ করে। তার ফলে, দেশজুড়ে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে যেমন উত্তরপূর্ব ভারতে প্রতিবাদী জ্বালাও পোড়াও-এর প্রবলতায় আহত ও নিহতের ঘটনায় সেখানে নিবর্তনমূলক আইন জারি হয়েছে, তেমনই অন্যদিকে আবার আরেক দলের অনেকদিনের সঞ্চিত স্বপ্ন সফল হওয়ার সম্ভাবনায় বিশেষ আশার সঞ্চার করেছে।

'বহুদিন সঞ্চিত অন্তরবঞ্চিত কী আশার' এই সন্ধিক্ষণে আমার মনে পড়ছে, এই দৈনিক স্টেটসম্যানের একসময়ের লেখক, অসিতবরণ ঠাকুরকে। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের যুগ্মসচিব। অবসরগ্রহণেণ পর তিনি 'উদ্বাস্তু নাগরিক অধিকার আন্দোলনের অন্যতম নেতা রূপে সেই দাবির সমর্থনে তথ্য ও বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করে কয়েকটি প্রবন্দ লিখেছিলেন। প্র ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে আলাপ করি, এবং তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে তাঁর পরিচিতের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেন। এই নাগরিকত্ব প্রসঙ্গেই আমার সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মনে হয় বেশ প্রাসঙ্গিক। আমার ঢাকার বন্ধুকন্যা স্টুডেন্ট ভিসায় ভারতে ডাক্তারি পড়ত। আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর, মনে হয়েছিল সে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেলে ভিসা সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যাবে। থিয়েটার রোডে বিদেশিদের নাগরিকত্ব সম্বন্ধে খোঁজ করতে গিয়ে জানা গেল, হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোনও খানে। তাঁর নিক প্রতিবেশী দেশের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত নন দেখভাল করেন দূরের বিদেশিদের, যাঁরা আবেদনের পর ছয় মাসের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে পারেন। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ থেকে আগত লোকদের জন্য অন্য অফিস অন্য মিয়ম। অবিচ্ছিন্নভাবে একাদিক্রমে সাত বছর পার্মান্টে রেসিডেন্ট ভিসায় থাকার পরেই কেউ নাগরিকত্বের জন্য আবেদনের যোগ্যতা অর্জন করে। এই সময়ের মধ্যে আবেদনকারী দেশের বাইরে কোথাও যেতে বাধ্য হতে হলে, কনটিনিউটি নষ্ট এবং আবার কেঁচে গন্ডুসের পালা। প্রতি বছর লর্ড সিনহা রোডের ইনটেলিজেন্স ক্লিয়ারেন্সের পর, মির্জা গালিব স্ট্রিটে ভিসা অফিস এবং তার পর স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে অনুমোদন এলে তবে সে বছরের জন্য নিশ্চিন্ত।

স্বরাষ্ট্র বিভাগে যোগাযোগের জন্য এই অসিতবাবুর সৌজন্যে, তৎকালীন যুগ্মসচিব গৌরাঙ্গ সরকার মশায়ের সঙ্গে আলাপ হয় এবং তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে আমার কষ্টের অনেক লাঘব করেন। তাঁর মতো সজ্জন, সংবেদনশীল ও সাহায্যকারী রাজপুরুষ খুব কম চোখে পড়ে। তিনি যে শুধু আমার ব্যাপারটি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতেন তাই নয়, তাঁর অফিসে গিয়ে দেখেছি, যে যখন কোনও সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত, তিনি সকলকেই সাহায্য দিতে তৎপর। তিনি ছিলেন বলেই আমাকে অন্যান্য অপিসে বেশি বেগ পেতে হয়নি। প্রতি বছর আবেদনপত্রের সঙ্গে দেয় প্রায় পঁচিশ তিরিশটি নথির কপি অ্যাটেস্ট করতে বন্ধু অফিসার পূর্ব রেলের সিপিআরও সমীর গোস্বামীর হাত ব্যথা করত।

বছরের পর যায়, গৌরাঙ্গবাবু, যুগ্মসচিব তেকে অতিরিক্ত সচিব হয়ে অবশেষে আমাদের আবেদনপত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠালেন। সেখানেও আমার সাংবাদিক বন্ধুর সহায়ে জট খুলল। তারপর বাংলাদেশ পাসপোর্ট ও বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নাকচ করার জন্য দিল্লিতে বাংলাদেশ হাই কমিশনে আবার ঢাকুর বন্ধুর সৌজন্যে সেটি সমাধা হলো। তারপর যখন কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিপত্রের সংবাদ দিয়ে চিঠি এলো, তখন গৌরাঙ্গবাবু অবসর নিয়েছেন। বরাবরের মতো তাঁর সহায়কেরকাছে যেতেই সে এক রুদ্র মূর্তি। এতদিন এত কাজ হওয়া সত্ত্বেও কোনও কিছু না মেলায় তিনি ক্ষিপ্তপ্রায়, এবং আমাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারেরও অভাব ঘটে। তবে জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো আবার সেই হোম সেক্রেটারিকে বলার পর তবে নাগরিকত্বের অনুমতিপত্র হস্তগত হয়।

আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এত বিস্তৃতভাবে বললুম যে, অত্যন্ত সঙ্গতকারণে, ঢাকা, কলকাতা, দিল্লিতে ব্যক্তিগত প্রভাব ঘটিয়ে কার্যোদ্ধারে যদি আমার এই অভিজ্ঞতা হয় তাহলে সাধারণের পক্ষে এইলুব্ধচক্র ভেদ করে কাজ আদায় করা কত কঠিন হত তা সহজেই অনুমেয়। আমি গৌরাঙ্গবাবুকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলুম, সোজা রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে আমাদের এত কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে, কিন্তু অন্যলোকেরা তো সহজেই টাকা খাটিয়ে আর পার্টি ভাঙিয়ে সবকিছু পেয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন, যে যাই পাক না কেন, নাগরিকত্ব পেতে গেলে একটাই রাস্তা সুগম হওয়ায় লক্ষ লক্ষ উৎপীড়িত উদ্বাস্তু মানুষ যে পায়ের নীচে মাটি খুঁজে পাবে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

বাম আমলে পার্টিবাবা পার করেগা ভরসা করে অনেকই বর্ডার পেরিয়ে এসে ভিড়ের মধ্যে মিশে যান। যাঁরা পাসপোর্ট নিয়ে আসেন, তাঁরা পাসপোর্ট লুকিয়ে রেখে এখানকার ভোটদাতা হয়ে ওঠেন। আর যাঁরা পাসপোর্টের ধার ধারেন না, তাঁদের কাছে 'গলাধাক্কা পাসপোর্ট'। আমি কর্মসূত্রে ঢাকায় যাবার পর, এক বছরের ভিসায় মাত্র তিনবার যাতায়াত করার অনুমতি পাওয়ায়, আমি যখন হতাশ, বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মা'র কথা ভেবে হতাশ, তখন বাংলাদেশ সংসবাদ সস্থার এক সহকর্মী মকবুল ভাই বললেন, কোনও চিন্তা নাই দাদা। আমি আপনারে হাতে ধইরা বর্ডার পার কইরা দিব আবার হাতে ধইরা ফিরাইয়া আনব। একে বলে গলাধাক্কা পাসপোর্ট। এই সেদিন আমার আপাও দুলাভাই, কলকাতায় গিয়া ডাক্তার দেখাইয়া ফিরিয়া আইল। আমার এই অভিজ্ঞতায় গৌতম ঘোষের 'শঙ্খচিল' দেকে হেসেমরি, কলকাতায় ডাক্তার দেখানোর জন্য বাংলাদেশে মুসলমানকে হিন্দু নাম নিতে হয়। মস্করা আর কাকে বলে।

আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এই বাস্তববর্জিত স্বকপোলকল্পিত ধারণা নিয়ে চিলৎচিৎকারের অন্ত নেই। ইন্ডিয়া টুডে টিভির অ্যাঙ্কার রাজদীপ সারদেশাই, দেশে যে সংবিধান ধ্বংস হতে চলেছে, তা নিয়ে সেদিন অসমের মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার এক টিভি সাক্ষাৎকারের যতই ওস্তাদি করেন, তাতে দর্শকের কোনও প্রতিক্রিয়া নেই, কিন্তু হিমন্তের প্রতি কথাতেই হাততাল ঝড় বয়ে যায়। আবার বুধবার মুসলমানদের বাদ দেওয়া আইন নিয়ে সংবিধান লঙ্ঘন নিয়ে প্রশ্ন করায় প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল হরিশ সালভে বলেন, কোথাও কোনও সাংবিধানিক ত্রুটি নেই। তখন বেপরোয়া রাজদীপ বললেন, 'অন মর‍্যাল গ্রাইন্ড', সালভে বললেন এর মধ্যে কোনও মর‍্যালিটির প্রশ্ন নেই।

এইসব মহামাতব্বরা যখন বিরোধিতার গদাহস্তে আসরে প্রবেশ করেন, তখন তার মূলে যে সংবিধানিক বিদান আছে, তা ঠিকমতো দেখার কথা চিন্তা করেন না। সংবিধানের প্রথম পংক্তি হলো, 'উই আর সিটিজেন্স অব ইন্ডিয়া', এবং যা কিছু বক্তব্য এই 'সিটিজেনদের নিয়ে। নতুন নাগরিকত্ব প্রদান নিয়ে সিটিজেনশিপ 'অ্যাক্ট ১৯৫৫ আইনে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সিটিজেনদের প্রসঙ্গে বিভেদ করা আছে সিটিজেন এবং অ্যালিয়েনদেরমধ্যে এবং সিটিজেনসিপের প্রশ্নে 'ইন্ডিয়ান টেরিটরি' রূপে বিশেষিত করা হয়েছে ১৯৩৫-কে সুতরাং যেখানে ইন্ডিয়ান সিটিজেনদের উপর কোনও কিছু আরোপ করা হচ্ছে না তখন অযথা যুক্তির বিস্তার বৃথা।

যে আর্টিকেল -১৫ এর নিয়ে সেকুলার ব্যাক্যা হচ্ছে, (Article 15 is available to citizens only and it prohibits discrimination against any citizen.) পরের (Article 16 is also confined to citizens only) কেবল আর্টিকেল ১৪ বলেছে (equal treatment to both citizen and aliens)। উভয়ের পক্ষে প্রযোজ্য তবে সেখানেও অবস্থা বিচারে পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকারও খুব স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত।

দেশে ভালো লাগল যে দেশের ছয়শত শিল্পী, বুদ্ধিজীবী ও সমাজহিতব্রতী, সিবিল সোসাইটির সদস্যরা এই সরকারের সংবিধানবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। ভালো কথা, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধি যখন সংবিধানে কাঁচি চালাচ্ছিলেন তখন তো এবং কেউ নাবালক বা নাবালিকা ছিলেন না। ইন্দিরা যখন প্রমত্ত স্বেচ্ছাচারে অপরিবর্তিনীয় প্রিয়েমেবেল-এর মদ্যে সেকুলার ও সোশ্যালস্টি কথাটা অযথা যোগ করেন তখন সকলেই চিলেন নীরব কবি। মূল সংবিধানে যখন সকলের ধর্মপালনের সমান অদিকার স্বীকৃত এবং সোশ্যালিসস্ট প্যাটার্ন অফ সোসাইটি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত সেখানে সেকুলার ও সোশ্যালিস্ট কথা দুটি যোগ করার মধ্যে কি বাহাদুরি তা বোঝা ভার। কেননা স্বীকৃত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক রাশিয়া এবং চিনে সোশ্যালস্টি ইকনমি সরকারিভাবে বর্জিত। কিন্তু কঙ্কাল আঁকড়ে থাকার মোহচ্ছন্নতা কিছুতেই কাটতে চায় না।

তবু ভালো দেরিতে হলেও বুদ্ধি বাড়ে। তাঁরা সরকারকে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, এই বিলের দ্বারা সরকার যেন সংবিধানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করে। আমরা সব নাগরিককে আহ্বান জানাই যাতে সব নাগরিকেরসমানাধিকার ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে মান্য করা হয়। এনারা সব অতিবুদ্ধিমান লোক কিন্তু বিলের দ্বারা 'নাগরিকদের' সমানাধিকার কোথায় খর্ব হচ্ছে, সেটা বিশেষিত করলে বুজতে সুবিধে হতো। নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে তো স্টেটলেস উৎপীড়িত শরণার্থীদের তারমধ্যে পাকিস্তানি নাগরিকদের স্থান কোথায়। পাকিস্তানের একদা পঁচিশ শতক হিন্দু নাগরিক প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছে। আর পূর্ব পাকিস্তানের তিরিশ শতাংশ হিন্দু সংখ্যা একন আট শতাংশে পৌঁছেছে। তারা নিশ্চয়ই আরব সাগর বা বঙ্গোপসাগরে ভেসে যায়নি। অসিতবরণ ঠাকুরের আন্দোলন মতো, তারা এই ভারতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরিচয়হীন হয়ে গুরে বেড়াচ্ছে। তাদের পুনর্ভাসনে অ্যালিয়েন মুসলিমদেরকথা কোথা থেকে আসছে। আর ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিম নাগরিকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

তা ছাড়া পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল তো জিন্নাহর একটি স্বঘোষিত দ্বিজাতিতত্ত্বের নীতির ওপর যে সংখ্যাগুরু হিন্দুরাজত্বে, মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন। সেই জন্যই আলাদা ইসলামিক হোমল্যান্ড হোলিল্যান্ড প্রয়োজন। এই পাকিস্তান আন্দোলন সফল করতে দু'জন বাঙালির অবদান অসামান্য। এক কমিউনিস্ট পার্টির ডা. গঙ্গাধর অধিকারীর থিসিস যে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ অবশ্য প্রয়োজনীয় ও অন্যজন অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শাহিদ সোহরাবির্দর ডাইরেক্ট অ্যাকশন। একমসয় অতি বুদ্ধিমান কমিউনিস্টরা স্লোগান দিয়েছিল, লিগ কংগ্রেস এক হও, পাকিস্তান মেনে নাও। তার পরে ভোল পাল্টে সাধু সেজে কমিউনিস্টরা বলে কংগ্রেস দেশভাগ করেছে, আমরা সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে উদ্বাস্তু বিপ্লব করব। তাই বিভক্ত ভারতের দার উল ইসলাম পাকিস্তানের সুখস্বর্গ থেকে কে মরতে এই সেক্যুলার হিন্দুপ্রধান ভারতে আসবে।

অনেকে বলছেন, বালুচিস্তান বা সিন্ধের অত্যাচারিতরা আসতে পারে। সেক্ষেত্রে আর্মি, আইএসআই আর অভিযুক্ত চোর জোচ্চোর প্রাইম মিনিস্টার, প্রেসিডেন্ট ছাড়া টেরর স্টেট পাকিস্তানে সকলেই তো দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। পাকিস্তানে 'ব্লাসফেমি ল' সম্বন্ধে সত্য কথা বলায় একজন মিনিস্টার এবং একজন বিচারককে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়। কিন্তু সেটা তো তাদের ঘরোয়া ব্যাপার। এবং তারা তো ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক উৎপীড়নের শিকার নয়। ভারত একসময় উৎপীড়িত পারসিক, আর্মেনিয়ান গ্রিস মেথাডিস্ট খ্রিস্টান, তিব্বতি বৌদ্ধ, বাংলাদেশি মুসলমান ও স্টেটলেস ইহুদিদেরও আশ্রয় দিয়েছে।

কিন্তু ইজরায়েল রাষ্ট্র হওয়ার পর যেমন ইহুদিদের আশ্রয় দেওয়ার যৌক্তিকতা নেই, তেমনই পার্শ্ববতী দেশ ইসলামিক স্টেট হওয়ায় মুসলমানদের ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন আর আসে না। ডুডুও খাবো, আলাাদ্রদ স্টেটও হবে, আবার টামাকও খাবো, অ্যাসাইলামও পাবো, এটা কোনওদিনই যুক্তিগ্রাহ্য নীতি হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে না।**(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বিজয় উৎসবে মেতেছে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৬।। রাজধানীর পাশপাশি সারা দেশেও দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হচ্ছে। আনন্দ-উৎসবে মেতেছে সারা দেশ। এরমধ্যে রয়েছে স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, র্যালি, আলোচনাসভা, গণ সঙ্গীত পরিবেশনা ইত্যাদি।

যথাযোগ্য মর্যাদায় খুলনায় উদযাপিত হচ্ছে মহান বিজয় দিবস। ভোর সাড়ে ৬টা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে খুলনা জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে গল্লামারী শহীদ স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ করা হয়।এসব দল ও সংগঠনের মধ্যে ছিল মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, আওয়ামী লীগ জেলা ও মহানগর, বিএনপি জেলা ও মহানগর, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা প্রেস ক্লাব, খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়ন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, কমিউনিস্ট পার্টি, শিল্পকলা একাডেমি, বিএমএ প্রভৃতি।প্রত্যুষে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইনে একত্রিশবার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের শুভ সূচনা হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে। এছাড়া নৌ-বাহিনীর জাহাজ জনসাধারণের দর্শনের জন্য বিআইডব্লিউটিএ রকেট ঘাটে দুপুর দুইটা হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উন্মুক্ত রাখা হবে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন, আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কুচকাওয়াজ, শারীরিক কসরত, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারকে সংবর্ধনা, আলোচনাসভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যদিয়ে ময়মনসিংহে মহান বিজয় দিবস পালিত হচ্ছে। দিবসটি পালন উপলক্ষে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভে প্রথমে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ। পরে সিটি মেয়র ইকরামুল হক টিটু, বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান, রেঞ্জ ডিআইজি নিবাস চন্দ্র মাঝি, জেলা প্রশাসক মিজানুর রহমান, পুলিশ সুপার শাহ আবিদ হোসেন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।এছাড়াও মুক্তিযোদ্ধা, জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।এদিকে, জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শহরের রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়ামে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর বেলুন-পায়রা উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দিনের কর্মসূচী উদ্বোধন করেন বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান। পরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা মার্চপাস্ট, কুচকাওয়াজ, শারীরিক কসরত প্রদর্শন করেন।

সারা দেশের মতো পটুয়াখালীতেও মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হচ্ছে। সকালে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের শুভ সূচনা করা হয়। পরে শহরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভে জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সকাল ৯টায় শহরের কাজী আবুল কাসেম স্টেডিয়ামে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। বেলুন ফেস্টুন ও পায়রা উড়িয়ে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মো. মতিউল ইসলাম চৌধুরী।মহান বিজয় দিবসের চেতনা ও প্রেরণাকে লালন এবং সমুন্নত রাখার মানসে যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজবাড়ীতে মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হচ্ছে। সকাল সাড়ে ৯টায় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে কাজী হেদায়েত হোসেন স্টেডিয়ামে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়।এ সময় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে সমাবেশ এবং কুচকাওয়াজ শারীরিক কসরত ও ডিসপ্লে প্রদর্শিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন, রাজবাড়ী-১ আসনের এমপি কাজী কেরামত আলী, জেলা প্রশাসক দিলসাদ বেগম, পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান প্রমুখ।এর আগে সকাল ৬টায় জেলা পুলিশ লাইন্সে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে বিজয় দিবসের শুভ সূচনা এবং সাড়ে ৬টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি, শ্রীপুর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি ফলক, লোকশেড বধ্যভূমি, রাজবাড়ী রেলক্রসিং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি ফলক, লক্ষ্মীকোলের মুক্তিযোদ্ধা শহীদ রফিক, সফিক, সাদি ও নিউ কলোনির মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আব্দুল আজিজ খুশির কবরস্থানে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ও রাজনৈতিক দলের সদস্যরা।

নড়াইলে নানা আয়োজনে মহান বিজয় দিবস পালিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে জেলা প্রশাসন, জেলা আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচির সূচনা হয়। পরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে স্মৃতি সৌধ, গণকবর, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল ও বধ্যভূমিতে পুস্পমাল্য অর্পণ, গণকবর জিয়ারত ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ মহান বিজয় দিবস পালন করছেন মেহেরপুরের সর্বস্তরের মানুষ।

ভোরে মেহেরপুরের ড় শহীদ শাসসুজ্জোহা পার্কে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের সূচনা হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শহরের কলেজ মোড়ে শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন জেলা পশাসক আতাউল গনি, পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ নানা শেণি পেশার মানুষ।

শেরপুরে ভোরে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভে পুস্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সর্বস্তরের মানুষ। এদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভে মানুষের ঢল নামে।

রাষ্ট্রের পক্ষে প্রথমে শ্রদ্ধা জানান হুইপ মো. আতিউর রহমান আতিক।এরপর পৌর মেয়র গোলাম মোহাম্মদ কিবরিয়া, জেলা প্রশাসক আনার কলি মাহবুব, পুলিশ সুপার কাজী আশরাফুল আজীম শহীদ বেদীতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, জেলা আ.লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জাসদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাস্কৃতিক সংগঠন এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ পুস্পস্তবক অর্পণ করেন।এছাড়া রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, যশোর, নোয়াখালী, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, কুমিল্লা, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, শরীয়তপুর, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, বরগুনা, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জসহ দেশের সব জেলায় নানা আয়োজনে মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হচ্ছে।

১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে নয় মাসের যুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত, আর লাখ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের এ দিনে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা। বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের।দিবসটি উপলক্ষে পৃথক বাণীতে দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাজধানীতে ভোরে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসটির সূচনা হয়। ভোর ৬টা ৩৫ মিনিটে সাভারে জাতীয় স্মৃতি সৌধের শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে ১৯৭১ শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রাজাকারদের তালিকা: মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৬।। রাজাকারদের তালিকা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।তিনি বলেছেন, রাজাকারদের এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। আমাদের দাবিতো একটাই। সুষ্ঠু তালিকা নির্ধারণ করা এবং প্রকৃতটা নির্ধারণ করা। আর সেটা একমাত্র মুক্তিযোদ্ধারা করতে পারেন। জিয়াউর রহমানের দলই সেটা করতে পারে।

সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দুপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, এই সরকার তার নিজের রাজনৈতিক প্রয়োজনে হীন উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন তালিকা তৈরি করেছে। বিএনপিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই সব তালিকা তারা প্রকাশ করেছে। এটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার না করে ৪৯ বছর পরে রাজাকারের তালিকা কতটুকু সঠিক হয়েছে সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়।বিএনপি মহাসচিব বলেন, আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানের প্রতি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে যে সব শহীদরা আত্মত্যাগ করেছেন তাদের প্রতি।

আমরা আরও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে।

যাকে অন্যায়ভাবে এই সরকার কারাবন্দি করে রেখেছে। তিনি ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি হয়েছেন এবং নির্যাতিত হয়েছেন।

ফখরুল বলেন, স্বাধীনতাযুদ্ধ আমরা করেছিলাম একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য। আজকে ৪৯ বছর পরে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় আমাদের সেই চেতনাগুলোকে হরণ করা হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে মানুষের স্বপ্নগুলোকে। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয় জোর করে ক্ষমতায় এসেছে এই সরকার। তারা এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেঙে ফেলছে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় খন্দকার মোশাররফ হোসেন, আবদুল মঈন খান, ভাইস চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান, ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক, আব্দুস সালাম, যুগ্ম-মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, হাবিব-উন-নবী খান সোহেল, বিএনপি নেতা আবু নাসের মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ, রফিক সিকদার, আব্দুস সালাম আজাদ, যুবদলের সভাপতি সাইফুল আলম নীরব, সাধারণ সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকুসহ বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, মহিলা দলের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

মেডিকেল রিপোর্টের সঙ্গে খালেদার শারীরিক অবস্থার মিল নেই:খালেদার বোন সেলিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৬।। বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থা নিয়ে উচ্চ আদালতে পেশ করা মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্টের সঙ্গে তার শারীরিক অবস্থার বাস্তবে কোনো মিল নেই বলে অভিযোগ করেছেন তার বোন সেলিমা ইসলাম।বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করে গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে এ অভিযোগ করেন তিনি।

সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) বেলা ৩টায় বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী কারাবন্দি বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তার পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সদস্যরা হলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মেজ বোন সেলিমা ইসলাম, তার স্বামী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দার, তার স্ত্রী কানিজ ফাতেমা ও ছেলে অভিক ইস্কান্দার। হাসপাতালের বাইরে বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রেস উইং সদস্য শামসুদ্দিন দিদার এবং শায়রুল কবির খান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎ শেষে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সেলিমা ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার শরীর খুবই খারাপ। এখন তার পেটের ব্যাথা। সে হাঁটাচলা পারছে না। ঠিকমত খেতে পারছে না। ডাক্তার ঠিকমত ওষুধ দিচ্ছে না। ঠিকমত চিকিৎসা হচ্ছে না। এখানে কিভাবে সে বাঁচবে? তিনি আরও বলেন,তার ডায়াবেটিস কন্টোলে আসতেছে না। ডায়াবেটিসের সুগার ১২-এর নিচে কখনই আসেনি। ১৪ থেকে ১৫ পর্যন্ত সব সময় থাকে। আজ ১৪ আছে।প্যারোলে মুক্তির ব্যাপারে কিছু বলেছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই ব্যাপারে বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। তারা খালেদ জিয়াকে তো জামিন দিল না। শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে তাকে জামিন দিতে পারত। জামিন মানে তো মুক্তি না। খালেদা জিয়া নিজেও জামিন না হওয়াকে নজিরবিহীন বলে মন্তব্য করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ১৪ ডিসেম্বর খালেদা জিয়ার সঙ্গে স্বজনদের দেখা করার কথা ছিল। অনিবার্য কারণে কারা কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক সাক্ষাতের অনুমতি বাতিল করে।এর আগে সর্বশেষ গত ১৩ নভেম্বর বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে বিএসএমএমইউতে সাক্ষাৎ করেন স্বজনরা।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৬।। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী। সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) এক সৌজন্য বৈঠকে নরেন্দ্র মোদীকে এই আমন্ত্রণ জানান হাইকমিশনার।

এদিন দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিদায়ী বৈঠক করেন। বৈঠকে আগামী বছর ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে মোদীকে আমন্ত্রণ জানান তিনি। এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী।

বৈঠকে বাংলাদেশ-ভারত চলমান সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন নরেন্দ্র মোদী। এছাড়া বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতেও সন্তোষ প্রকাশ করেন এ বিজেপি নেতা। এসময় ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে একটি নকশিকাঁথা উপহার দেন সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী।প্রায় পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন শেষে দিল্লি থেকে বিদায় নিচ্ছেন সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী। দিল্লিতে নতুন হাইকমিশনার হিসেবে যোগ দিচ্ছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরান।

ভারতে কোন অবৈধ বাংলাদেশী থাকলে তাদের নাম ঠিকানা জানুন ঃ এ কে আব্দুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা ১৬ ডিসেম্বর: বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, ভারতে যদি অবৈধভাবে কোন বাংলাদেশি ব্যক্তি থাকে, তাহলে ভারত সরকারের কাছে তারা তাদের নাম ঠিকানা জানতে চাইবেন। এরপর যাচাই-বাছাই করে বাংলাদেশি হলে তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, এরকম লোকজনের বাংলাদেশে চলে আসার কোন খবর তাদের কাছে নেই।

ছয়ের পাতায়

আমরা নিজেরা কোনো তালিকা করিনি পাকিস্তানের করা তালিকা প্রকাশ করেছি: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৬।। রাজাকারের তালিকায় মুক্তিযোদ্ধার নাম আসার অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন,আমরা নিজেরা কোনো তালিকা প্রস্তুত করিনি। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিরা যে তালিকা করেছে, আমরা শুধু তা প্রকাশ করেছি। সেখানে কার নাম আছে, আর কার নাম নেই সেটা আমরা বলতে পারব না।সোমবার বিকেলে এক গনমাধ্যমের কাছে প্রতিক্রিয়ায় এ মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

তিনি বলেন, একই নামে তো অনেক মানুষ থাকতে পারে। আর একজন মুক্তিযোদ্ধার নাম রাজাকারের তালিকায় আসবে কেন, এটা হতে পারে না। আর যদি আসেও সেটা পাক বাহিনীর ভুল।যদি মুক্তিযোদ্ধার নাম রাজাকারের তালিকায় এসে থাকে, তবে আমরা সেটা যাচাই করে দেখব, বলেন আ ক ম মোজাম্মেল হক।

উল্লেখ্য, রোববার প্রথম ধাপে ১০ হাজার ৭৮৯ জন রাজাকারের তালিকা প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। যাচাই-বাছাই করে ধাপে ধাপে আরও তালিকা প্রকাশ করা হবে।সদ্য প্রকাশিত রাজাকারের তালিকায় একজন মুক্তিযোদ্ধার নাম এসেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) বরিশাল জেলার সদস্য সচিব ডা. মনীষা চক্রবর্তী তার বাবা 'তপন কুমার চক্রবর্তী'র নাম নিয়ে এমন অভিযোগ তুলেছেন।

সোমবার মনীষা চক্রবর্তী ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছেন,মানুষের জন্য নিঃস্বার্থ কাজ করার পুরস্কার পেলাম আজ। ধন্যবাদ আওয়ামী লীগকে।

সদ্য প্রকাশিত রাজাকারদের গেজেটে আমার বাবা এবং ঠাকুমার নাম প্রকাশিত হয়েছে। আমার বাবা এড় তপন কুমার চক্রবর্তী একজন গেজেটেড মুক্তিযোদ্ধা, ক্রমিক নং-১১২ পৃষ্ঠা-৪১১৩। তিনি নিয়মিত মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ও পেয়ে থাকেন! আজ রাজাকারের তালিকায় তিনি ৬৩ নাম্বার রাজাকার।আমার ঠাকুরদা এড় সুধির কুমার চক্রবর্তীকে পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনী বাসা থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। তিনিও ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃত। তার সহধর্মিণী আমার ঠাকুমা উষা রানী চক্রবর্তীকে রাজাকারের তালিকায় ৪৫ নম্বরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।তিনি স্ট্যাটাসে আরও লিখেছেন- শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য আমার রাজনীতি করার খেসারত দিতে হচ্ছে আমার মুক্তিযোদ্ধা বাবাকে। ধন্যবাদ আওয়ামী লীগ সরকারকে। আমার দল বাসদ আমাকে শিখিয়েছে অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করাকে।

মিছিল থেকে গ্রেফতার করে থানায় নির্যাতন করে ওরা বলেছিল যে আন্দোলন যেন না করি, নির্বাচনে যেন অংশ না নিই। রাজী না হওয়ায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে অজামিনযোগ্য মামলা দিয়ে জেলে প্রেরণ করেছে। আমরা জেল খেটেছি, নির্যাতন সহ্য করেছি কিন্তু অন্যায়ের কাছে মাথানত করিনি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামাবাড়ির ধানের গাদায় আগ্নিসংযোগ, চাঞ্চল্য

রামপুরহাট, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামাবাড়ির ধানের গাদায় আগ্নিসংযোগের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল বীরভূমের কুসুম্বা গ্রামে। সোমবার দুপুরে রামপুরহাটের কুসুম্বা গ্রামে মুখ্যমন্ত্রী মামাবাড়ির ধানের গাদায় আগুন দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে দমকলে খবর দেন পরিবারের লোকেরা। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

সোমবার দুপুরে কুসুম্বা গ্রামে অনিল মুখোপাধ্যায় বাড়িতে ধানের গাদায় আগুন দেখা যায়। চারটি ধানের গাদা দাউদাউ করে জ্বলতে দেখা যায়। আগুন দেখে রামপুরহাট দমকল দফতরে খবর দেন বাড়ির লোকজন। মুখ্যমন্ত্রীর মামাবাড়ির ধানের গাদায় আগুন দেখে আতঙ্ক ছড়ায়। দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, কেউ বা কারা খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তবে নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেননি তাঁরা। এই ঘটনার সঙ্গে রাজ্যের সাম্প্রতিক হিংসার কোনও যোগাযোগ নেই বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর মামা অনিল মুখোপাধ্যায়।তিনি জানিয়েছেন, চারটি গাদায় প্রায় ১২ বিঘা জমির ধান মজুত ছিল। আগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১০০ ক্যুইন্টাল ধান পুড়ে গিয়েছে। পুড়ে গিয়েছে খড়। এই খড়েই বাড়ির গবাদিপশুর খোরাকি জোটে।গত লোকসভা নির্বাচনে কুসুম্বা গ্রামে তৃণমূলের ভরাডুবি হয়। গ্রামের ৪টি বুথের সবকটিতে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। শুধু তাই নয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও বিধানসভা এলাকাতেও পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রীর মামাতো ভাই নীহার মুখোপাধ্যায় বীরভূম জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ। তাঁর স্ত্রী রামপুরহাট ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। তারাপীঠ - রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের অধীনস্থ কুসুম্বায় বিজেপির উত্থানে চিন্তিত সেখানকার তৃণমূল নেতৃত্ব।

তবে এর পিছনে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার তত্ত্ব মানতে নারাজ মুখ্যমন্ত্রীর মামা অনিল মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আমাদের এখানে ওসব নেই। কেউ ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকে আগুন ধরিয়ে থাকতে পারে।

বিক্ষোভকারীদের অবরোধে ব্যাহত বাস চলাচল, বিপাকে অসংখ্য যাত্রী

সিউড়ি, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে রাজ্য তথা জেলার জায়গায় জায়গায় পথ অবরোধ বিক্ষোভকারীদের। অবরোধে আটকে থাকার কারণে ব্যাহত হচ্ছে বাস চলাচল। বিপাকে পরছেন অসংখ্য যাত্রী। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা সূত্রে খবর, প্রতিদিন মোট ১১ টি বাস সিউড়ি থেকে উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে যায়। কিন্ত এদিন সকালে প্রথম দিকে দু"টি গাড়ি গেলেও বাকি ন"টি গাড়ি মূর্শিদাবাদের ওমরপুর থেকে ফিরে আসে। ওই সমস্ত গাড়িগুলি কোনটিই উত্তরবঙ্গে পৌছাতে পারে নি। ফলে ব্যাপক দুর্ভোগের শিকার হন যাত্রীরা। এই নিয়ে দুর্গাপুরের বাসিন্দা ইতু সরকার বলেন,'আমি দুর্গাপুর থেকে বহরমপুর যাবো বলে এসেছি। কিন্তু সিউড়ি ডিপোতে নেমে জানলাম ওই দিকে অবরোধ আছে তাই কখন ওই রুটে বাস চলবে তা বলতে পারবেন না।' একই কথা বলেছেন কোটশুরের বাসিন্দা অরবিন্দ পাল, গোবিন্দ সাউ। তাঁদের কথায়,'অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি। কিন্তু কখন যে বাস যাবে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ছয়ের পাতায়

মালদার ভালুকা স্টেশনে ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেফতার ১৮

মালদা , ১৬ ডিসেম্বর (হি.স): রবিবার মালদার ভালুকা স্টেশনে ভাঙচুরের ঘটনায় ১৮ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে অধিকাংশই বিহারের বাসিন্দা বলে সূত্রের খবর। সেই কারণেই ইতিমধ্যেই বাংলা-বিহার সীমান্তে বাড়ানো হচ্ছে নিরাপত্তা।

রবিবার সকাল থেকেই ভালুকা স্টেশন অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল স্থানীয়রা। কয়েকশো গ্রামবাসি এই বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়। তারা স্লোগান দেয় নো এনআরসি নো ক্যাপ। এই ঘটনায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ভালুকা রেল স্টেশনে। ভাঙচুর করা হয় স্টেশন। আটকে পড়ে দূরপাল্লার ট্রেন। সমস্যায় পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদের। যদিও পরে পুলিশ গিয়ে কয়েক ঘন্টা পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

অন্য দিকে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় আজ শুরু হয় শুরু নাগরিকত্ব আইন বিরোধী বিক্ষোভ। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে একের পর এক জ্বলে টায়ার। বিক্ষোভের জেরে কার্যত স্তব্ধ হয় যান চলাচল। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে মোতায়েন করা হয় প্রচুর পুলিশ। কোচবিহারে হরিণচওড়া এলাকায় শুরু হয় বিক্ষোভ। রাস্তা আটকে জ্বালানো হয় টায়ার।

পদ্মফুল ফোটার জন্য মুখ্যমন্ত্রীই জমি তৈরি করেছেন: সূর্যকান্ত

দুর্গাপুর, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : "বিজেপি তো কোলকাতা কেন, সারা দেশেই তান্ডব করছে। বিজেপি বেশী শক্তি পেয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য। ওর আমলে আরএসএসের শাখা বৃদ্ধি পেয়েছে। পদ্মফুল ফোটার জন্য মুখ্যমন্ত্রীই জমি তৈরি করেছেন। সোমবার দুর্গাপুরে দলের এক প্রতিবাদ মছিলে যোগ দিতে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে তোপ দাগলেন সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য সূর্য্যকান্ত মিশ্র। এদিন রাজ্যে এনআরসি লাগু ও ক্যাব নিয়ে মুখমন্ত্রীকে দায়ী করে বলেন,' মুখ্যমন্ত্রী দ্বিচারিতা করছেন। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছেন। মুখে বলছেন এনআরসি হতে দেব না। ওর অফিসার গুলো এনপিআরের ট্রেনিং দিচ্ছেন। ডিটেনশন ক্যাম্পের জমি দিচ্ছেন।' তিনি আরও বলেন,' উনিতো সংসদে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেওয়ার জন্য বলেছিলেন। স্পিকারের দিকে কাগজ ছুড়ে ছিলেন। ওনার অবস্থানটা স্পষ্ট করুন। মুখ্যমন্ত্রীই বিজেপিকে সুযোগ করে দিচ্ছেন। পদ্মফুল ফোটার জমি তৈরী করেছেন।' তিনি আরও বলেন,' বাম আমলে কোন মুখ্যমন্ত্রী রেড রোডে পুজোর সময় কার্নিভাল করেননি। কোন মুখ্যমন্ত্রী হিজাব পরে রেড রোডে নামাজ পড়েন নি।' ক্যাব প্রসঙ্গে সূর্যকান্ত বাবু বলেন,' ক্যাবের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাবো।'

সংবাদজগৎকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অ্যাডভাইসরি

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : এবার পশ্চিমবঙ্গের সংবাদজগতের কাছে সতর্কতার পরামর্শ (অ্যাডভাইসরি) পাঠাল রাজ্য সরকার। তথ্য অধিকর্তা মিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সই করা এই বার্তা প্রচারিত হয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। সোমবার রাতে নবান্ন থেকে জারি করা এই বার্তায় লেখা হয়েছে, "বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের সংবাদ পরিবেশনের সময় প্রতিটি সংবাদমাধ্যম যেন অতি সতর্কতা এবং যথাসম্ভব দায়িত্ব পালন করা হয়। ১৯৯৫ সালের কেবল টেলিভিশন রেগুলেশনস নেটওয়ার্ক অ্যাক্ট এবং বিভিন্ন সময়ে প্রেস কাউন্সিলের বিধি অনুযায়ী এই আবেদন করা হচ্ছে। কিছু বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হিংসাত্মক ঘটনার পুরনো ছবি দেখানো

ছয়ের পাতায়

সোশাল মিডিয়ায় উস্কানিমূলক পোস্ট করলেই কড়া ব্যবস্থা নেবে পুলিশ

কলকাতা,১৬ ডিসেম্বর (হি.স.):কোথাও বাসে আগুন,কোথাও আবার রেল অবরোধ, কোথাও আবার রাস্তা আটকে অবরোধ ঊনাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে উত্তাল রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা ঊ তাই,এবার হিংসা থামাতে এবার কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য পুলিশ ঊ সোশাল মিডিয়ায় উস্কানিমূলক কোনও পোস্ট করলেই তার বিরুদ্ধে নেওয়া হবে কড়া ব্যবস্থা ঊ পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের তরফে চালু হয়েছে তিনটি হেল্পলাইন নম্বর।

রাজ্য পুলিশের তরফে চালু করা হয়েছে তিনটি হেল্পলাইন নম্বর ঊ যে কোনও অবস্থায় এই নম্বরগুলিতে ফোন করলে সাহায্য পাওয়া যাবে ঊ কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি কোনও গন্ডগোল এর খবরও দেওয়া যাবে ঊ নম্বরগুলি হল (০৩৩) (২২১৪-৫৪৮৬,২২১৪-৪০৩১, ২২১৪-১৯৪৬)ঊ পাশাপাশি কোনওভাবেই যাতে গুজব না ছড়ানো হয় সেদিকেও নজর রাখছে পুলিশ । কোনও উস্কানিমূলক মন্তব্য বা লেখা যদি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয় তবে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে পুলিশ।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বিশ্ব গণিত দিবসেই নয়া টুইস্ট বিদার

ঘরোয়া ছাপোসা গৃহবধু থেকে মঙ্গলের বিজ্ঞানী-আবারও তিনি ছক ভেঙে বেরিয়ে এলেন। এতক্ষণে হয়তো বুঝতেই পারছেন কার কথা বলা হচ্ছে। তিনি হলেন বলিউডের লাইমলাইট কুইন বিদা বালন। বরাবরই ভিন্ন স্বাদের ছবি নিয়ে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন তিনি। তাই আবারও নিজেকে একটু অন ভাবে তুলে ধরছেন দর্শকদের মধ্যে। বিস্ময়প্রতিভা গণিত সম্রাজ্ঞী শকুন্তলা দেবীর বায়োপিকে অভিনয় করতে চলেছেন তিনি।আজ বিশ্ব গণিত দিবসে প্রকাশিত হল শকুন্তলা দেবীর বায়োপিকের নতুন মোশন পোস্টার। যেটি নিজের ট্যুইটার প্রোফাইলে পোস্ট করেছেন বিদ্যা। শুধু তাই নয়, টুইটে তিনি জানিয়েছেন, এই পোস্টারের সঙ্গে তিনি গণিতের বিস্ময় প্রতিভাকেও স্মরণ করেছেন। ছবির এই পোস্টার প্রকাশে আসা মাত্রই নজর কেড়েছে নেটিজেনদের।বেঙ্গালুরুর কন্নড় পরিবারে জন্ম শকুন্তলা দেবীর। মাত্র ছয় বছর বয়সেই মাইসোর বিশ্ব বিদালয়ে নিজের সংখাগণনার ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। খাতায় লেখা হোক বা কালকুলেটার কিংবা কম্পিউটার বড় অঙ্কের কালকুলেশান তিনি মুহূর্তের মধে মুখে মুখেই করে ফেলতেন। আর এই কারণের জনই তাকে মানব কালকুলেটার বা মানব কম্পিউটার বলা হয়। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও তিনি সমান ভাবে খাতির শীর্ষে ছিলেন। তার এই অসামান প্রতিভার জন গিনেস বুক অব ওয়র্ল রেকর্ডে তিনি নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। সংখা নিয়ে খেলার পাশাপাশি তিনি জোতিষচর্চাও করতেন। এর পাশাপাশি বই লিখেছেন জোতিষ, সমকামিতা নানা বিষয় নিয়ে। তার এই বর্ণময় জীবনকেই সেলুলয়েডের পর্দায় ফুটিয়ে তুলছেন বিদা বালন।ছবির শুটিং চলেছ জোরকদমে। ছবিতে বিদার মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছে সানিয়া মলহোত্র, এছাড়াও স্বামীর ভূমিকায় যীশু সেনগুপ্তকে দেখা যাবে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বছরেই মুক্তি পাচ্ছে এই ছবি।

নবাবী মেজাজে দেখা দিলেন নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি

দেবলীনা ব্যানার্জীঃ রোমান্টিক কমেডি সবসময়ই দর্শকদের পছন্দের তালিকায় এক নম্বরে থাকে। এমনই একটি কমেডির ইঙ্গিত পাওয়া গেল নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির আসন্ন ছবি " মোতিচুর চাখনাচুর "এর ট্রেলারে। কমেডির সাথে রোমান্সের তড়কা আর নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির মতো অভিনেতার উপস্থিতি। ভিন্ন স্বাদের গল্প আর ভিন্ন স্বাদের জুটি। মোতিচুর এ নওয়াজের বিপরীতে রয়েছেন সুনীল শেট্টির কন্যা আথিয়া শেট্টি।

আথিয়াকে বেশ মিষ্টি দেখাচ্ছে ট্রেলারে। এখন এই নতুন জুটি কি ধামাল করতে পারে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত। সেদিনই মুক্তি পাচ্ছে "মোতিচুর চাখনাচুর"। ছত্রিশ বছর বয়সী পুস্পিন্দর পান্ডে বিয়ের জন্য পাগল। যদিও কথাতেই আছে 'শাদি কা লাড্ডু জো খায়া বো ভি পস্তায়া, অউর জো না খায়া বো ভি পস্তায়া'। তাই বিয়ে না করে আপশোস না করার থেকে বিয়ে করে বিবাহিত জীবনে ভোগাটাই অনেকের কাছে শ্রেয় বলে মনে হয়।এটাই মত পুস্পিন্দর পাণ্ডে ওরফে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকিরও। তাঁর কথায়, '৩৬ বছর বয়স তো হল আর কত দিন একা থাকব?' অতঃপর শুরু হয় মেয়ে খোঁজা। ''মোতিচুর চাখনাচুর'' নামে ছবিটি ঠিক এরকমই এক বিয়ে পাগল লোকের গল্প নিয়ে তৈরি।অন্যদিকে আথিয়া শেট্টি একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে, যার স্বপ্ন বিয়ের পর সে বিদেশে পাড়ি দেবে বরের সঙ্গে। অতএব, বাড়ি থেকে পাত্র খুঁজলে যেন বিদেশে প্রতিষ্ঠিত পাত্রই খোঁজা হয়, এটাই তার একমাত্র চাহিদা। শুধু এনআরআই স্বামী চাই তার, সে দেখতে যেমনই হোক!এমনই এক পরিস্থিতিতে আথিয়ার দেখা হয় পুস্পিন্দর ওরফে নওয়াজউদ্দিনের সঙ্গে। সে জানতে পারে যে দুবাইয়ে থাকে পুস্পিন্দর, অতঃপর তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসে। এরপরই আথিয়ার পরিবারের লোক জানতে পারেন যে পাত্র মোটেই বিদেশে থাকে না। তারপর? আদৌ কি পুসপিন্দর পাণ্ডের বিয়ে করার ইচ্ছেপূরণ হবে? ট্রেলারে তার জবাব নেই, জবাব খুঁজতে অপেক্ষা করতে হবে ছবি মুক্তি পর্যন্ত। মজাদার এই ছবিতে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি ও আথিয়া শেট্টির সঙ্গে দেখা যাবে বিভা ছিব্বের, নভনী পরিহার, বিবেক মিশ্র ও করুণা পান্ডেদের মত অভিনেতাদের।

ভিন্ন স্বাদের গল্প ও ভিন্ন স্বাদের জুটিতে

এঁরাই হলেন নতুন "পতি", "পত্নী" এবং "ও"! ছবি মুক্তি ৬ ডিসেম্বর এই বছর শীতের শুরুতেই বলিউড দর্শক পেতে চলেছেন একটি কমেডি ছবি যার মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন কার্তিক আরিয়ান, ভূমি পেডনেকর ও অনন্যা পাণ্ডে। এই ছবির শুটিং শুরু হওয়া থেকেই দর্শকের আগ্রহ তুঙ্গে ছবির কাস্টিংয়ের জন। ভূমি পেডনেকরের সঙ্গে কার্তিক আরিয়ানের পতি-পত্নী জুটি ও তৃতীয় ব্যক্তির চরিত্রে অনন্যা পাণ্ডে নিঃসন্দেহে ছবি নিয়ে মানুষের কৌতূহল বাড়িয়েছিল। সম্প্রতি ছবির ক্যারেক্টার পোস্টারগুলি প্রকাশ পেতেই ছবি নিয়ে আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে কয়েক গুণ।এই পোস্টারগুলি তিন অভিনেতা-অভিনেত্রীই তাঁদের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডলে শেয়ার করেছেন। এই ছবিতে কার্তিকের চরিত্রের নাম চিন্টু ত্যাগী, যে চরিত্রটি নাকি এক আদর্শ স্বামীর চরিত্র। আর তার স্ত্রীর চরিত্রে রয়েছেন ভূমি পেডনেকর, চরিত্রের নাম বেদিকা ত্রিপাঠী। মজা করে নিজের চরিত্র সম্পর্কে লিখেছেন ভূমি যে চরিত্রটি নাকি ইমোশনালি হাই মেনটেনেন্স অর্থাত খুবই অভিমানী, তাই তাকে সব সময় একটু যত্নে রাখতে হয়।বালা টিমকে আগেই আইনি নোটিস পাঠিয়েছিলাম: অভিষেক পাঠকআর ওই পতি ও পত্নীর কেমিস্ট্রির মধ্যে ঢুকে পড়বে অনন্যা পাণ্ডে-অভিনীত চরিত্রটি যার নামটি এখনও জানা যায়নি। কিন্তু পোস্টারে লেখা রয়েছে যে ও অগ্নিপথ হ্যায়, ইসসে কোই প্যার না কর পায়া। অর্থাত এমনই তার ক্যারিশ্মা যে তার সঙ্গে কারও প্রেম টিকে উঠতে পারে না।এই হাস্যরসাত্মক ছবিটি তিন তারকার কাছেই একটি অত্যন্ত বড় চ্যালেঞ্জ কারণ ১৯৭৮ সালের পতি পত্নী অউর ও ছবিটি বলিউড ছবির ইতিহাসে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছবি হিসেবে ধরা হয়। ওই ছবিতে প্রধান চরিত্রে ছিলেন সঞ্জীব কুমার, বিদ্যা সিনহা এবং রঞ্জিতা কাউর।

আলিয়া ভাইয়ের বউ হলে খুব খুশি হব, বললেন করিনা কপূর

মুম্বই: রণবীর কপূরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনার মধ্যে রয়েছেন বলিউড আলিয়া ভট্ট। দুজনের সম্পর্ক নিয়ে এবার নিজের মতামত জানালেন রণবীরের তুতো দিদি করিনা কপূর খান। তিনি বলেছেন, আলিয়া ও রণবীরের বিয়ে হলে তিনি খুব খুশি হবেন।গত বছর দুয়েক ধরেই একে অপরের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে আলিয়া ও রণবীরকে। তাঁদের বিয়ে নিয়েও জোর জল্পনা চলছে। একটি অনুষ্ঠানে বলিউডের পরিচালক কর্ণ জোহর ও আলিয়ার সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে এই মন্তব্য করেন করিনা।কর্ণ জোহর আলিয়াকে প্রশ্ন করেন, তিনি কি কখনও ভেবেছিলেন যে, একদিন করিনার ভাইয়ের বউ হবেন। কর্ণের এই প্রশ্নের পরই করিনা বলে, আমি এই বিশ্বের সবচেয়ে খুশি মহিলা হব। আর আলিয়া বলেন, সত্যি কথা বলতে কী, এ ব্যাপারে আমি কখনও ভাবিনি। এখনও বিষয়টি নিয়ে ভাবতে চাই না। সময় এলে ভাবব।এরপর কর্ণ বলেন, যখন এমনটা হবে, তখন তিনি ও করিনা সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন এবং বরণডালা নিয়ে তাঁদেরকে বরণ করতে প্রস্তুত থাকবেন।উল্লেখ্য, তখত সিনেমায় একসঙ্গে দেখা যাবে করিনা ও আলিয়াকে। সিনেমার পরিচালক কর্ণ।

তারক মেহতা কা উলটা চশমা"-য় দিশাকে ফিরতে দিচ্ছেন না তাঁর স্বামী ময়ূর পাড়িয়া!

নিজস্ব প্রতিবেদন: "তারক মেহতা কা উলটা চশমা"-য় তাঁর গলায় 'টাপ্পু কে পাপা"-এই ডাক না শুনলে যেন মন ভরে না দর্শকদের। পর্দার জেঠালাল গড়া এবং তাঁর স্ত্রী দয়াবেনের জুটিতেই মাত টেলিভিশনের এই জনপ্রিয় ধারাবাহিক। কিন্তু মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকায় প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তারক মেহতা কা উলটা চশমায় দেখা যাচ্ছে না দয়াবেন ওরফে দিশা ভাকানিকে।মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষ হওয়ায় এবার ফের শ্যুটিং ফ্লোরে দেখা যাবে দিশাকে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ধারাবাহিকের প্রযোজক সংস্থার সঙ্গে দিশার কথা হয়ে গিয়েছে পারিশ্রমিক এবং ছুটি সংক্রান্ত বিষয়ে। ফলে এবার দিশাকে ফের টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাবে বলে শোনা যাচ্ছিল। এমনকী, ধারাবাহিকের একটি দৃশ্যে সম্প্রতি দিশাকে দেখাও গিয়েছে বলে খবর। ফলে দর্শকদের প্রত্যাশা চড়তে শুরু করে।তারক মাহতা কা উলটা চশমায় দিশা ভাকানির ফিরে আসা নিয়ে যতই গুঞ্জন চলুক না কেন, এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রীর স্বামী ময়ূর পাড়িয়া। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে দিশার শ্যুটিং ফ্লোরে ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রযোজক সংস্থার সঙ্গে কথা হলেও সমস্যা কিছু মেটেনি। প্রযোজক সংস্থা যদি দিশার সমস্ত দাবি দাওয়া মেনে নেয়, তাহলে তিনি ফের ওই মেগা ধারাবাহিকের শ্যুটিং শুরু করবেন বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন দিশার স্বামী ময়ূর পাড়িয়া।প্রসঙ্গত, মাতৃত্বকালীন ছুটির শেষে শ্যুটিং ফ্লোরে ফেরাতে হলে দিশার স্বামী স্ত্রীর জন্য বেশ কিছু শর্ত দেন। যার মধ্যে দিশার পারিশ্রমিক বাড়াতে হবে। ৬ ঘণ্টার বেশি তিনি শ্যুটিং করবেন না বলে শর্ত দেন ময়ূর পাড়িয়া। যদিও তারক মেহতা কা উলটা চশমায় দিশাকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রযোজক সংস্থা আগ্রহী হলেও, তাঁর স্বামীর শর্ত মেনে নেওয়া হয়নি বলে জানা যায়। ফলে ওই ধারাবাহিকে দিশার ফিরে আসা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে পুরোদমে।

তৈমুর পাপারাতজিদের পোজ দেয়, কিন্তু মায়ের সঙ্গে ছবি তোলে না"

ীমুম্বই: তৈমুর আলি খান। জন্মের পর থেকেই সুপারস্টার সে। যেখানে তৈমুর, সেখানেই পাপারাতজিদের ভিড়। যে কোনও নামজাদা বলি-তারকাকেও জনপ্রিয়তায় ১০ গোল দিতে পারে ছোটে নবাব। সইফ আলি খান আর করিনা কাপুরের বছর দুয়েকের এই পুত্র কখন কী করছে প্রায় সবই নখদর্পণে রাখে সাংবাদিককুল।রাস্তাঘাটে, খালর মাঠে, বিমানবন্দরে, প্লে-স্কুলে যেখানেই তাকে দেখা যাক না কেন, হাজারটা ক্যামেরার ফ্ল্যাশ ঝলসে উঠবেই। শুধু তাই নয়, পাপারাতজিদের সঙ্গেও বেশ দোস্তি তৈমুরের। তাঁদের দেখে হাতনাড়া, কথার বলা বা কথার উত্তর দিতেও দেখা যায় খুদে তারকাকে।কিন্তু বাড়িতে সেই তৈমুরই নাকি এক্কেবারে ছবি তুলতে চায় না। সে কথা জানালেন খোদ করিনাই। সম্প্রতি দ্বান্ত্র-২০১৯-এ এসে করণ জোহরের একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বেগম জান নিজেই বললেন, ফোটোগ্রাফারদের তৈমুর নিজের বন্ধু ভাবে। তাই তাঁদের দেখে হাতনাড়ে সে। কিন্তু অন্য সময় ছবি তুলতে তার বেজায় আপত্তি। তৈমুরের সঙ্গে ছবি তুলতে গেলেই নাকি সে করিনাকে বলে, "আম্মা, নো ফোটোগ্রাফ।"

অবসাদ কীভাবে কাটাবেন?

চাপ বাড়ছে মনের উপর। পাহাড়প্রমাণ মানসিক চাপের কারণে একসময় আপনি অবসাদে ভুগতে শুরু করছেন। কিন্তু সামান্য কটা জিনিস মেনে চললে, মানসিক অবসাদ কাটানো অনেক সহজ হয়ে উঠবে।

চোখ বন্ধ করে বুকভরে শ্বাস নিন। মাথা থেকে সব চিন্তা হটানোর চেষ্টা করুন।

পাহাড়প্রমাণ মানসিক চাপের কারণে একসময় আপনি অবসাদে ভুগতে শুরু করছেন। কিন্তু সামান্য কটা জিনিস মেনে চললে, মানসিক অবসাদ কাটানো অনেক সহজ হয়ে উঠবে।

দিনের শত ব্যস্ততার মাঝেও ৩০ মিনিট সময় বের করে নিন। ওই ৩০ মিনিট ধ্যান করুন।

শরীর সুস্থ থাকলেই মন ভালো থাকবে। তাই শরীর সুস্থ রাখুন। রোজ সকালে নিয়ম করে তাই যোগা বা জগিং করুন। ব্যায়ামও কতে পারেন। হাসি মন ভাল করে দেয়। প্রাণ খুলে হাসুন। পজিটিভ এনার্জি পাবেন।

অবসর সময়ে বিশ্রাম করে কাটিয়ে দেওয়া নয়। নিজের পছন্দের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। সময় করে ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে দূরে ঘুরে আসুন। অপরিচিত জায়গা আপনাকে নতুন অক্সিজেন দেবে। একা বাড়ির মধ্যে বসে না থেকে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান।

কোনওভালো সালান বা স্পা পার্লালে গিয়ে বডি মেসেজ বা বডি স্পা করান।

এতেও যদি কাজ না হয়, নিজেকে বারবার বলুন, 'আমার থেকেও অনেকে খারাপ আছে। আমার যা আছে, অনেকের সেটুকুও নেই। আমি অনেক ভালো আছি।" সত্যিই, ভালো আছেন আপনি।

মানসিক চাপমুক্ত ও মন ভালো রাখতে একা থাকুন

একা থাকা মানেই অলস জীবন যাপন, দুশ্চিন্তা আর সময়ের অপচয় মনে করেন অনেকে। কিন্তু সলিটিউড আর লনলিনেস শব্দ দুটি কিন্তু ভিন্ন। বেশিরভাগই এ দু'টোকে এক বলে ভুল করেন। সলিটিউড অর্থ নির্জনতা যেখানে লনলিনেস মানে একাকিত্ব। একা থাকা মানেই একাকিত্ব নয়। নির্জনে শুধুমাত্র নিজেকে সঙ্গ দেওয়া একটি শারীরিক ও মানসিক চহিদা। এতে ফিজিক্যাল ও মেন্টাল রিল্যাক্সমেন্ট হয়।

লনলিনেটস এর ফলশ্রুতিতে তৈরি হতে পারে মানসিক অবসাদ। কিন্তু মনোবিজ্ঞান বলে, সলিটিউড শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ফলদায়ক। জীবনকে আরও চিন্তাশীল, গতিশীল, সফল ও উৎপাদনশীল করতে দিনের একটি নির্দিস্ট সময় নির্জনেএকা থাকা উচিত বলে মনে করে মানসিক বিশেষজ্ঞরা। এর কিছু সফলতা রয়েছে।

চিন্তার জট মুক্তি

গবেষণায় দেখা গেছে, আমরা যেটুকু সময় নির্জনে একা থাকি সেসময় আমাদরে মস্তিষ্ক ভালো ভালো সিদ্ধান্ত তৈরি ও জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং উদ্যম ফিরে আসে। যা কোলাহল বা লোকজনপূর্ণ স্থানে সম্ভব নয়।

মানসিক চাপ দূর

দৈনন্দিন কাজ, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, মিটিং, ইত্যাদিতে মস্তিষ্কে চাপ তৈরি হয়। দিনে নির্দিষ্ট সময়ে একা থাকুন। এ সময়টায় নিজের যা ভালো লাগে, যা ভালো অনুভব করেন তাই করুণ। ক্লান্তি দূর হয়ে শরীর ও মনে জোর ফিরে আসবে।

সূক্ষ্ম চিন্তা ও বিচারশক্তি

সারাক্ষণ অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বা আলোচনা করলেও অনেক সময় সমাধান পাবেন না। কারণ আপনার মস্তিষ্ক তথ্য নিতে থাকবে কিন্তু তা বিশ্লেষণের জন্য ভুল ঠিক বিচারের সময় প্রয়োজন। সে সময়টি নিন। ইতিবাচক চিন্তা ও সহজ জীবনবোধ নির্জনতা জীবনকে সহজ করে। সারাদিন কী কী করলেন, আপনার দিনের পরিকল্পনা কতোটুকু সফল হলো, কতোটুকু অসম্পূর্ণ থাকলো, সফল হতে আর কী করা যেতে পারে তা ভাবার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় দিনের এ ভাগটাই। এসবছাড়াও সম্পর্কের জটিলতা ও সমস্যাগুলো সমাধানের পথ হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ এ সময়টি। বিচ্ছিন্নতা আপনি একাধারে ঘরে বাইরে দায়িত্ব পালন করছেন। সামলে নিচ্ছেন বিভিন্ন ধারার সম্পর্ক দিনের যেকোনো একটি ভাগে নিজেকে সব বন্ধন থেকে মুক্ত করুন। নির্জন বারান্দায় সময় কাটান, ছাদে বা প্রিয় স্থানে একা সময় পার করুন। ভাবুন এই মুহূর্তে আপনি একমাত্র সত্ত্বা যাকে আপনি চেনেন ও জানার চেষ্টা করছেন। দেখবেন ধীরে ধীরে আপনার সব সমীকরণগুলো মিলে যাবে।একটুখানিই তো সময়, এরপর না হয় ফের যুক্ত হবেন প্রিয় মানুষদের সঙ্গে ও ব্যস্ত পৃথিবীতে। ভালো থাকুন।

এবার ঘরোয়া উপায়ে সাইনাসের ব্যথা সমাধান করুন!

বিনোদন ডেস্ক : ব্যথা যদি হয় সাইনাসের, প্রতিকারের জন্য রয়েছে ঘরোয়া পদ্ধতি। সাইনাস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মাথার ভেতর দপদপ করে, কপাল, গাল ও চোখেও চাপ অনুভব করেন। এই রোগ সংহভাগ ক্ষেত্রেই ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে, তাই বিশেষজ্ঞরা অ্যান্টি-বায়োটিক ওষুধ সেবনের পরামর্শ দেন।এই ওষুধ ছাড়াও সাইনাসের ব্যথা কমাতে ঘরোয়া প্রতিষেধক ব্যবহার করা যায়। আর এই পদ্ধতিগুলো নিয়ে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে কয়েকটি পন্থা এখানে জানানো হল।মুখের ভেতরের "ক্যাভিটি" বা খালি জায়গাগুলোতে অতিরিক্ত "মিউকাস" বা শ্লেষ্মা জমে গেলে সেখান থেকে সাইনাসের জটিলতা দেখা দেয়। অন্য ভাষায় বলা যায়, "মিউকাস মেমব্রেইন"য়ে প্রদাহ হওয়ার কারণে এই অসহ্য ব্যথা ও চাপ দেখা দেয়। সমাধানভাপ নেওয়া: নাকের "ক্যাভিটি" বা খালি স্থানে এবং "সাইনাস"য়ের যাতায়াতের পথে "মিউকাস" বা শ্লেষ্মা জমে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে গরম জলের ভাপ গ্রহণ করলে এই জমে থাকা "মিউকাস" পাতলা হবে এবং এর স্বাভাবিক অপসারণ সহজ হবে।গরম জল দিয়ে স্নান করার সময় লম্বা শ্বাস নিলে উপকার পাওয়া যায়। আবার একপাত্র জল গরম করে তার উপর মুখ রেখে নাক দিয়ে শ্বাস নিলেও কাজ হয়। বাষ্প আটকে রাখার জন্য মাথা থেকে লম্বা তোয়ালে ঝুলিয়ে গরম পানির পাত্র ঢেকে রাখতে হবে। চাইলে ওই গরম জলে কয়েক ফোঁটা "এসেন্সিয়াল অয়েল" মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।গরম সেঁক দেওয়া: মুখের যে স্থানে সাইনাসের চাপ অনুভব হচ্ছে সেখানে এক টুকরা গরম কাপড় দিয়ে চাপ দিলে আরাম পাওয়া যায়। চোখ ও নাকের উপর সেঁক দিলে বন্ধ নাক খুলে যায়।ঝাল খাবার: শুনতে অবাক লাগলেও ঝাল খেলে সাইনাসের সমস্যার সাময়িক সমাধান পাওয়া যায়। ঝাল লঙ্কা থাকে "ক্যাপসাইসিন" নামক উপাদান যা প্রাকৃতিক ব্যথানাশক। আর এই উপাদানের কারণে ঝাল খেলে নাক দিয়ে জল আসে।গুনগুনিয়ে গান গাওয়া: আঙ্কেল গুড্ডুম হয়ে যাওয়া এই উপায়ও নাকি কার্যকর, দাবি করেছেন কিছু সুইডেনের বিশেষজ্ঞ। এক মিনিট বা তারও বেশি সময় প্রিয় গানটি গুনগুনিয়ে গাইলে সাইনাসজনীত মাথাব্যথা কমে। এর কারণ হল গুনগুনিয়ে গান গাওয়ার কারণে বাতাসের প্রবাহ বাড়ে, যা সাইনাস পরিষ্কার রাখে।জল পান: যত বেশি জল পান করবেন, মিউকাস বা শ্লেষ্মা ততই পাতলা থাকবে। আবার পর্যাপ্ত জল পান করলে সাইনাস আর্দ্র থাকবে, ফলে ভালো অনুভব করা যাবে। আর গলা শুকিয়ে যায় এমন যেকোনো খাবার বা পানীয় থেকে বিরত থাকতে হবে।দারুচিনি: এই মসলায় রয়েছে প্রদাহরোধক গুণ। সাইনাসের ব্যথা অতিরিক্ত হয়ে গেলে দারুচিনিতে মধু মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

কার আদলে সিম্বা, বাস্তবের সেই সিংহশাবককে চেনেন?

সিম্বাকে দেখে এলেন? না পরিকল্পনা করছেন এই সপ্তাহের শেষে বাড়ির বাচ্চাদের সঙ্গে সিম্বার পরিচয় করিয়ে দেবেন? তবে তার আগে চিনে নিন বাস্তবের সেই সিম্বাকে, যাকে দেখে অ্যানিমেটররা পর্দার সিম্বাকে এত সুন্দর করে পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তার "বাড়ি" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডালাস চিড়িয়াখানায়।ডালাস চিড়িয়াখানার যে সিংহ শাবককে সামনে রেখে পর্দায় সিম্বাকে আঁকার কাজ শুরু হয়েছিল তার নাম "বাহাতি"। তখন তার বয়স ছিল মাত্র এক মাস।"দ্য লায়ন কিং" মুক্তির দিনই ডালাস চিড়িয়াখানার ফেসবুক পেজে একটি ১৩ সেকেন্ডের ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয়। ভিডিয়োর শিরোনাম দেওয়া হয়েছে "বাহাতি না সিম্বা?"ছোট্ট এই ভিডিয়োটিতে দেখা যাচ্ছে, একটি সিংহ শাবক মাথা ঘোরাচ্ছে, গর্জন করার চেষ্টা করছে। এই সবই ফুটে উঠেছে অ্যানিমেটেট সিম্বার মধ্যে। তাইপর্দাতে আপনি বার বারমিল খুঁজে পাবেন বাহাতির সঙ্গে সিম্বার।ভিডিয়োটি প্রকাশ পাওয়া মাত্রই তা সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পর্দার সিম্বার মতোই ভালবাসা পাচ্ছে বাহাতি। ইতিমধ্যেই ডালাস চিড়িয়াখার তরফে প্রকাশিত ভিডিয়োটি ৫৩ হাজারের বেশি বার দেখা হয়েছে।ভিডিয়োটির সঙ্গে পোস্টে লেখা হয়েছে, যখন দ্যলায়ন কিং

তৈরির জন্য ভিডিয়ো তুলে ডিজনিকে দেওয়া হয়। তখন বাহাতির বয়স ছিল মাত্র এক মাস। সেই সময় বাহাতি কী ভাবে টলমল পায়ে হাঁটত, তার মুখ থেকে কী ভাবে দুধের ফেঁটা ঝরে পড়ছে, সব কিছু ক্যামেরাবন্দি করে পাঠানো হয় ডিজনিকে। এই ভিডিয়ো দেখে ডিজনির অ্যানিমেটররা সিম্বাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।ভাবছেন এখন বাহাতির বয়স কত? চিড়িয়াখানার তরফে জানানো হয়েছে, সেদিনের সেই ছোট্ট বাহাতি আজ পরিণত সিংহ, বয়স দু" বছর।

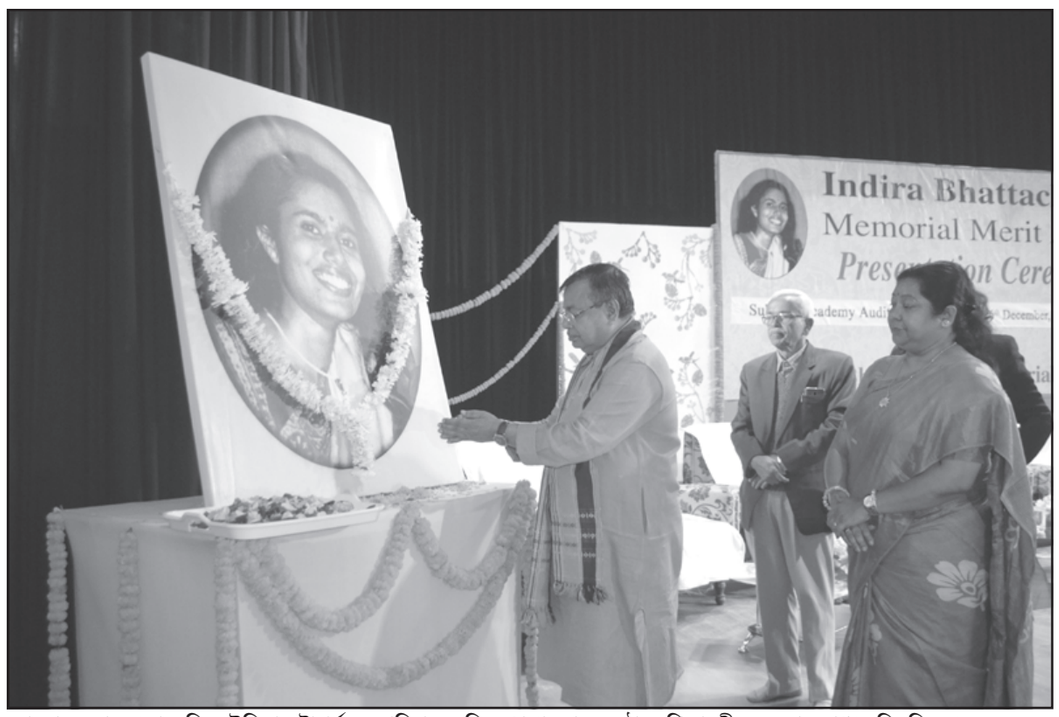

সোমবার সুকান্ত একাডেমিতে ইন্দিরা ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল স্মৃতি মেধা পুরস্কার অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

ভোটব্যাঙ্ক বাঁচাতে হিংসা রুখছেন না মমতা : দিলীপ

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স): ভোটব্যাঙ্ক বাঁচাতে হিংসা রুখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার এই মন্তব্য বলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, কেন্দ্রের এই আইন শেষমেশ এরাজ্যেও লাগু করতে বাধ্য হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে তিনি দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, পুলিশের কথা শুনতে হবে না। কোথাও মিছিল করার জন্য পুলিশের অনুমতি নিতে হবে না।

মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায় বাঙালি বিরোধী বলেও অভিযোগ করেন দিলীপ ঘোষ। দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, 'এর আগেও নোটবন্দি, জিএসটি, তিন তালাক, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের প্রতিবাদ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই আন্দোলন শেষমেশ ধোপে টেকেনি। শেষমেশ কেন্দ্রীয় পদক্ষেপ মানতে বাধ্য হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' দিলীপ ঘোষের প্রশ্ন, 'অসমে বাঙালিদের উপর অত্যাচার চলছে । অত্যাচারের খবর পেয়েও কেন এবার অসমে যাচ্ছেন না মুখমন্ত্রী'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোষণের রাজনীতির অভিযোগ তুলেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

দিলীপ ঘোষ বলেন, "নাগরিক সংশোধনী বিল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক রাষ্ট্রবিরোধী গতিবিধি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশি মুসলমানরা রাস্তায় নেমে যে ভাবে ব্যাপক হিংসা ছড়াচ্ছে এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করছে, এটা নজিরবিহীন। সব দেখেও হাতে হাত রেখে বসে রয়েছে রাজ্য সরকার। গুলি চালানো তো দূরের কথা, পুলিশ কোথাও লাঠিও চালাচ্ছে না। কাউকে গ্রেফতারও করা হয়নি এখনও। যে পুলিশ রাষ্ট্রবিরোধীদের পাশে দাঁড়িয়েছে তাদের কথা আমরা শুনব না। আমরা রাষ্ট্রের স্বার্থে মিছিল করব।'

দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, 'দেশবিরোধীরা যদি আইন না মানে, তা হলে আমরাও আইন মানব না, এ আমি প্রকাশ্যে বলে রাখছি। কারণ মুখ্যমন্ত্রী নিজে আইন মানছেন না। সরকারি টাকায় প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর টিভিতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, উনি নাকি বাংলায় সিএবি হতে দেবেন না। যে আইন লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাশ হয়েছে, রাষ্ট্রপতি যাতে সই করেছেন, সারা দেশে সেই আইন চালু হবে। পশ্চিমবঙ্গ কি ভারতের বাইরে যে এখানে চালু হবে না ? উনি কী করে সংবিধান বিরোধী কথা বলছেন ? উগ্রপন্থীদের আড়াল করার চেষ্টা করছেন উনি।' এরপরেই তিনি বলেন, 'আমার কর্মীদের উদ্দেশে আমার স্পষ্ট বার্তা, পুলিশের কথা শুনতে হবে না।'

সিএএ ও এনআরসি-র প্রতিবাদে ফের অবরোধ রেল ও সড়ক পথ, অবরুদ্ধ সিউড়ি-হাওড়া এক্সপ্রেস

সিউড়ি, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : সিএএ ও এনআরসি-র এখনও সমানতালে চলছে। সোমবার সকালে মুরারইয়ের চাতরা ও দুবরাজপুরে বিক্ষোভের পর দুপুরে আবার বিক্ষোভ, রেল ও সড়কপথ অবরোধ।

সোমবার দুপুরে সাঁইথিয়া থানার অন্তর্গত মহিষাডহরী স্টেশনে রেলপথ অবরোধের কারণে দীর্ঘক্ষন আটকে পরে সিউড়ি হাওড়া এক্সপ্রেস। বিক্ষোভকারীদের দাবি, কোনোভাবেই চালু করা যাবে না এনআরসি। প্রায় দু"ঘণ্টা ওই স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকার পর অবশেষে রেল পুলিশের তৎপরতায় বিক্ষোভকারীদের হাত থেকে বের করে নেওয়া সম্ভব হয় সিউড়ি হাওড়া এক্সপ্রেসকে।

পাশাপাশি একই দাবিতে সাঁইথিয়া থানার অন্তর্গত মাঠপলশা ও কুনুরী গ্রামে সিউড়ি সাঁইথিয়া রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে সড়কপথ অবরোধ করে বিক্ষোভে নামে কয়েকশো বিক্ষোভকারী। স্বাভাবিকভাবেই যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় সিউড়ি সাঁইথিয়া রাস্তায়।

একের পর বিক্ষোভের আগুনে পুড়ছে গোটা রাজ্য। গত তিনদিনের এরকম উগ্র বিক্ষোভের কারণে ইতিমধ্যেই কয়েকশ কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন রেল। বাদ যায়নি রাজ্যের সরকারি সম্পত্তিও। চারিদিকে রেল বাতিলের পাশাপাশি যান চলাচল ব্যাহত হওয়ায় ভোগান্তির শিকার রাজ্যের বাসিন্দারা।

ফের বিক্ষোভ! একের পর এক জায়গায় রেল ও পথ অবরোধ

মুরারই, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া সিএএ ও এনআরসি"র প্রতিবাদে বিক্ষোভ এখনো একই তালে চলছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি বীরভূমেও চলছে লাগাতার বিক্ষোভ। কোথাও রাস্তা অবরোধ, তো কোথাও আবার রেল। একের পর এক রেল ও পথ অবরোধে নরক যন্ত্রণায় ভুগছেন রাজ্যের বাসিন্দারা। ইতিমধ্যে রেলের তরফ থেকে গত দু"দিন ধরে বাতিল করা হয়েছে অজস্র দূরপাল্লার ট্রেন।

রবিবার বীরভূমের মারগ্রাম, লোহাপুর, নলহাটি, বাতাসপুরের পর আজ ফের একই ভঙ্গিতে চলছে বিক্ষোভ আন্দোলন। আন্দোলনকারীরা সিএএ ও এনআরসি-এর প্রতিবাদে মুরারইয়ের ১ নম্বর ব্লকের চাতরার চৌমাথা মোড়ে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে। পথ অবরোধ থাকে প্রায় দু"ঘণ্টা। একইভাবে চাতরা স্টেশনেও রেল অবরোধ করা হয়। যদিও শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত স্টেশনে অগ্নিসংযোগ বা ভাংচুরের ঘটনা ঘটেনি।

অন্যদিকে দুবরাজপুরেও ক্যাব ও এনআরসির প্রতিবাদে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। যেখানে প্রথমে প্রতিবাদকারীরা শহরজুড়ে মিছিল করে। কিন্তু পরক্ষনেই কেউ বা কারা দুবরাজপুরের পাওয়ার হাউস মোড়ের কাছে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ শুরু করে। সেই অবরোধও চলে প্রায় ঘণ্টাখানেক।

জাতীয় সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে দুবরাজপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তারা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে অবরোধ তুলে নিলেও একের পর এক এইভাবে সড়ক থেকে রেলপথ অবরোধে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে রাজ্যবাসীদের।

রাজ্যে দফায় দফায় রেল অবরোধ, ট্রেন লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ল বিক্ষোভকারীরা

বারুইপুর, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : সোমবার ভোর থেকে বিকাল পর্যন্ত দফায় দফায় শিয়ালদহ দক্ষিন শাখার লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের বিভিন্ন স্টেশনে ওভারহেডের তারে কলাপাতা ফেলে কোথাও বা লাইনে স্লিপার তুলে দিয়ে ট্রেন অবরোধ করলো বিক্ষোভকারীরা। এই ঘটনার জেরে সোমবার সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনেই ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হল এই শাখায়।

পাশাপাশি ডায়মন্ডহারবার শাখার হটোর স্টেশনেও ওভারহেড তারে কলাপাতা ফেলে বন্ধ করে দেওয়া হয় ট্রেন চলাচল।

ঘটনার জেরে অনেক ট্রেন বাতিল করতে হয় বলে জানিয়েছে রেল।

সোমবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্তও লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে ট্রেন চলাচল পুরো স্বাভাবিক হয়নি। অনেক দেরিতে চলছে ট্রেন। লক্ষ্মীকান্তপুর শাখায় অনেক জায়গায় এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ওভারহেডের তার থেকে কলাপাতা ফেলে দেওয়ার কাজ করছে টাওয়ার ভ্যান। সোমবার ভোরে প্রথমে ডায়মন্ডহারবার শাখার হটোরে ওভারহেড তারে কলাপাতা ফেলে স্টেশনে আটকে দেওয়া হয় আপ ডায়মন্ডহারবার লোকাল। একই সাথে দফায় দফায় সকালে লক্ষ্মীকান্তপুর শাখার গোচরন আর দক্ষিন বারাসাত স্টেশনের মাঝে ওভারহেড তারে কলাপাতা ফেলে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। টাওয়ার ভ্যান কলাপাতা সরাতেই আবার ধপধপি স্টেশনে অবরোধ শুরু হয়। লাইনের মাঝে প্রায় ২০০ জন লোক বসে অবরোধ শুরু করেন। খবর পেয়েই বারুইপুর জি আর পি পুলিস, আর পি এফ পুলিস, জয়নগর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে যায়। প্রথম দফায় অবরোধ তুলে দেবার পর আবার সকাল ৯-২৫ থেকে অবরোধ শুরু হয় ধপধপিতে। ৩০ মিনিট অবরোধ চলার পর অবরোধ উঠে যায়। দফায় দফায় অবরোধের জেরে অফিস টাইমে নিত্য যাত্রীদের ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়। অনেকেই ট্রেন থেকে নেমে পড়েন। এরপরে দুপুর ১২-৩০ টার পর আবার অবরোধ শুরু হয় বহড়ু স্টেশনে।

অভিযোগ, লাইনের সামনে বসে অবরোধকারীরা আপ লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল আটকে দেয়। এমনকি ট্রেন লক্ষ্য করে পাথরও ছোঁড়ে অবরোধকারীরা। এই ঘটনায় স্টেশন চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বারুইপুর জি আর পি, আর পি এফ পুলিস সহ জয়নগর থানার পুলিসবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশ নিজের উদ্যোগেই ওভারহেডের তার থেকে কলাপাতা সরায়। সব মিলিয়ে এদিন সারাদিন ধরেই এই লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় নি। ফলে সারাদিনই চরম দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রীরা।

ফিরহাদ হাকিমকে গ্রেফতারের দাবিতে হাইকোর্টে মামলা

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স): কলকাতার মেয়রকে গ্রেফতারের দাবিতে মামলা হল হাইকোর্টে। সুমন ভট্টাচার্য নামে দমদমের এক বাসিন্দা এই মামলা দায়ের করে বলেছেন,উসকানিমূলক মন্তব্য করছেন কলকাতার মেয়র। অবিলম্বে তাঁকে গ্রেফতার করা হোক।

কলকাতা হাইকোর্টে ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় তাঁর অভিযোগ, 'নাগরিকত্ব আইনকে কোনও আইন নয় বলে, মেয়র কীভাবে স্যোশাল সাইটে মন্তব্য করেন। এছাড়াও তিনি মিনি পাকিস্তান বলেও মন্তব্য করেছেন।' চলতি সপ্তাহেই মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে বলে আদালত সূত্রে খবর।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে শুক্রবার থেকে অশান্তি ছড়িয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায়। ট্রেনে পাথর ছোড়া, ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, বাস পুড়িয়ে দেওয়া, অবরোধ-ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। শুক্র, শনি, রবি পেরিয়ে আজ সোমবারও পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক হয় নি। জায়গায় জায়গায় অবরোধ করছেন বিক্ষোভকারীরা। যার ফলে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষ থেকে নিত্যযাত্রীদের।

এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার প্রথম মুখ খোলেন কলকাতার মেয়র। ফিরহাদ হাকিম বলেন, "যারা এই ধরনের রাস্তা আটকাচ্ছে, তারা বিজেপির হাত শক্ত করছে। বাংলা সেকুলার জায়গা। এখানে মস্তানি করা ঠিক হয়নি। দম থাকে তো অমিত শাহ বাড়ির সামনে গিয়ে করুন।' শুধু শুক্রবার নয়। শনিবার ফের কড়া বার্তা দেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বলেন,"এটা হিন্দু মুসলিমের লড়াই নয়। একটা সম্প্রদায়কে অরাজকতা করতে চাগাড় দেওয়া হচ্ছে।

বিজেপির হাত শক্ত করছেন আপনারা। আপনাদের এসব কাজকর্মের ফলে ৭০ শতাংশ মানুষ অমিত শাহের পক্ষে হয়ে যাবে। রাজ্যে বিজেপি এসে গেলে মাথা নিচু করে থাকতে হবে। তখন আর রাস্তায় কেউ নামবে না।' গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলনের কথা বলেন ফিরহাদ হাকিম। বলেন, 'বাংলায় এনআরসি করতে দেব না বলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনও কার্যকর হবে না।' মুখ্যমন্ত্রীর আন্দোলনে সামিল হওয়ার ডাক দেন মেয়র। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আজকের এই মামলা।

ক্যানিংয়ে তৃণমূলের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল

ক্যানিং, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : এন আর সি ও সি এ এ'র বিরুদ্ধে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিংয়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল করলো তৃণমূল কংগ্রেস। ক্যানিং ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সোমবার সকালে ক্যানিং হেলিকাপ্টার মোড় থেকে শুরু হয় এই প্রতিবাদ মিছিল।

ক্যানিং ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শৈবাল লাহিড়ীর নেতৃত্বে এই মিছিলে হাঁটেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল সহ এলাকার তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকরা। শেষে মিছিলে যোগ দেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলও। এদিন এই প্রতিবাদ মিছিল শেষে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে একটি সভা ও করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। কিছুতেই এন আর সি বা সি এ এ এরাজ্যে হতে দেওয়া যাবে না বলে দাবী তোলেন তারা। সভা শেষে প্রধানমন্ত্রীর কুশ পুতুল ও পড়ানো হয় বাসস্ট্যান্ডে।

রাজ্যে কোনও ডিটেনশন ক্যাম্প হচ্ছে না: নবান্ন

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স): পশ্চিমবঙ্গে কোনও ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না । ডিটেনশন ক্যাম্পের জন্য জমি চিহ্নিত করার খবর অসত্য। সোমবার নবান্নে এক বিবৃতি দিয়ে জানাল রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর।

রাজারহাট ও বনগাঁয় ২টি ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরির জন্য কেন্দ্র রাজ্য সরকার জমি চিহ্নিত করেছে বলে গত কয়েকদিন আগে খবর প্রকাশিত হয়। এর পরই বিষয়টিকে ইস্যু করে ময়দানে নামে সিপিএম সহ বাম দলগুলো। এই নিয়ে তৃণমূলের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী আন্দোলনের সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন স্বয়ং সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। সোমবার একই ইস্যুতে নিউটাউনে মিছিল করে বামেরা। মিছিল থেকে বিধানসভায় বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী প্রশ্ন তোলেন, "তৃণমূলসত্যিই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধী হলে রাজ্য সরকার ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করছে কেন ?" তাঁর অভিযোগ, গোপনে বিজেপির সঙ্গে আঁতাঁত করে চলছে তৃণমূল।

এরপরেই নবান্নের তরফে ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে বিবৃতি জারি

ছয়ের পাতায়

পার্ক স্ট্রিটের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে দুটি হাসপাতালের আধুনিকীকরণ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : পার্ক স্ট্রিটে বড়দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে সোমবার রাজ্যের দুটি হাসপাতালের আধুনিকীকরণ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঞ্চে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ঘোষণা করেন, এই দুটি প্রকল্পের একটি কলকাতার আরজিকর হাসপাতালের জন্য। সেখানে দুটি আধুনিক রেডিওথেরাপি যন্ত্রের জন্য ১৮ কোটি টাকার ওপর খরচ হয়েছে। অপর প্রকল্পটি জলপাইগুড়ির মাল হাসপাতালের আধুনিকীকরণের জন্য। ডুয়ার্সের লক্ষ লক্ষ মানুষ এতে উপকৃত হবেন।

মুখ্যমন্ত্রী এ দিন নেতাজী, গান্ধীজী, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতার উল্লেখ করে তাঁদের শান্তির আদর্শ সবাইকে অনুসরণ করতে বলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামোল্লেখ করে বলেন, "চিত্ত যেথা ভয়শূণ্য উচ্চ যেথা শির। মনে রাখবেন, এটা আমার দেশ। নিজস্ব মাটি। মাতৃভূমি। এদিন অন্যদের মধ্যে ভাষণ দেন কলকাতার আর্চবিশপ রেভারেন্ড টমাস ডিসুজা, রাজ্য বিধানসভার অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান সদস্য মাইকেল কালভার্ট প্রমুখ। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ববি হাকিম, মন্ত্রী তাপস রায়, দুই সাংসদ ডাঃ শান্তনু সেন ও মালা রায়, সুব্রত বক্সি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা প্রমুখ। বিভিন্ন দূতাবাসের ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কিছু শীর্ষ প্রতিনিধি।

মুখমন্ত্রীর ভাষণের পর শিল্পী উষা উত্থুপ ও ইন্দ্রনীল সেন যৌথভাবে পরিবেশন করেন 'বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনা এই শুধু' গানটি। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ভাষণ দেন রাজ্যের বরিষ্ঠ আমলা নন্দিনী চক্রবর্তী। খ্রিস্টমাস কয়্যার-সহ বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং কিছু স্কুলের পড়ুয়ারা এ দিন মঞ্চে পরিবেশন করে বড়দিনের গান বা ক্যারল ও নাচ। বড়দিনের উৎসব উপলক্ষে অ্যালেন পার্ক এবং সংলগ্ন বিভিন্ন ফুটপাথে বসেছে নানা রকম খাবার ও মনোহারি সামগ্রির স্টল। এই মেলা ও উৎসব চলবে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

শাসকদলের নির্দেশ অনুরোধ সত্ত্বেও অহিংস-র পাশপাশি সহিংস আন্দোলন জেলাতে

মেদিনীপুর, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : শাসক দলের নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশ সত্ত্বেও পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রনে নেই রাজ্যে । পশ্চিম মেদিনীপুরেও জেলার বিভিন্ন স্থানে যেমন তৃণমূলের নেতৃত্বে অহিংস প্রতিবাদী মিছিল চলেছে , তেমনি সহিংস প্রতিবাদ অবরোধও হয়েছে জেলাতে । জেলা তৃণমূল সভাপতির হুশিয়ারী -পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নিক ।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে রবিবার থেকেই অহিংস প্রতিবাদী মিছিলের ডাক দিয়েছিল তৃণমূল । সেদিন শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে মেদিনীপুর শহরে মিছিল করে তার সুচনা হয়েছিল রবিবার । নির্ধারিত কর্মসুচী অনুসারে সোমবার ব্লক স্তরে সেই মিছিল হয় । কিন্তু বেলা দশটার পর সেই মিছিল শুরু করার আগেই জেলাতে বিক্ষিপ্ত অবরোধ আন্দোলন শুরু হয়ে যায় । মেদিনীপুর সদর ব্লকের তেতুলতলা এলাকাতে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘাটাল মেদিনীপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে দেয় । পরে তৃণমূলের নেতৃত্বে ও পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে । অন্যদিকে জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত বকুলতলা এলাকাতে স্থানীয় লোকজন ঘাটাল পাঁশকুড়া রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রাস্তার ওপরে টায়ার জ্বালিয়ে দেয় । প্রায় একঘন্টার বেশি এই অবরোধ আন্দোলনে বেশ যানজট তৈরী হয় । দাসপুর থানার পুলিশ গিয়েও বুঝিয়ে সেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বেশ খানিকটা বেগ পেতে হয় । তবে এই অবরোধ আন্দোলনে তৃণমূলের কোনো পতাকা ছিল না । কোনো ব্যানার পতাকা ছাড়াই স্থানীয়রা এই অবরোধ আন্দোলন করেছিল ।

অন্যদিকে জেলার বিভিন্ন ব্লকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রতিবাদী মিছিল হয়েছে । সবং এ মানস ভুঞার নেতৃত্বে মিছিল হয় । হয় পথ সভাও । অন্যদিকে মেদিনীপুর সদর ব্লকের ছেড়ুয়াতে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অজিত মাইতির নেতৃত্বে মিছিল হয় । এদিন অজিত মাইতি বলেন- আমরা অহিংস আন্দোলন করেছি সর্বত্র । তবে যারা বিচ্ছিন্ন ভাবে করছেন তাদের আগেই অনুরোধ করেছিলাম । কিন্তু তারপরেও যারা সংহিস আন্দোলন করছেন তাদের বিষয়ে পুলিশ দেখবে । অন্যদিকে মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন কলেজ ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই দুই আইনের প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীদের সামিল হওয়ার ডাক দিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করেছে ডিএসও ।

বড়দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও বিজেপি-কে এক হাত মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : প্রাণ যায় যাক, ঘৃণ্য রাজনীতির কাছে মাথা নিচু করব না। পার্কস্ট্রিটে নবম খ্রিস্টমাস ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও নাম না করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই পৃথিবী ছোট্ট একটি পরিবার। তাহলে কেন বিভেদের শাসনের নীতি? কেন এত হিংসা? প্রভু যিশুর জন্মদিনের ছুটি কেন্দ্র তুলে দিল। এখানে কিন্তু ২৫ ডিসেম্বর, ১ জানুয়ারির ছুটি আছে! এ সব ভাবলে খুব খারাপ লাগে যখন কেউ মনে করেন, আজ আছি কাল থাকব তো? আমি বলি' অস্তিত্বের ঠিকানা সবার থাকবে! আমরা চাই ঐক্যবদ্ধ বাংলা, ঐক্যবদ্ধ ভারত, ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দিনগুলো খুব খারাপ যাচ্চে। আমি বিশ্বাস করি যারা ঘৃণ্য রাজনীতি করছে, তাদের সরে যেতে হবে। কেউ যদি অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ানদের দুটো সিট তুলে দেয় কী বলব? কখনও খ্রিশ্চান, কখনও মুশ্লিমদের বাদ দিচ্ছেন। তাতে কিচ্ছু হবে না! কীভাবে ডেরেককে বাদ দেবেন? ও তো সাংসদ ! ওর তো গণতান্ত্রিক অধিকার, মৌলিক অধিকার আছে! আমি মনে করি অন্ধকার ঘুচে যাবে, অন্ধকার ঘুচে যাবে, অন্ধকার ঘুচে যাবে। সকাল হবেই। মুখ্যমন্ত্রী এ দিন বলেন, ধর্ম যার যার আপনার, দেশটা আপনার। ধর্ম যার যার আপনার, ভালবাসা সবার। ধর্ম যার যার আপনার, শান্তি সবার। ধর্ম যার যার আপনার, সভ্যতা সবার। ধর্ম যার যার আপনার, মানবিকতা সবার। ধর্ম যার যার আপনার, অধিকার সবার।

মমতার রাজ্যপালের সঙ্গে চা খেতে যাবার সময় আছে বলে মনে হয় না: সৌগত

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স): মমতার রাজ্যপালের সঙ্গে চা খেতে যাবার সময় আছে বলে আমার মনে হয় না। মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যপালের তলব প্রসঙ্গে একথা বলেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। মুখ্যসচিব ও ডিজি তাঁর তলবে কোনও সাড়া না দেওয়ার পরই মুখ্যমন্ত্রীকে রাজভবনে ডেকে পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল।

এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, রাজ্যের যে পরিস্থিতি চলছে তা শান্ত করার কাজে মুখ্যমন্ত্রী ব্যস্ত। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়নি। তবে তিনি যে পরিমাণ ব্যস্ত তাতে শুধু চা খেতে যাওয়ার সময় তাঁর কাছে রয়েছে বলে মনে হয় না।

সোমবার তৃণমূল কলকাতায় নাগরিকত্ব আইনবিরোধী যে মিছিলের ডাক দিয়েছিল তা নিয়েও তাঁর আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন রাজ্যপাল। তিনি সোমবার সকালেই টুইট করে বলেছিলেন, সংবিধানবিরোধী কাজ করা থেকে বিরত থাকুন মুখ্যমন্ত্রী। উস্কানি দেওয়াও বন্ধ করুন।

কিন্তু রাজ্যপালের কোনও পরামর্শকেই পাত্তা দিতে চায়নি তৃণমূল। পরে এই ব্যাপারে সৌগত রায় বলেন, সংবিধান সম্পর্কে রাজ্যপালের ধারণা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নন, তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রীও বটে। তাঁর দৈত সত্ত্বা রয়েছে। একটি রাজনৈতিক দলের নেত্রী হিসাবে কেন্দ্রের কোনও আইনের বিরুদ্ধে মিছিল করার অধিকার তাঁর অবশ্যই রয়েছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচারিত বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করেননি সৌগত রায়।

মেদিনীপুর শহরে নির্মীয়মান বাড়ির পাশে ডোবা থেকে ঝুলন্ত পচা দেহ উদ্ধার

মেদিনীপুর, ১ ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : মেদিনীপুর শহরের মাঝে ব্যাস্ত রাস্তার পাশে নির্মীয়মান একটি বাড়ির পাশের ডোবা থেকে উদ্ধার হল এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের পচাগলা ঝুলন্ত দেহ । দমকলের সাহায্যে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে খোঁজ নেওয়া শুরু করেছে ।

জানা গিয়েছে,সোমবার দুপুরে বিষয়টি নজরে এসেছে স্থানীয়দের । মেদিনীপুর শহরের লাইব্রেরী রোডে, পুরনো অরোরা সিনেমার কাছে নির্মীয়মান বাড়ির এক ডোবায় ওই অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথম দেখতে পায় এবং পুলিশকে খবর দেয় উদ্ধার করতে পরিস্থিতি বেগতিক

ছয়ের পাতায়

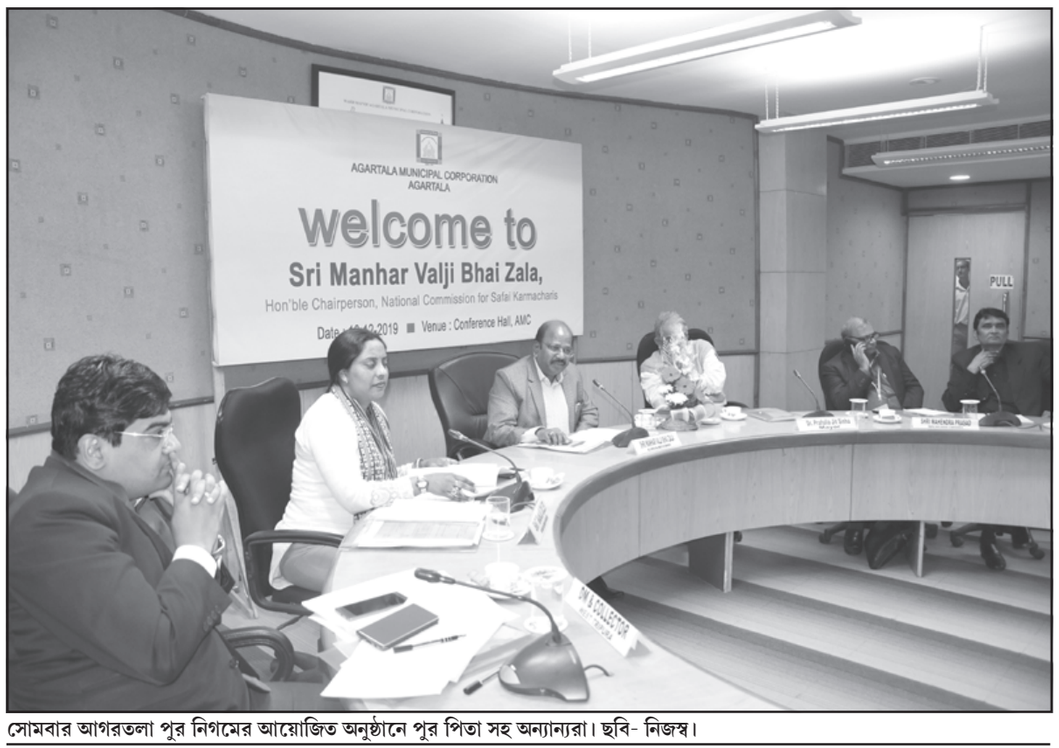

সোমবার আগরতলা পুর নিগমের আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুর পিতা সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

স্বাভাবিক হচ্ছে অসম, দাবি কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমের পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র সিং।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন(সিএএ) বিরোধিতা করে অসম সহ গোটা উত্তরপূর্ব রাজ্যের পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য নামানো হয়েছিল সেনাবাহিনী। সোমবার কেন্দ্রীয়মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, আগের তুলনায় অসমের পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হচ্ছে। প্রথম দুইদিন কয়েকটি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের চাহিদা অনুযায়ী ১২ ঘন্টার জন্য কার্ফু তুলে দেওয়া পর দেখা গিয়েছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন জায়গায় হিংসাত্মক পরিস্থিতির জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করে জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য হিংসাত্মক পরিস্থিতি আরও উস্কে দিয়েছে কংগ্রেস। বিভ্রান্ত দূর হলেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। বিজেপি কর্মীরা সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে বুঝিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজে ইতিমধ্যেই লেগে পড়েছে।

এদিন অসম পরিস্থিতি যে স্বাভাবিক হচ্ছে, তা মেনে নিয়েছে রাজ্য পুলিশ। এদিন অসম পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে যে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলার প্রতি দায়বদ্ধতাকে দেখানোর জন্য রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে পুলিশ। রাজ্যের প্রধান শহর গুয়াহাটিতে সকালের কার্ফু ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৬টা থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হলেও রাতে যথারীতি কার্ফু জারি থাকবে।

আগামীকাল রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রীকে তলব রাজ্যপালের

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.): এবার রাজভবনে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। সোমবার বিকেলে টুইট করে একথা জানান রাজ্যপাল। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে রাজ্যে পরিস্থিতির যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছে, তার খোঁজখবর নিতেই মুখ্যমন্ত্রীকে আগামীকাল রাজভবনে আসার কথা জানিয়েছেন তিনি এদিন বিকেলে রাজ্যপাল টুইট করে লেখেন, “কাল মুখ্যমন্ত্রীর সুবিধামতো সময়ে তাকে রাজভবনে আসতে বলা হয়েছে”। অন্যদিকে, আজ সোমবার নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করে বাংলায় যে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সেই বিষয়ে খোঁজখবর নিতে রাজভবনে রাজ্যের মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা ও রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন রাজ্যপাল। কিন্তু এদিন তাঁদের কেউই রাজভবনে যাননিউ এমনকি তাঁরা যে রাজভবনে যেতে পারবেননা সেই বিষয়েও রাজ্যপালকে সরকারিভাবে কিছুই জানাননি। এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ’এটা শুধু দুর্ভাগ্যজনক নয়, তাঁদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতও বটে।’

নাগরিকত্ব আইন পাস হওয়ার পর জেলায় জেলায় অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে আজ মিছিলের ডাক দেয় শাসক-বিরোধী সবপক্ষই। এদিন ধর্মতলায় আম্বেদকরের মূর্তির সামনে থেকে নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করে মিছিল বের করে শাসক দল। অন্যদিকে, যাদবপুর থেকে আইনের সমর্থনে মিছিলের ডাক দেয় বিজেপি। পাশাপাশি রাজারহাট থেকে আইনের বিরোধিতা করে মিছিলে পা মেলায় বামেরা। যদিও এদিন সকালে টুইট করে মুখ্যমন্ত্রীকে সংবিধান বিরোধী কাজ করা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছেন রাজ্যপাল।

অসম

● প্রথম পাতার পর

যাদব জানিয়েছেন, আগরতলা-আনন্দবিহার রাজধানী এক্সপ্রেস আজ নির্দিষ্ট সময়ে রওয়ানা দিয়েছে। রেল সূত্রে খবর, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় পশ্চিমবঙ্গে ভালুকা রোড স্টেশনে ভাংচুর হয়েছে। ওই স্টেশনটি পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে পরে। ফলে, কলকাতাগামী ট্রেন সমস্ত ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে। আগরতলা থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস ওই স্টেশন ছুঁয়ে যায় না। তাই, ওই ট্রেন বাতিল করা হয় নি।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জামিয়া মিলিয়া কাণ্ডে উদ্বিগ্ন ইরফান

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধে ছাত্রদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ক্রিকেটার ইরফান পাঠান।

ভারতের হয় ২৯টি টেস্ট এবং ১২০ একদিনের ম্যাচ খেলা ফাস্ট বোলার ইরফান পাঠান বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে টুইটবার্তায় লিখেছেন, ‘রাজনৈতিক দোষারোপের খেলা চলবে। কিন্তু আমি এবং দেশবাসী পড়ুয়াদের অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন।”

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে প্রতিবাদে দিল্লির জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে পড়ুয়ারা। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য ক্যাম্পাস চত্বরে প্রবেশ করে পুলিশ। শুরু হয় ছাত্র-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ। কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা ক্যাম্পাস। ছাত্রদের উপর লাঠি চার্জ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিফ প্রোক্টর ওয়াসিম আহমেদ খান অভিযোগ করেন, বিনা অনুমতিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ঢুকে পড়ুয়াদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে পুলিশ। শুধু তাই নয়, জোর করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন থেকে পড়ুয়া এবং কর্মীদের বার করে দেওয়া হয়েছে বলেও তাঁর অভিযোগ। অন্যদিকে প্রশাসনের দাবি ক্যাম্পাসের বাইরে চারটি সরকারি বাস এবং দুইটি পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় বিক্ষোভকারিরা।

মুখ্যমন্ত্রীর জোড়া টুইট নিয়ে প্রশ্ন নানা মহলে

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব) ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জীকে (এনআরসি) প্রকাশ্যে ‘সংবিধান বিরোধী’ বলে টুইট করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বস্তরের মানুষকে তিনি এর প্রতিবাদে সরব হতেও আবেদন করেছেন ওই টুইটে। অপর একটি টুইটে আবেদন করেছেন প্রতিবাদ মিছিলের।

রাজ্যে যেখানে অশান্তির আঁচ বাড়ছে, সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর এ হেন টুইট নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তিনি লিখেছেন, ”আজ(সোমবার) দুপুরে রেড রোডে বাবাসাহেব অম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশ থেকে প্রতিবাদ মিছিল যাবে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত।”

দেহ উদ্ধার

পাচের পাতার পর

দেখে দমকল ডাকতে হয় । দমকল কর্মীরা এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতদেহটির শরীর বেশিরভাগটাই পচে গিয়েছে । তা দেখে অনেকেরই অনুমান মৃতদেহটি বেশ কয়েকদিন আগেকার। সোমবার সন্ধা পর্যন্ত মৃতদেহের কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। মৃতদেহের পরিচয় এবং কি কারনে মৃত্যু তা খতিয়ে দেখছে কতোয়ালী থানার পুলিশ। শহরের মাঝখানে এমন মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।

নবান্ন

পাচের পাতার পর

করা হয়। বিবৃতিতে জানানো হয়, ‘পশ্চিমবঙ্গে কোথাও ডিটেশনশন ক্যাম্প হবে না। সেজন্য জমি চিহ্নিত করার খবরও সঠিক নয়। নিউটাউন ও বনগাঁয় ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরির খবর ভুয়ো।’

যদিও এরপরেও আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের দাবি, তাদের কাছে এই নিয়ে নাকি যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এমন অবস্থায় চাপের মুখে সরকার এমন বিবৃতি দিয়েছে বলে দাবি সিপিএমের। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘সিপিএমের আন্দোলনের জেরেই রাজ্য সরকার এই বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছে।‘

যদিও নভেম্বর মাসে কারামন্ত্রী জানিয়েছিলেন, প্রথম ডিটেনশন সেন্টার তৈরির জন্য ইতোমধ্যে নিউ টাউনে জমি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় সেন্টারটি তৈরির জন্য বনগাঁয় জমি চিহ্নিত করার কাজ চলছে। তবে সেটি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত কোনও সরকারি ভবনকে অস্থায়ী ডিটেনশন সেন্টারের রূপ দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। যদিও গোটা প্রক্রিয়ার সঙ্গে জাতীয় কোনও যোগ নেই বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন রাজ্যের কারামন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। কিন্তু গুজব ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। সেই গুজব ঠেকাতেই নবান্ন আজ জানিয়ে দিল রাজ্যে কোনও ডিটেনশন ক্যাম্প হচ্ছে না।

অ্যাডভাইসরি

তিনের পাতার পর

হচ্ছে। এতে ভুল বার্তা ছড়াচ্ছে। আমরা বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমকে বারবার অনুরোধ করছি। আমরা আবার এ ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমের সহযোগিতা চাই।“

বিপাকে অসংখ্য যাত্রী

তিনের পাতার পর

মোটের উপর বাস না চলাই ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়েছে নিত্যযাত্রীদের। তবে যাত্রীদের সমস্যা কিছুটা দূরীভূত করার জন্য এদিন বিকেলে সিউড়ি থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বাসও চালু করা হয়।

অন্যদিকে, অবরোধের কারণে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাসের সময়সূচি কিছুটা হেরফের হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, সমস্ত রুটের সমস্ত বাসই চলছে কিন্তু অবরোধের কারণে সময়ের কিছুটা হেরফের হয়েছে। কোন বাস ১৫ মিনিট তো কোন বাস আধ ঘন্টা দেরিতে চলছে। কিন্তু বাস চলছে।

এ কে আব্দুল

তিনের পাতার পর

এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, আমার কিছু তথ্য পেয়েছি, তাতে প্রায় তিনশো জনের মতো ধরা পড়েছে আমাদের সীমান্তে। যদি আমাদের বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে থাকে এবং তারা যদি অবৈধভাবে ভারতে থাকেন, তাহলে আমরা চাইবো, যারা অবৈধ, ভারত তাদের নাম-ঠিকানার একটি তালিকা আমাদের দিক। আমরা যাচাই-বাছাই করে দেখবো আমাদের নাগরিক কিনা। মন্ত্রী আব্দুল মোমেন বলেন, ওই তালিকাটি তারা এখনো চাননি। তবে পত্রপত্রিকায় বলা হচ্ছে যে, ভারত থেকে অনেক লোক বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ও গৃহমন্ত্রীর ভারত সফর করার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে বাতিল করা হয়। সফর বাতিলের কারণ হিসাবে জানানো হয়েছে, বিজয় দিবসের আগে রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ততার কারণে মন্ত্রীরা এই সফর বাতিল করেছেন। তবে বিভিন্ন কূটনৈতিক সূত্র বলছে, ভারতের এনআরসি এবং পরে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পার্লামেন্টে উত্থাপনের সময় বাংলাদেশ সম্পর্কে বক্তব্য নিয়ে বাংলাদেশ অস্বস্তিতে পড়েছে এবং এই সফর বাতিলের মাধ্যমে তার একটা প্রকাশ দেখানো হয়েছে। কবে নাগাদ এই তালিকা চাওয়া হতে পারে, জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমরা যখন-তখন চাইতে পারি। এটা এখনো যেহেতু আনুষ্ঠানিক কিছু না, যেহেতু এগুলো সব মিডিয়ায় বলা হচ্ছে। ভারত সরকার আমাদের বলেছে যে, তারা কাউকে জোর করে আমাদের দেশে পাঠাচ্ছে না। তাহলে আমরা কেমন করে চাইবো।

অটো রিক্সা বিতরণ

দুইয়ের পাতার পর

সংবিধান সংশোধন করে এডিসির ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানান। সর্বত্র শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য শ্রীদেববর্মা সকলের প্রতি আহ্বান রাখেন।

সভাপতির ভাষণে বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের নির্বাহী সদস্য জয়বাহাদুর জমাতিয়া বলেন, আগামীদিনে গাড়ি চালানোর জন্য লাইসেন্স পেতে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য তিনি সকলের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সম্মানিত অতিথির ভাষণে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বলীন দেববর্মা জানান অর্থ স্বনির্ভর করার লক্ষ্যেই এই অটোরিক্সাগুলো দেয়ায় প্রধান লক্ষ্য। অর্থ রোজগার করার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে সতর্ক হয়ে চালানোর ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

সিএএ’র বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে

নয়াদিল্লী, ১৬ ডিসেম্বর।। অশান্তি থামার কোনও লক্ষণ নেই। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে রাজধানীর ছাত্র আন্দোলন বরং ক্রমশই আরও জমাট বাঁধছে। জামিয়া মিলিয়ার প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রীদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন সাড়া দেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। সোমবার বিকেলে বিক্ষোভকারীদের সমর্থনে ইন্ডিয়া গেটের সামনে দু’ ঘণ্টার প্রতীকী ধর্নায় বসলেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গাঁধী।

সোমবার সকালে জামিয়ার ছাত্রদের সমর্থনে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ শুরু করেন লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাডোয়া কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ওই ক্যাম্পাস। বেলা বাড়তে, পথে নামে কলকাতার যাদবপুর বিদ্যালয় ও সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশনের ছাত্ররাও। ছাত্র নিগ্রহের প্রতিবাদে প্ল্যাকার্ড হাতে পথে নামতে দেখা গিয়েছে আমেদাবাদ আইআইএম-এর পড়ুয়াদেরও। এই মুহূর্তে হায়দরাবাদের মৌলানা আজাদ ন্যাশনাল উর্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইটি মাদ্রাজ, পুদুচেরি বিশ্ববিদ্যালয়, চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি-সহ বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা জামিয়ার সমর্থনে একজোট হয়ে আন্দোলনে শামিল।

নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে গত পাঁচদিন ধরেই সরব জামিয়ার ছাত্রছাত্রীরা। রবিবার তাঁরা পথে নামলে রাজপথে ধুন্ধুমার বাধে। বহু বাস জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, উন্মত্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিও চালায় পুলিশ। তার রেশ ধরেই রাতে ফের গোলমাল বাধে জামিয়ার ক্যাম্পাসে। জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিফ প্রোক্টর ওয়াসিম আহমেদ খানের অভিযোগ, রবিবার রাতে দিল্লি পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। ছাত্রদের নির্বিচারে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আহত ছাত্রদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। আটক করা হয় ১০০ জনের বেশি ছাত্রছাত্রীকে।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই জড়ো হতে থাকে দেশের নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

যুবতীর

● প্রথম পাতার পর

কথাবার্তা বলছিল। আর বড় বোন খাবারের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু সেই যাওয়ার পর বড় বোন অর্থাৎ অঞ্জলি নাথ আর ফিরে আসেনি।

বড় বোনের ফিরে না আসাতে ছোট বোন ভেবেছিল হয়তো বড় বোন তার কোনো বান্ধবীর ঘরে চলে গিয়েছে। আর ছোট বোন কিছুটা অসুস্থ থাকাতে বড়বোনের খোঁজ করেনি।পরের দিন অর্থাৎ শনিবার সকাল বেলা ছোট বোন অর্পনা নাথের মোবাইলে ফোন আসে অঞ্জলি নাথের মৃতদেহটি আন্দ্রা এলাকার হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। তখন ছোট বোন করবাংলা এলাকা থেকে দীর্ঘ চার ঘণ্টার পথ পেরিয়ে আন্দ্রা এলাকার হাসপাতালের মর্গে গিয়ে বড় বোনের মৃতদেহটি শনাক্ত করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

কিন্তু অর্পনা যাওয়ার পূর্বেই বড় বোন অঞ্জলি নাথের ময়নাতদন্ত করে নেয় স্থানীয় পাঞ্জনি থানার পুলিশ। স্থানীয় পাঞ্জনি থানার পুলিশ একটি আত্মহত্যার মামলা রুজু করেছে। মামলাটির নাম্বার হলো ১১৬/২০১৯ , ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭৪ সিআরপিসি। ছোট বোন অর্পনা নাথ সেখানে পুলিশের সাথে কথাবার্তা বলতে গেলে তাদের পরিচিত হোটেলের কর্মীরা অর্পনার জীবনের আশঙ্কা দেখে গাড়ি দিয়ে তড়িঘড়ি সেখান থেকে তাকে সরিয়ে দেন। তারপর হোটেল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ছোট বোন অর্পনা বড় বোন অঞ্জলীর কফিনবন্দি মৃতদেহটি গতকাল রাতে ক্ষুদিরাম কলোনিস্থিত নিজ বাড়িতে নিয়ে আসে। মেয়ের মৃতদেহ দেখে বাবা-মা সহ আত্মীয় পরিজনরা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

এদিকে অঞ্জলি নাথের ছোট বোন অর্পনা নাথ জানায়,প্রতিদিনের মতো গত শুক্রবার রাত্রিবেলা কাজ শেষ করে নিজ ভাড়া ঘরে আসার পর বড় বোন অঞ্জলি নাথ রাতের খাবারের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর আর ফিরে আসেনি। পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ খবর আসে প্রায় ৪ ঘন্টার পথ পেরিয়ে আন্দ্রা এলাকায় অঞ্জলি আত্মহত্যা করেছে। খবর পেয়ে হোটেল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ঘটনাস্থলে গেলেও সেখানেও ছিল অর্পনা নাথের প্রাণের ভয়।

কোনমতে বড় বোনের মৃতদেহটি নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসে অর্পনা। অর্পনা আরো জানায়, তার বড় বোন অঞ্জলী নাথের মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। কে বা কারা করবাংলা এলাকা থেকে অঞ্জলীকে তুলে নিয়ে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে চার ঘণ্টার পথ পেরিয়ে আন্দ্রা এলাকায় মৃতদেহটি ফেলে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই কেউ আত্মহত্যা করতে গেলে চার ঘণ্টার পথ পেরিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে আত্নহত্যা করবে না।আর বড় বোন অঞ্জলী নাথের আত্নহত্যা করার কোন কারণই নেই বলে জানায় অর্পনা নাথ। তবে আশ্চর্যজনকভাবে আন্দ্রা এলাকার পাঞ্জনি থানার পুলিশ একটি হ্যাঙ্গিং সুসাইডের মামলা রুজু করেছে।

অপরদিকে মৃতা অঞ্জলি নাথের পিতা জানান, উনারা ফোনের মাধ্যমে বড় মেয়ের মৃত্যুর খবর শুনতে পেয়ে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। তাদের দাবি এটি একটি পরিকল্পিত হত্যা। এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য অদূর ভবিষ্যতে মৃতার পরিবারের লোকজন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করবে বলে জানা গিয়েছে।

খড়গ

● প্রথম পাতার পর

চালকের পরিবার এবং যাত্রীদের বিষয়ে ভাবা হয়েছে।

এক তথ্য তুলে ধরে পরিবহণমন্ত্রী বলেন, এখন পর্যন্ত ১৯৭৭টি ই-রিক্সা কর প্রদান করেছে। এছাড়া ১৯৭৪টি ই-রিক্সাকে অস্থায়ী সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ৯৩৬টি ই-রিক্সা রেজিস্ট্রেশন করেছে। তবে, সারা রাজ্যে ৫৩৫৭টি ই-রিক্সার মধ্যে ২৬৮১টি ই-রিক্সার মডেল অনুমোদন পেয়েছে। কিন্তু, ২৬৭৬টি ই-রিক্সা বিক্রি হলেও তার মডেল অনুমোদন পায়নি। তিনি জানান, অনুমোদিত ই-রিক্সার ২২৫৩টি এখনও রেজিস্ট্রেশন বাকি রয়েছে।

দু’জনের

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসক তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। মা এবং শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুতে গোটা এলাকা জোরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

তালিকা প্রকাশিত

আটের পাতার পর

ভোটারের মোট সংখ্যা ৯,৭৬২ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৯ হাজার ৬১৬ জন, মহিলা ভোটার ১৪৬ জন রয়েছেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান

আটের পাতার পর

সকালে টাউন হল প্রাঙ্গণে সাফাই অভিযানের মধ্য দিয়ে। তিনি জানান, সারা রাজ্যের সাফাই কর্মচারিদের বিষয়ে আলোচনা করতে আগামীকাল রাজ্যভিত্তিক পর্যালোচনা সভা করা হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক সন্দীপ এন মাহাত্নে, পুর নিগমের কমিশনার শৈলেশ যাদব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কারের উদ্যোগ

আটের পাতার পর

ডিসকাশন। এতে শিল্প, শিল্প ও প্রযুক্তির সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ধীরেন্দ্র দেববর্মা।

নিহত মন্ত্রী লাল কাইপেং এর বাড়িতে গেলেন বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ ডিসেম্বর।। দুষ্কৃতিদের হাতে খুন হওয়া মৃত মন্ত্রী লাল কাইপেং এর বাড়িতে গেলেন রাজ্যের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া সহ আইপিএফটি দলের এক প্রতিনিধি দল সোমবার দুপুরে। তেলিয়ামুড়া থানাধীন রাংখল পাড়ার কারলেং পাড়ার বাসিন্দা মন্ত্রী লাল কাইপেং গত ১১ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে বের হয় কোনো কাজের আছিলায় বড়মুড়া যাওয়ার জন্য। বড়মুড়া যাওয়ার পথে দুষ্কৃতিরা মন্ত্রী লাল কাইপেং কে খুন করে বলে মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া জানান সোমবার। মৃত মন্ত্রী লাল কাইপেং-এর পরিবারের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের সমবেদনা জানান। এর পাশাপাশি মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া মৃতা মন্ত্রীলাল কাইপেং এর পরিবারকে ৫ লাখ টাকা দেওয়ার ঘোষণা দেন। তবে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারেই এই অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দেন মন্ত্রী মেবার। তবে সোমবার মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া সহ আইপিএফটি দলের নেতৃত্বদের মধ্যে ছিলেন যুব সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, অম্পিনগর এলাকার বিধায়ক সিন্ধু জমাতিয়া সহ অন্যান্যরা।

ভারতে অবৈধ বাংলাদেশীদের তালিকা চাইবে ঢাকা

মনির হোসেন ঢাকা ১৬ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, ভারতে যদি অবৈধভাবে কোন বাংলাদেশি ব্যক্তি থাকে, তাহলে ভারত সরকারের কাছে তারা তাদের নাম ঠিকানা জানতে চাইবেন। এরপর যাচাই-বাছাই করে বাংলাদেশি হলে তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, এরকম লোকজনের বাংলাদেশে চলে আসার কোন খবর তাদের কাছে নেই।

এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, আমার কিছু তথ্য পেয়েছি, তাতে প্রায় তিনশো জনের মতো ধরা পড়েছে আমাদের সীমান্তে। যদি আমাদের বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে থাকে এবং তারা যদি অবৈধভাবে ভারতে থাকেন, তাহলে আমরা চাইবো, যারা অবৈধ, ভারত তাদের নাম-ঠিকানার একটি তালিকা আমাদের দিক। আমরা যাচাই-বাছাই করে দেখবো আমাদের নাগরিক কিনা। মন্ত্রী আব্দুল মোমেন বলেন, ওই তালিকাটি তারা এখনো চাননি। তবে পত্রপত্রিকায় বলা হচ্ছে যে, ভারত থেকে অনেক লোক বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ও গৃহমন্ত্রীর ভারত সফর করার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে বাতিল করা হয়। সফর বাতিলের কারণ হিসাবে জানানো হয়েছে, বিজয় দিবসের আগে রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ততার কারণে মন্ত্রীরা এই সফর বাতিল করেছেন। তবে বিভিন্ন কূটনৈতিক সূত্র বলছে, ভারতের এনআরসি এবং পরে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পার্লামেন্টে উত্থাপনের সময় বাংলাদেশ সম্পর্কে বক্তব্য নিয়ে বাংলাদেশ অস্বস্তিতে পড়েছে এবং এই সফর বাতিলের মাধ্যমে তার একটা প্রকাশ দেখানো হয়েছে। কবে নাগাদ এই তালিকা চাওয়া হতে পারে, জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমরা যখন-তখন চাইতে পারি। এটা এখনো যেহেতু আনুষ্ঠানিক কিছু না, যেহেতু এগুলো সব মিডিয়ায় বলা হচ্ছে। ভারত সরকার আমাদের বলেছে যে, তারা কাউকে জোর করে আমাদের দেশে পাঠাচ্ছে না। তাহলে আমরা কেমন করে চাইবো।

প্রত্যাহার

● প্রথম পাতার পর

প্রত্যাহার এবং ২০০০ উদ্বাস্তু পরিবারকে ক্ষতিপূরণ সহ পুনর্বাসনের বন্দোবস্তের দাবি পেশ করা হয়েছে। তাছাড়া, বনধের কারণে দিনমজুরদের রুজি-রুটিতে আঘাত হয়েছে। তাঁদের রেগা প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তার দাবি জানিয়েছে মঞ্চ।

রঞ্জিত নাথের বক্তব্য, আজ বৈঠকে ব্রু শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং মিজোরাম ও ত্রিপুরা সরকার মিলে ব্রু শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু, সেই প্রক্রিয়া মাঝপথে থেমে গেছে। বৈঠকে সাফ জানানো হয়েছে, ব্রু শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন করতেই হবে, বলেন তিনি। এদিকে, ১৯৪৮ সালে বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থীদের মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী ১০০০ দ্রোন জমি দিয়েছিলেন। ওই জমি এডিসি মুক্ত করার জন্য এদিন দাবি জানানো হয়েছে। রঞ্জিতবাবু বলেন, মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর দান করা জমি এডিসি মুক্ত করে পাবিয়াছড়া বিধানসভা ক্ষেত্রের অধীনে নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

রঞ্জিত নাথের কথায়, আজকের বৈঠকে আলোচিত কিছু বিষয়ে সমাধান জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসকের এক্তিয়ারে রয়েছে। কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, বনধে হিংসায় যাঁরা বাড়িঘর ছেড়েছিলেন ওই পরিবারগুলিকে ৫০০০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, অন্যান্য দাবি গুলিও পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রঞ্জিতবাবু বলেন, জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের দাবি পূরণে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ২৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে অনির্দিষ্টকালের বনধ প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, সামনে বড়দিন এবং ইংরেজি নববর্ষের আনন্দ উল্লাসে মাতবে গোটা ত্রিপুরা। তাছাড়া বিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষাও শুরু হয়েছে। তাই, সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বনধ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

তাঁর কথায়, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে ঝাঁপাব আমরা। শুধু তাই নয়, আন্দোলনের লেলিহান শিখা আগরতলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পরবে, ত্রিপুরা সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন তিনি।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

কৃষ্ণা নমঃর সমস্ত শরীরে আগুন। কোনভাবে শরীরে আগুন নিভিয়ে আত্মীয় পরিজনরা কদমতলা থানা ও প্রেমতলা দমকল দপ্তরে খবর দেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান কদমতলা থানার পুলিশ ও দমকল কর্মীরা। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ অগ্নিদগ্ধ কৃষ্ণাকে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কৃষ্ণার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা কৃষ্ণা নমের শরীর ৯০ শতাংশ পুড়ে যাওয়াতে অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে জি বি হাসপাতালে রেফার করেন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কৃষ্ণার আত্মীয়-স্বজনরা গতকাল সন্ধ্যা বেলা অগ্নিদগ্ধ কৃষ্ণাকে জিবি নিয়ে যাওয়ার পথে কুমারঘাট এলাকায় রাস্তাতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তারপর সেখান থেকে কৃষ্ণার মৃতদেহটি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আজ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। কি কারণে মাঝবয়সী এক গৃহবধূর গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শুধু কি স্বামীর সাথে পারিবারিক কলহ, নাকি অন্য কোন রহস্য রয়েছে তা পুলিশি তদন্তে বেরিয়ে আসবে। গায়ে কেরোসিন ঢেলে যে আগুন লেগেছে তা স্পষ্ট পুলিশি তদন্তে।

স্মরণ

● প্রথম পাতার পর

দিনে তাঁদের সেই বীরত্ব ও সাহসিকতাকে সকলের মরণ করা উচিত। এই অনুষ্ঠানে সমাজ কল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মী সান্তনা চাকমা, বাংলাদেশের আগরতলাস্থিত অ্যাসিস্টেন্ট হাই কমিশনার কার্যালয়ের অ্যাসিস্টেন্ট হাইকমিশনার কিরীটি চাকমাও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ ও পুপার্ঘ অর্পণ করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সৈনিক কল্যাণ বোর্ডের অধিকর্তা অবসরপ্রাপ্ত বিগেডিয়ার জে পি তিওয়ারী, রাজ্যপালের অতিরিক্ত সচিব রত্নজিৎ দেববর্মা, পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক তপন দাস প্রমুখ।

খেলা

রানআউটের সিদ্ধান্তে খেপেছেন কোহলি

সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ভারতকে হেসেখেলে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে ম্যাচ শেষে আলোচনার জন্ম দিয়েছে রবীন্দ্র জাদেজার রানআউট। ভারতের অধিনায়ক বিরাট কোহলির মতে, অন্যায়ভাবে আউট করা হয়েছে রবীন্দ্র জাদেজাকে। সেটা না হলে ভারতের স্কোর আরও বেশি হতো প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২৮৭ রান তুলেছিল ভারত। সে লক্ষ্য ১৩ বল হাতে রেখেই পেরিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারতের রান যদি ১৫-২০ বেশি হতো, তাহলে কি এত সহজে জিততে পারত ক্যারিবীয়রা? হয়তো না। আর এই আক্ষেপেই পুড়ছেন বিরাট কোহলি। আম্পায়ারদের অদূরদর্শিতার কারণে আর কয়েকটা রান তুলতে পারেনি ভারত, অন্যায়ভাবে আউট দেওয়া হয়েছে অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজাকে, এমনটাই বলেছেন ভারতের অধিনায়ক ঘটনাটা একটু খোলাসা করে বলা যাক। ভারতের ইনিংসের তখন ৪৮তম ওভার চলে। উইকেটে তখন রবীন্দ্র জাদেজা, আর শিভাম দুবে। জাদেজা ব্যাটিং করছিলেন ২০ বলে ২১ রান নিয়ে। আগের বলেই আউট হয়ে ফিরে গেছেন ৩৫ বলে ৪০ রান করা কেদার যাদব, ফলে রান তোলার মূল দায়িত্ব তখন জাদেজার কাঁধেই। কিন্তু পরের বলেই বাধল বিপত্তি। কিমো পলের করা ওভারের চতুর্থ বলটি মিড উইকেটে ঠেলে দিয়ে এক রান নিয়ে নেন জাদেজা। সে বলে আবার সরাসরি থ্রো করে জাদেজার দিককার স্টাম্প ভাঙেন রোস্টন চেজ।

খালি চোখে মনে হচ্ছিল জাদেজা বেশ ভালোভাবেই রান নিতে পেরেছেন। ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারকাদের আবেদনেও তেমন জোর ছিল না। আম্পায়ার শন জর্জ প্রথমে নট আউটই দেন জাদেজাকে। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পর মাঠের জায়ান্ট স্ক্রিন ও টিভি রিপ্লেতে দেখা যায়, আসলে আউট ছিলেন জাদেজা। সেটা দেখে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক কাইরন পোলার্ডসহ বাকি ক্যারিবীয়রা আবারও আবেদন করেন, শরণাপন্ন হন তৃতীয় আম্পায়ারের। আউট দেওয়া ছাড়া তখন তৃতীয় আম্পায়ার রড টাকারের কিছু করার ছিল না। দেরিতে হলেও ন্যায়বিচার পায় উইন্ডিজ।

শেষমেশ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলেও যেভাবে সঠিক বিচারটা করা হয়েছে, তাতেই আপত্তি ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির। সিদ্ধান্ত ঠিক বা ভুল যা—ই হোক না কেন, মাঠের আম্পায়ার যা সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটাই শিরোধার্য হিসেবে মানা হয়। কিন্তু জাদেজার ক্ষেত্রে সে বিষয়টা মানা হয়নি। তৃতীয় আম্পায়ার আউট করেছেন তাঁকে। আর এ ব্যাপারটাই মানতে পারছেন না কোহলি। ম্যাচের সময়েও উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন, ম্যাচের শেষে পুরস্কার বিতরণীতেও নিজের ক্ষোভের কথা জানিয়ে দিয়েছেন কোহলি, 'আমি জীবনেও এমন ঘটনা ঘটতে দেখিনি।

মাঠের বাইরে বসে কেউ কেন খেলা নিয়ন্ত্রণ করবেন? মাঠের মধ্যে ঘটনা ঘটেছে, মাঠে খেলোয়াড়েরা আবেদন করেছেন, মাঠের আম্পায়ার আউট দেননি। ব্যস, ঘটনা শেষ।

রোনালদোর ইতিহাস গড়ার রাত

মৌসুমে দশের বেশি গোল করতে পারে, এমন উইঙ্গার পাওয়া যেকোনো দলের জন্যই ভাগ্যের ব্যাপার। এক মৌসুমে দশের বেশি গোল করতে পারলেই আজকাল যেকোনো উইঙ্গার তারকাখ্যাতি পেয়ে যান।কিন্তু কোনো খেলোয়াড় যদি টানা পনেরো মৌসুম ধরে দশের অধিক গোল করেন? কী বিশেষণে বিশেষায়িত করবেন তাঁকে আপনি?

বিশেষণও কম পড়ে যায় আসলে। এমনই অনন্য কীর্তি গড়েছেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। গতকাল উদিনেসের বিপক্ষে জোড়া গোল করে এই মৌসুমে গোলসংখ্যা এগারোতে নিয়ে গেছেন। ফলে এই নিয়ে টানা পনেরো মৌসুমে দশ বা তার অধিক গোল করার কৃতিত্ব করলেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি। ২০০৫-০৬ থেকে ২০০৮-০৯ এই চার মৌসুম ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে, ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত এই নয় মৌসুম রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে, আর বাকি দুই মৌসুম জুভেন্টাসের হয়ে।এই কৃতিত্ব আর কার কার আছে? কারওর নেই। এমনকি লিওনেল মেসিরও না। শীর্ষ পাঁচ লিগের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এই রেকর্ড গড়লেন রোনালদো। ক্যারিয়ারের শুরুতে উইঙ্গার থেকে পরে আস্তে আস্তে সেন্টার ফরোয়ার্ড হয়ে গিয়ে নিজেকে প্রতি মুহূর্তে নতুন করে আবিষ্কার করে, ক্রমাগত বয়সকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তরুণ তারকাদের লজ্জাতেই ফেলে দিচ্ছেন যেন এই তারকা।

অনিল কুম্বলে দিলেন এই খেলোয়াড়কে দিয়ে চার নম্বরে ব্যাটিং করানোর পরামর্শ

তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজে ভারত ওয়েস্টইন্ডিজকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছিল। এই টি-২০ সিরিজের পর দুই দলের মধ্যে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। এই ম্যাচের আগে ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ অনিল কুম্বলে একটি বয়ান দিয়েছে, যেখানে তিনি চার নম্বরের পজিশনের খেলোয়াড়ের নাম পরামর্শ হিসেবে দিয়েছেন।

শ্রেয়স আইয়ারকে চার নম্বরে দেখতে চান অনিল কুম্বলে

ভারতীয় দলের গত ২ বছর ধরে চার নম্বর ব্যাটসম্যানের সন্ধান রয়েছে। এই নম্বরে বহু খেলোয়াড়কেই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো খেলোয়াড় এই নম্বরে নিজেকে প্রমান করতে পারেননি। যদিও শ্রেয়স আইয়ার ওয়েস্টইন্ডিজের সফরে কিছু ভালো ইনিংস খেলেছিলেন, কিন্তু তিনি সেইসব ইনিংস ৫ নম্বরে খেলেছিলেন। টি-২০তেও তাকে কখনো চার নম্বরে আর কখনো ৫ নম্বরে পাঠানো হচ্ছিল।

যদিও কুম্বলে চান নিয়মিত রূপে তাকে চার নম্বরে সুযোগ দেওয়া হোক।এই কথা বলেছেন কুম্বলেভারতীত দলের প্রাক্তন কোচ অনিল কুম্বলে চার নম্বরে শ্রেয়স আইয়ারকে সুযোগ দেওয়ার কথা বলে জানিয়েছেন, 'বর্তমানে দলে শিখর ধবন নেই, তো আপনি কেবল কেএল রাহুলের সঙ্গে ওপেনিংয়ের জন্য যান আর চার নম্বরে শ্রেয়স আইয়ারকে সুযোগ দিন। ও একজন খেলোয়াড় হিসেবে উন্নত হচ্ছে, এই কারণে ওকে এই পজিশনের জন্য ভালো বিকল্প হিসেবে দেখাচ্ছে। ওয়েস্টইন্ডিজের পাওয়ার হিটার খেলোয়াড়দের সামনে নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় বোলারদের জন্য চ্যালেঞ্জ থাকতে চলেছে। পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো থাকবে, এই কারণে আপনাকে ভীষণই নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে বোলিং করতে হবে।এই রকম হলো ওয়ানডে সিরিজের জন্য ভারতীয় দলবিরাট কোহলি (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, ময়ঙ্ক আগরওয়াল, শ্রেয়স আইয়ার, লোকেশ রাহুল, মনীষ পান্ডে, ঋষভ পন্থ (উইকেটকিপার), শিভম দুবে, কেদার জাধব, রবীন্দ্র জাদেজা, যজুবেন্দ্র চহেল, কুলদীপ যাদব, দীপক চাহার, মহম্মদ শামি, আর ভুবনেশ্বর কুমার।প্রসঙ্গত সিরিজের ওয়ানডে ম্যাচ ১৫,১৮ আর ২২ ডিসেম্বর ক্রমশ চেন্নাই, বিশাখাপট্টনম, আর কটকে হবে।

ছুটির দিনে ফোর্ট উইলিয়ামে খোলা থাকবে বিজয় স্মারক

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স): রবিবার এবং সরকারি ছুটির দিনে ফোর্ট উইলিয়ামে খোলা থাকবে বিজয় স্মারক। সাধারণ মানুষ সেখানে গিয়ে ৭১-এর যুদ্ধে শহিদ সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারবেন। সোমবার ফোর্ট উইলিয়ামে বিজয় দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে একথা ঘোষণা করেছেন পূর্বাঞ্চলীয় সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল অনিল চৌহান। বাংলাদেশের সাংসদ শাহজাহান খানের নেতৃত্বে সেদেশের ৭১ জন মুক্তিযোদ্ধা এবং সেনাবাহিনীর অফিসাররা এবারের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে। অনুষ্ঠানে ১৯৭১—এর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের সেনাদের হাতে নিহত ভারতীয় সেনা জওয়ানদের উদ্দেশে শহিদ স্মারকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ভারতের তিন বাহিনীর অফিসারেরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে শহিদ সেনা জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয়। ছিল বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও।

সন্ধান চাই

Ref . Khowai PS Case No. 153/19 U/S-366(A)/ 120(B) IPC Dated - 29/11/2019

পাশের ছবিটি হল কুমারী রুপালী খদাল দাস (১৩) পিতা- শ্রী বেনু খদাল দাস, সাং- দক্ষিণ সিঙ্গীছড়া, থানা- খোয়াই, জিলা - খোয়াই ত্রিপুরা। বিগত ২৭/১১/২০১৯ ইং তারিখে সে তাহার নিজ বাড়ি হইতে পহরমুড়া তার কাকার বাড়ির উদ্দ্যেশে যায়। কিন্তু অদ্যাবদি বাড়িতে ফিরে আসেনি। উক্ত মেয়েটির দেহের রঙ ফর্সা, উচ্চতা - ৫ ফুট।

উক্ত মেয়েটির ব্যাপারে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রহিল।

যোগাযোগ ঠিকানা
১) খোয়াই ডি আই বি কন্ট্রোল
০৩৮২৫ ২২২০৮১
২) খোয়াই থানা
০৩৮২৫ ২২২২২৫

ইতি-
স্বাক্ষর-
খোয়াই জেলা পুলিশ আধিকারীক
খোয়াই- ত্রিপুরা

ICA/D-1415/2019-20

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: EE-1ED/AM B/16/2019-20

Dated: 12.12.2019

The Executive Engineer, Internal Electrification Division Amhassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor or Tripura' sealed percentage rate tender(s) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies/Manufactures/ lionalied Suppliers/Authorind Dealer of appropriate class registered with PWD /TTAADC /MI;SCPWD/Railway up to 3.00 P.M. on 03.01.2020 for the following Work.

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR SALE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1.	Re-Wiring of Judicial Officer Quarters No Type-V/02 situated at Kazirgaon, Kailashahar, Unakoti Tripura. DNIT NO: 30/EE-IED/AMB/2019-20	₹ 1,58,158.00	₹1,582.00	30 (Thirty) Days	Up to 16.00 Hrs on 02.01.2020	At 15.30 Hrs on 03.01.2020	Office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura.	Appropriate Class

Detailed 1 ender Notice/ forms/ Terms & Conditions is available in the office of tht. Executk e Engineer. Internal Hectrilication Division. Ambassa, Dhalai Tripura from 1 IMO A.M. to .1.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

ICA/C-1909/2019-20

(Er. A Ghosh)
Executive Engineer Internal
Electrification Division, PWD
Arnbassa Dhalai Tripura.

গোকুলামকে হারিয়ে ডুরান্ডের ফাইনালে হারের বদলা নিল মোহনবাগান

কলকাতা, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : সোমবার কল্যাণীতে গোকুলামকে হারিয়ে ডুরান্ডের ফাইনালে হারের বদলা নিল মোহনবাগান। এদিনও মোহনবাগানের ম্যাচটা ছিল ত্রিনিদাদ টোবাগো স্ট্রাইকারের বিরুদ্ধে। তাঁকে আটকে রাখতে পারলেই যে জয়ের পথ সহজ হবে, তা জানতেন কোচ কিবু ভিকুনা। তবে তাঁর দোসরও কম নন। হেনরি কিসেকা। দুটো ম্যাচ খেলে দুটোই জিতেছিল গোকুলাম। দুটো ম্যাচে গোলও করেছিলেন হেনরি। সবমিলিয়ে ডুরান্ডের পর যে আই লিগের লড়াইটাও ছিল বেশ কঠিন। কিন্তু ঘরের মাঠে বিপক্ষকে হারানোর সবরকম প্রস্তুতিই নিয়ে রেখেছিলেন গঞ্জালেজরা। সুহের ও গঞ্জালেজকে সামনে রেখে বেইতিয়াকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, সে ছকও কষে ফেলেছিলেন ভিকুনা। কার্যক্ষেত্রে সবই কাজে দিয়েছে।

প্রথমার্ধে বক্সের ভিতর আশুতোষকে ফাউল করে বসেন উবেইদ। তাঁর খারাপ ট্যাকেলের সৌজন্যে পেনাল্টি উপহার পেয়ে যায় গঙ্গাপারের ক্লাব। সেখান থেকে গোল করতে ভুল করেননি স্প্যানিস তারকা। তবে ব্যবধান বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেননি তাঁরা। প্রথমার্ধের শেষ লগ্নে পেনাল্টি থেকে গোল শোধ করে দেন মার্কাস। বিরতির পরই অবশ্য বেইতিয়ার মাপা পাস থেকে দুর্দান্ত হেডারে বল জালে জড়ান গঞ্জালেজ। তারপর একাধিকবার বাগান ডিফেন্সে হানা দেন মার্কাস-হেনরিরা। কিন্তু গোলমুখ খুলতে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয়ার্ধের ইনজুরি টাইম পর্যন্ত চলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। একবার বল মোহনবাগানের বারে লেগেও ফিরে আসে। তবে মার্কাসকে মার্কিং করে রেখেই জয় নিশ্চিত করে ভিকুনা অ্যান্ড কোং।

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
OFFICE OF OTHE PRINCIPAL OFFICER (ARDD)
KHUMULWNG : BELBARI : WEST TRIPURA

NIT No. 03/2019/ Dated, 13/12/2019

Notice Inviting Re-Tender for Husk & Lime Dust

Sealed tender is invited on behalf of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council from the bonafide Tripura based resourecful, registered Co-operative Societies / suppliers / producers or their local autorized distributors having continuous at least 2(two) years experience in suppluing Paddy Husk & Lime Dust to any Government / Government undertaking / semi Government institutions, to procure Paddy Husk & Lime Dust, for the Society for Composite Livestock Farm, Belbari and other 3(three) Pig Farms of TTAADC at Bir Chandra Manu, Kanchanpur & Nabinchhara as per ISI specification & conditions.

The details of Tender document and its terms & conditions can be seen and downloaded from the TTAADC website for submission.

Sd/- (Dr. B. K. Das)
Principal Officer (ARDD)
TTAADC, Khumulwng

TTAADC/ICAT/C-74/19

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTIFICATION

No.F.10 (1-4) -Rectt/TPSC/2016 **Agartala, Dated 16th December,2019**

Ref.:- Commission's Advt No. 04/2016 dated 30.04.2016. Addendum dated 09.07.2019 for recruitment to Tripura Civil Service Grade-II. Group A Gazetted under GA (P&T) Department

It is for information of all concerned that the Main Examination for recruitment to the Tripura Civil Service Grade-II, Group-A Gazetted under GA(P&T) Department, in respect of candidates applied vide Addendum dated 09.07.2019 will be held on and from **02.01.2020** at Tripura Public Service Commission's Examination Hall.

Provisional Admission certificate will be uploaded at the Commission's website www.tpsc.gov.in on **24.12.2019.** If there is any difficulty for downloading the same, he/she may contact Commission Secretariat on and from **30.12.2019** for downloading provisional Admission Certificate.

For further details please visit- www.tpsc.gov.in.

The Commission will not be responsible for printing mistake, if there be any.

Sd/- (S.Mog)
Secretary,
Tripura Public Service Commission

Short Notice inviting Quotation

The Medical Superintendent & Head of Office, AGMC & GBP Hospital, Agartala invites Short Notice Inviting Quotation from resourceful Manufacturers / authorized dealers, in the state of Tripura for "Repair of Windows of Modern Psychiatric Hospital, Agartala." Sealed quotations in two cover system, i.e., i. Technical bid and ii. Financial bid should reach the Office of the Medical Superintendent and Head of Office, AGMC & GBP Hospital, Agartala on or before 4:00 pm of 30th December 2019 by Speed post/courier/registered post only The detailed terms and condition of the tender may be collected from the store and purchase section, office of the Medical Superintendent & Head of Office AGMC & GBP Hospital, Agartala from 11:00 am to 4:00 pm on all working days till the last date of submission of tenders.

Sl	No Name of items	Mfg. firm Name	Rate per no (Including of taxes)
1.	Windows repair		

ICA/C-1916/2019-20

Medical Superintendent& Head of Office AGMC & GBP Hospital, Agartala

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 17 December, 2019, Tuesday আগরতলা ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ মঙ্গলবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ভাতা প্রদানে রাজনৈতিক রঙ বিচার করা হবে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর ।। সরাসরি জনতার মাঝে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলার যে প্রক্রিয়া শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, তা আজও জারি রেখেছেন। মানুষের সুখ-দুঃখের কথা সরাসরি শোনার জন্য পূর্বপরিকল্পনা ছাড়া, হঠাৎই তিনি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বলেন, এর মধ্য দিয়ে বাস্তব চিত্র উঠে আসে। রাজ্যের মুখিয়া যদি জনতার সুখ-দুঃখের কথা না জানে, তবে উন্নয়ন কিভাবে হবে?' এভাবেই আকস্মিক সফর সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী। গ্রামীণ এলাকায় সরকারের যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, তার খোঁজ খবর নেন। বলেন, এর মাধ্যমে গ্রাম স্বরাজের স্বপ্ন প্রকৃত অর্থেই বাস্তবায়িত হবে।

সোমবার সফরের অংশ হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী চলে যান গোলাঘাঁটি, গাবর্দী এলাকায়। সেখানে মানুষের সঙ্গে কথা বলে যাবতীয় বিষয়ে জানতে চান। একইসঙ্গে খুব সহজভাবেই তাদের জীবনচর্যার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেন। জাতি জনজাতি, বিভিন্ন অংশের মানুষের সঙ্গেই তিনি কথা বলেন। পরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার উন্নয়নের প্রশ্নে দলমত বিচার করে না। যেকোনো রাজনৈতিক দলেরই হোক না কেন, তার যোগ্যতা অনুসারে সরকারি যাবতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সুফল পাবেন।'

এদিন তার সফরকালে স্পষ্ট হয়ে উঠে এসেছে যে, বেশ কয়েকজন ব্যক্তির যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে তাদের সুযোগ সুবিধা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। বিগত সরকারের সময় শুধুমাত্র বাম বিরোধী হওয়ায় তারা প্রাপ্য ভাতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সময়ে ১৭/১৮ হাজার ভাতা প্রাপকের সংখ্যায় শুন্যতা এসেছে। শীঘ্রই এগুলি পূরণ করা হবে। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে প্রকৃত যোগ্যরাই ভাতা পাবেন। যেকোনো রাজনৈতিক দলেরই হোন না কেন, ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে যোগ্যতাকেই প্রাধান্য দেয়া হবে। এলাকা পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষ সরকারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সঠিকভাবেই পাচ্ছে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে গণবন্টন ব্যবস্থার সুফল পাওয়া যাচ্ছে। কোথাও কোন অভিযোগ নেই। ২০২২ সালের মধ্যে অটল জলধারা মিশন প্রকল্পে সবার ঘরে পানীয় জল পৌঁছে যাবে।

এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য ৬ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই তিন-চারটে প্রকল্প তৈরি করে, এনইসির বৈঠকে ডোনার মন্ত্রকে দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ২০০ কোটি টাকা নিয়ে কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। যাতে করে বিভিন্ন গ্রামীণ রাস্তার সঙ্গে মূল সড়কের যোগাযোগ স্থাপন হয়।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো সহ রাজ্যে লজিস্টিক হাব, আইটি হাব, হেলথ হাব ইত্যাদি তৈরি করার কাজ চলছে। এছাড়া আগরতলা সহ ত্রিপুরার ৭ টি পুর পরিষদ এলাকার উন্নয়নের জন্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ১৬৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করার জন্য ১৭ কোটি টাকা দিয়ে দেয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, এক বছরের মধ্যেই কাজের সুফল দেখতে পাবেন রাজ্যবাসী। তৈরি হবে নতুন রোজগার।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে বেজায় খুশি গোলাঘাঁটি এলাকার লোকজন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রথমেই চলে যান গোলাঘাঁটি বাজারস্থিত দলীয় পার্টি অফিসে। কিছুদিন আগে একাংশ দুষ্কৃতী বিজিপি পার্টি অফিসটি ভাঙচুর করেছিল। তা পরিদর্শন শেষে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরেই মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেন স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে। স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে পেয়ে ব্যাপক উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। ওই এলাকায় পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী চলে যান গাবর্দীর সুধরাই ঠাকুরপাড়া এলাকায়। সেখানে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের সুখ-দুঃখের কথা জানেন। ওই জায়গাতেই মধ্যাহ্নভোজন করেন তিনি। তারপর স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের উৎপাদিত ফসল নিজেই ক্রয় করে আনেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক বীরেন্দ্র দেববর্মা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উন্নয়নের শিখরে রাজ্যকে তুলে ধরতে চান। কারণ, মানুষের ভালোবাসা থেকেই আমি এনার্জি পাই।'

কৈলাসহরে দুঃসাহসিক চুরি নগদ টাকা সহ স্বর্ণালঙ্কার লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। আবারো কৈলাসহরের পুর পরিষদ এলাকার চুরির ঘটনা ঘটল। এবার কোনো দোকান নয়, এবার চুরি সংগঠিত হলো বাড়িতে। পুর পরিষদের বারো নংওয়ার্ডের পাইতুরবাজারের মহাদেব বাড়ি সংলগ্ন কালীপুর এলাকার বিক্রম চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে নগদ টাকা, সোনা-গয়না, দামি কাপড় সহ দামিকাপড় সহ দামী বাসনপত্র চুরি করে নিয়ে যায় চোরেরা।

বিক্রম চক্রবর্তী গত দশ বারোদিন পূর্বে মেয়ের চিকিৎসা করাতে স্ব-পরিবারে আগরতলায় গিয়েছিলেন। চিকিৎসা শেষে আজ বিক্রম চক্রবর্তী দুপুরে বাড়িতে এসে দেখে ঘরের দরজা-জনালা খোলা এবং ঘরের সবকিছু এলোমেলো করা। এই দৃশ্য দেখে বিক্রম চক্রবর্তী কৈলাসহর থানায় খবর দেয়। পুলিশ এই খবর পাবার প্রায় দেড় ঘন্টার পর ঘটনাস্থলে আসে। কালীপুর এলকায় এতঘনবসতি থাকা সত্ত্বেও কিভাবে চুরি হলো এটাই বড় প্রশ্ন। তাছাড়া বিক্রমবাবু জানান প্রায় পয়ত্রিশ বছর ধরে এই এলাকায় থাকেন কখনও কোনো দিন এমন চুরি কান্ড এই এলাকায় হয়নি।

তাছাড়া, বাড়িতে বিক্রম চক্রবর্তীর ঘরের পাশাপাশি উনার বড় ভাইয়ের ঘর থেকেও সবকিছু চুরি করে। চোরেরা প্রতিটি ঘরের দরজার তালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করেছে। বিক্রম চক্রবর্তীর বড় ভাইও বাড়িতে থাকেন না। কারণ কর্মসূত্রে বড় ভাই উনার সপরিবারে ধর্মনগর থাকেন। এই চুরির ঘটনায় কালীপুর এলকায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

সাফাই কর্মীদের খোঁজ নিতে রাজ্যে এলেন জাতীয় কমিশনের চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। সাফাই কর্মচারিরা সাফাই করে বলেই আমরা সুস্থ থাকি। কিন্তু সাফাই কর্মচারিদেরও বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, দাবিদাওয়া রয়েছে। তাদের বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে সাফাই কর্মচারিদের জাতীয় কমিশন আজ রাজ্য সফরে এসেছে। আজ আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান সাফাই কর্মচারিদের জাতীয় কমিশনের চেয়ারম্যান মনহার ভালজিভাই জালা।

তিনি জানান, আজ আগরতলায় এসে কমিশন সাফাই কর্মচারি, কর্মচারি কল্যাণ এসোসিয়েশন, ইউনিয়ন, বিভিন্ন নগর পঞ্চায়েত এবং আগরতলা পুর নিগমের সঙ্গে বৈঠক করেন। আগরতলা উন্মুক্ত স্থানে শৌচমুক্ত শহর হওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারত অভিযানের প্রভাব আগরতলায়ও পড়েছে। পর্যালোচনায় দেখা গেছে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় ৭০ হাজার শৌচালয় তৈরী করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ দেশের প্রত্যেক পরিবারের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করা। আগরতলায় এক হাজার সাফাই কর্মচারি পরিবারের জন্য ঘর তৈরী করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি সব সাফাই কর্মচারির জন্য বীমা করা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করার কথাও বলেন তিনি।

চেয়ারম্যান জানান, সাফাই কর্মচারিদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন করতে কাল সকালে আগরতলা টাউন হলে সচেতনতা শিবির করা হবে। অনুষ্ঠান শুরু হবে

ছয়ের পাতায় দেখুন

শিক্ষার্থীরা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বুঝুন, কংগ্রেস আপ এবং টিএমসি হিংসার পরিবেশ তৈরি করছে : শাহ

রাঁচি, ১৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : শিক্ষার্থীদের নাগরিকত্ব সংশোধন আইনটি বোঝা উচিত। সোমবার পাকুর বিধানসভা কেন্দ্রের বরহায় এবং গোড্ডা জেলার পোদাইহাটে বিজেপি প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী সভায় সময় এমনটাই বললেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি ও দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, এই আইনে কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার কোনও বিধান নেই। তবে কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি (এএপি) এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দলগুলি আপনাদের বিভ্রান্ত করছে। দেশের অভ্যন্তরে হিংসার পরিবেশ তৈরি করছে। আমি কংগ্রেস, এএপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে বলতে চাই যে দয়া করে এই পথ থেকে ফিরে আসুন, এই পথ কারও ভাল হবে না। মোদী সরকার দেশের সীমানা সুরক্ষিত করেছে। দেশের অভ্যন্তরে উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। জনসাধারণের অনুভূতিকে সম্মান জানিয়েছে এবং ঝাড়খন্ডকেও উন্নয়নের পথে এগিয়েছে। এদিন অমিত শাহ বলেন, সরকার অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ না কমিয়ে অনগ্রসর জাতদের সংরক্ষণ দেবে। পিছিয়ে পড়া যুবকদের উন্নয়নের জন্য ওবিসি কমিশন গঠন করা হবে। তিনি বলেছিলেন যে আজ হেমন্ত সোরেন কংগ্রেসের কোলে বসে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে ঝাড়খণ্ড তৈরির জন্য যখন গুলি চালানো হয়েছিল তখন কারা শাসনে ছিলেন। হেমন্ত জি, আপনার যদি মনে না থাকে তবে আপনার বাবা গুরুজীকে জিজ্ঞাসা করুন। তখন কংগ্রেসের লালু যাদব এবং আরজেডি সরকার ছিল। সেই সময় প্রশাসনে কংগ্রেস এবং আরজেডি ছিল এবং ওই যুবকদের উপর লাঠি ও গুলি ব্যবহার করা হত। আজ হেমন্ত একই ঝাড়খণ্ডের প্রতিপক্ষের কবলে বসে আছে। নকশালিজম এখানে ছড়িয়ে পড়েছিল, যার কারণে রাস্তাটি বিদ্যুত উতাদন করতে পারে না। পাঁচ বছরের মধ্যেই নকশালিজম ঝাড়খণ্ডের ভূমি থেকে উপড়ে ফেলে ২০ ফুট মাটির নিচে সমাধিস্থ করা হয়েছে। আমি জল, বন ও জমি স্লোগান হেমন্ত সোরেনকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কেন নকশালবাদ আপনার শাসনের আওতায় এসেছিল। পুরো ঝাড়খণ্ড এবং পুরো অঞ্চল সাহেবগঞ্জ প্রকল্পের সাথে নৌপথে সংযুক্ত হবে। এটি পুরো সাঁওতাল পরগনায় সমৃদ্ধি এনে দেবে। আগামী দিনগুলিতে আমরা পুরো অঞ্চলটিকে উন্নয়ন করিডোর হিসাবে বিকাশ করব। প্রাচীন যুগে ইউরোপ ও এশিয়ার সাহেবগঞ্জের সাথে বাণিজ্য ছিল। আমরা ব্যবসায়ের সুযোগ খুলতে চাই। এটি তখনই ঘটতে পারে যখন মোদীজির হাত শক্ত হবে। অযোধ্যায় চার মাসে রাম মন্দির নির্মিত হবে নির্বাচনী সভায় শাহ রাম মন্দির নির্মাণের সময় সম্পর্কেও বলেন। বলেন, চার মাসের মধ্যেই আকাশ ছোঁয়া ভগবান রামের একটি বড় মন্দির অযোধ্যাতে নির্মাণ হতে চলেছে।তিনি আরও বলেন, কয়েকদিন আগে সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যার পক্ষে রায় দিয়েছিল। ১০০ বছর ধরে বিশ্বজুড়ে ভারতীয়দের দাবি ছিল, রাম জন্মভূমির উপর একটি রাম মন্দির তৈরি করা উচিত, তবে কংগ্রেস এবং তার আইনজীবীরা আদালতে আটকে রেখেছিলেন।কংগ্রেস নেতা ও আইনজীবী কপিল সিব্বাল আদালতে বলতেন, এই মামলা এখন চালাবেন না। কেন ভাই, আপনার কি পেটে ব্যথা হচ্ছে ? রাম মন্দির ইস্যুতে অমিত শাহ বলেন, কংগ্রেস না দেশের উন্নতি করতে পারে। না সুরক্ষিত করতে পারে। না দেশের জনগণের জনসচেতনাকে সম্মান করতে পারে। জোর করে ধর্মান্তরকরণ নিষিদ্ধ করে আমরা আদিবাসীদের জীবন সুরক্ষিত করেছি শাহ বলেন, ঝাড়খণ্ডে জোর করে ধর্মান্তরকরণ বন্ধ করে, আমরা আমাদের আদিবাসীদের জীবন সুরক্ষিত করেছি। সরকারের উন্নয়ন কাজ গুনে তিনি বলেন, আমরা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এইমস ও মেডিকেল কলেজ তৈরি করে দরিদ্র মানুষের চিন্তা করেছি। আর হেমন্ত রাহুল বাবার কাঁধে বসে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উঠছেন। হেমন্ত সাহেবগঞ্জ পাকুরে এসে কেন তাঁর হিসাব দেয় না। যদি তারা ভোট চাইতে আসে, তবে তাদের কাছ থেকে হিসাব জিজ্ঞাসা করুন। রাহুলের চোখে ইতালিয়ান চশমা লাগানো শাহ বলেন, রাহুল গান্ধী এবং হেমন্ত সোরেন বলছেন কেন বিজেপি ঝাড়খণ্ডে কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা করে। আপনারা রাহুল বাবাকে জানেন না যে চোখে ইতালিয়ান চশমা রয়েছে। ঝাড়খণ্ডের যুবকরা কাশ্মীরকে বাঁচাতে প্রাণ দিয়েছেন। গোটা দেশ চায় কাশ্মীরকে ভারতের অংশে রাখতে এবং তারা এখন বলছে দেশের সুরক্ষার সাথে ঝাড়খণ্ডের কোনও যোগসূত্র নেই। লজ্জা হওয়া উচিত। ক্ষমতার লোভে এত নিচে পড়ে না। ঝাড়খণ্ড রাজ্যটি তৈরি হয়েছিল, যখন কেন্দ্রে পদ্মফুলের সরকার ছিল। গত পাঁচ বছরে ঝাড়খণ্ডে মোদীজি এবং রঘুবরজি উন্নয়নের বর্ষণ করেছিলেন।

সোমবার সিআইটিইউ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে আগরতলায় এক র‍্যালী আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

আগরতলা শহরের একাংশে বর্জ্য আবর্জনার স্তুপ, ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলাকে স্মার্টসিটি ও গ্রীনসিটি তৈরী করার স্বপ্ন ফেরি করে চলেছেন নেতা, মন্ত্রী, আমলারা। এজন্য স্মার্টসিটি প্রকল্পে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থও মঞ্জুর হয়েছে। স্মার্ট সিটির কাজ শুরু হলেও আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র কামানচৌমুহনী থেকে পোস্ট অফিস চৌমুহনী পর্যন্ত জায়গাটি অপরিচ্ছন্ন নরক জঞ্জালে পরিণত হয়েছে।

ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ক্রেতা ও পথচারীরা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

রাজধানী আগরতলা শহরকে পরিচ্ছন্ন শহরে পরিণত করার স্বপ্ন বহুদিনের। বিগত বাম আমলেও এই স্বপ্ন পূরণের জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু স্বপ্ন পূরণ হয়নি। বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ না করার কারণেই স্বপ্ন বিফলে যাচ্ছে। সামান্য বৃষ্টিতে বানভাসী পরিস্থিতির উদ্ভব হয় রাজধানী আগরতলা শহর এলকায়। ফুটপাত জাবর দখল করে দোকান এবং ঘরবাড়ি তৈরি করায় সমস্যা চরমে পৌঁছেছে। বিভিন্ন জায়গায় সরকারী জমি জবর দখলমুক্ত করার প্রয়াস নেওয়া হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় নগন্য। আগরতলা শহরের পরিচ্ছন্নতা নিয়েও নান প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ইদানিংকালে রাজ্যে পর্যটকদের আগমন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

যা খুবই ইতিবাচক বার্তা বহন করছে। পর্যটকদের আকর্ষিত করতে রাজধানী আগরতলা শহরকে সুন্দর্যায়ন একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু সেদিকে সঠিক দৃষ্টিপাত করা হচ্ছে না। এমনকি নিয়মিত শহর এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে না। এর বাস্তব চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে শহরের প্রাণকেন্দ্র হকার্স কর্নার সংলগ্ন এলাকায়। শনিবার বিকেলে আবর্জনার স্তূপ ও দেওয়াল ভাঙার কিছু অংশ রাস্তার পাশে ফেলে রাখা হয়। সোমবারও সেগুলি সেখান থেকে পরিষ্কার করা হয়নি। তাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা। আগরতলা শহর এলাকাকে দ্রুত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য ব্যবসায়ী মহল থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। রাজ্যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। ১ জানুয়ারি ২০২০-কে ভিত্তি তারিখ ধরে ভারতের নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী ত্রিপুরার ৬০টি বিধানসভা কেন্দ্রের সচিত্র ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনী করা হবে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণিকান্তি জানিয়েছেন, এই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে রাজ্যের ৩,৩২৪টি পোলিং স্টেশনে, সমস্ত তহশিল কার্যালয়ে, মহকুমা শাসক ও জেলাশাসক কার্যালয়গুলোতে খসড়া সচিত্র ভোটার তালিকা আজ প্রকাশিত হয়েছে। এই তালিকা সাধারণ মানুষ দেখতে পারবেন এবং এর উপর দাবী ও আপত্তি জানাতে পারবেন। তাছাড়া নির্বাচন দপ্তরের ওয়েবসাইটেও এই তালিকা দেখা যাবে।

তাঁর কথায়, খসড়া তালিকা অনুসারে রাজ্যে ভোটার রয়েছেন ২৫ লক্ষ ৮৯ হাজার ১৯৮ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৩ লক্ষ ১১ হাজার ৩৪৮ জন, মহিলা ভোটার ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮৩৫ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ১৫ জন। এছাড়া সার্ভিস

ছয়ের পাতায় দেখুন

উন্নাও ধর্ষণ মামলায় বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গার দোষী সাব্যস্ত

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : উন্নাও ধর্ষণ মামলায় বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গারকে দোষী সাব্যস্ত করল দিল্লির তিসহাজারি আদালত। ২০১৭ সালে এক নাবালিকাকে অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল কুলদীপ। গত ২ ডিসেম্বর থেকে আদালত টানা দুপক্ষের শুনানি শুনেছেন। আগামী ১৯ ডিসেম্বর সাজা ঘোষণা হবে বলে জানা গিয়েছে। এই মামলায় আদালত অভিযুক্ত

পক্ষের ৯ সাক্ষী এবং সরকার পক্ষের ১৩ জন সাক্ষীর বক্তব্য রেকর্ড করেন। কুলদীপ উত্তরপ্রদেশের বাঙ্গারমাউ থেকে চারবারের বিধায়ক। ইতিমধ্যে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয় কুলদীপের বিরুদ্ধে। ১২০বি (অপরাধ), ৩৬৩ (অপহরণ) ও ৩৭৬ (ধর্ষণ) ধারায় রুজু হয় মামলা। পকসো ধারাতেও অন্য একটি মামলা রুজু হয় তার বিরুদ্ধে। শেষমেশ ২০১৮ সালের ১৩ এপ্রিল গ্রেফতার হয় উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গার। সঙ্গে গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত আরও চার।

তিহাড় জেলে ঠাঁই হয় তাদের। দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় ৯ আগস্ট চার্জগঠন করে পুলিশ। প্রতিদিনের শুনানিতে এই শোনেন জেলা বিচারক ধর্মেশ শর্মা। সুপ্রিম কোর্টে আদেশে মামলা উত্তরপ্রদেশ থেকে দিল্লিতে সরিয়ে আনা হয়েছিল। ২৮ জুলাই ওই ধর্ষিতার গাড়িতে একটি ট্রাক ধাক্কা দেয়। তাতে ধর্ষিতার দুই আত্মীয়া মারা যান, গুরুতর আহত হন তিনি নিজে।

শিক্ষার সাথে কর্মসংস্থান, রাজ্যে উচ্চশিক্ষায় সংস্কারের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর।। রাজ্যের যুবক-যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপর রাজ্য সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। আজ প্রজ্ঞাভবনে আয়োজিত ইণ্ডাষ্ট্রি একাডেমিয়া কনক্লেভ ত্রিপুরার আনুষ্ঠানিক সূচনা করে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এ-কথা বলেন। শিল্প ও শিক্ষা ক্ষেত্রের মধ্যে যোগাযোগের একটা মাধ্যম তৈরী করার পাশাপাশি শিল্প ক্ষেত্রে আরো বেশী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য যে সমস্ত দক্ষতার প্রয়োজন তা নির্বাচন করতেই এই কনক্লেভ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ১৯৭২ সালে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাবার চার দশক পরেও আমাদের রাজ্য এখনও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি। এখনো রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তাঁর দাবি, বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে আরও সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে করে শিক্ষার সাথে কর্মসংস্থানকে যুক্ত করে তোলা যায়। সেদিক দিয়ে এ ধরনের কনক্লেভ খুবই সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয়, প্রশংসা করে বলেন তিনি।

রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান (ত্রিপুরা ষ্টেট প্রজেক্ট) উচ্চ শিক্ষা দপ্তর এবং ত্রিপুরা ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি (টিই'রআইপিথি প্রজেক্ট)এর যৌথ উদ্যোগে এবং শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, ফিকি ও স্কিল ডাইরেক্টরেট এর সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আই টি দপ্তরের সচিব শশী রঞ্জন কুমার, শিক্ষা দপ্তরের সচিব সৌম্য গুপ্তা, স্টেট হায়ার এডুকেশন কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান প্রফেসর অরুনোদয় সাহা, ওএনজিসি ত্রিপুরা এসেট ম্যানেজার ও পি সি, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা সাজ ওয়াহিদ, এন আই টি এর অধিকর্তা প্রফেসর হরিশ কুমার শর্মা, এম বি বি ইউনিভার্সিটি'র ভিসি সত্যদেও পোদ্দার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তাগণ শিল্প ও শিক্ষা ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী পর্বের পর শুরু হয় টেকনিক্যাল সেশন, প্যারালাল সেশন ও প্যানেল

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিতর্কিত মন্তব্য, লম্বা ছুটিতে তথাগত, মেঘালয়ের অতিরিক্ত দায়িত্বে নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : বির্তক ছাড়তেই চাননা তথাগত রায়। এবার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে বির্তকিত মন্তব্য করে মেঘালয়বাসীর রোষানলে পড়েছেন। তাই, তিনি লম্বা ছুটিতে যাওয়া সঠিক বলে মনে করেছেন। ফলে, নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল আর এন রবিকে মেঘালয়লের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এখন থেকে রাজ্যপাল হিসেবে নাগাল্যান্ডের পাশাপাশি মেঘালয়েরও সাংবিধানিক প্রধানের দায়িত্বভার পালন করবেন তিনি। সোমবার রাষ্ট্রপতির সচিবালয় তরফে এমনই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায় ছুটিতে থাকার কারণে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) বিরোধিতা করে উত্তাল হয়ে ওঠে মেঘালয়। এমন পরিস্থিতিতে তথাগত রায়ের একটি টুইট নিয়ে বিতর্ক ছড়ায়। রাজ্য বিজেপির তরফে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে বিষয়টি নিয়ে নালিশও করা হয়। শুক্রবার রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা। ইনার লাইন পার্মিট নিয়ে দুই তরফে মধ্যে আলোচনা হয়।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে কোনও ভারতীয়ের চিন্তার কিছু নেই : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক বিক্ষোভ দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি আইনের পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএএ) ধর্ম নির্বিশেষে কোনও ভারতীয় নাগরিককে প্রভাবিত করবে না এবং কোনও ভারতীয়কে এই আইন নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে হবে না। সোমবার একাধিক টুইট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে হিংসাত্মক বিক্ষোভ দুর্ভাগ্যজনক এবং বেদনাদায়ক। বিতর্ক সভা, আলোচনা, বিরোধিতা করা গণতন্ত্রের অঙ্গ। কিন্তু নাগরিক সম্পত্তি ধ্বংস এবং সাধারণ জনজীবনকে ব্যাহত করা নীতিবিরুদ্ধ কাজ। ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা রেখেই যে নাগরিকত্ব সংশোধনী প্রণয়ন করা হয়েছে, তা মনে করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নিজের টুইটবার্তায় লিখেছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০১৯ সংসদের উভয় কক্ষে ধনী ভোটে পাশ হয়েছে। বিপুল সংখ্যায় রাজনৈতিক দলগুলি সাংসদেরা এই আইনকে সমর্থন করেছেন। ভারতের প্রাচীন সৌভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে ফের তুলে ধরেছে এই আইন। দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, কোনও ধর্মের ভারতীয় নাগরিকদের উপর সিএএ প্রভাব ফেলবে না। এই আইন নিয়ে কোন ভারতীয়কে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। ধর্মের নামে যে সকল মানুষকে নিপীড়িত হতে হচ্ছে। যাদের আর ভারত ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার নেই তাদের জন্য এই আইন। দেশের উন্নয়নই যে সাধারণ নাগরিকদের লক্ষ্য হওয়া উচিত তা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি টুইটে জানিয়েছেন, বর্তমানে ভারতের উন্নয়ন এবং দেশবাসী বিশেষ করে প্রান্তিক শ্রেণি, গরিবদের ক্ষমতায়নের জন্য সকলের কাজ করে যাওয়া উচিত। আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিভাজন তৈরি করে হিংসা ছড়ানোর কাজকে একেবারে

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।